Tales of Hindu History.

বৃত্ত কথা।

প্রথম খণ্ড

কলিকাতা স্কুল বুক সমাজের অধ্যক্ষদিগের
অনুমত্যনুসারে

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ

কর্তৃক

সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত

কলিকাতা স্মচারু যন্ত্রে

শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং দ্বারা, বাহির মৃজাপুর,
১৩ সংখ্যক ভবনে, মুদ্রিত হইল।

শকাব্দাঃ ১৭৭৮। ইং ১৮৫৬

INTRODUCTION.

These tales were written in Sanskrit by Somadeva Pandit; they were collected and compiled about A. D. 1059, for the amusement of the grand-mother of Harsha Deva, king of Kashmir.

They relate to the birth and wonderful memory of Vararuchi—the foundation of Pataliputra, now Patna—Vararuchi's dispute with Panini the great grammarian—the rich merchant—the punishment of pride—the history of king Salivahan—Shridatta's adventures—Vikramadityea,—a king's punishment for not knowing Shandhi—a tale of Tamluk.

These tales refer to characters famous in Indian History 18 centuries ago—at a time when Buddhism was powerful in various parts of the country.

বিজ্ঞাপন।

বৃহৎকথার প্রথম ভাগ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহা সোমদেব ভট্ট কৃত সংস্কৃত বৃহৎকথা গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই লিখিত হইয়াছে, অবিকল অনুবাদ নহে, কিন্তু সংস্কৃত পুস্তকে যে রূপ রীতিক্রমে নীতি বিষয় সকল লিখিত আছে ইহাতে সেই রূপেই সঙ্কলিত হইয়াছে, অশ্লীল ও অলৌকিক গল্প সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল নীতি বিষয়ক মনোহর গল্প সকল গ্রহণ করা গিয়াছে।

কৃতজ্ঞতা সহিত স্বীকার করিতেছি যে, বঙ্গ-ভাষানুবাদক সমাজের অধ্যক্ষ মহোদয়দিগের অনুমত্যনুসারে বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত বাবু প্যারী-চাঁদ মিত্র ও শ্রীযুক্ত রেবরেণ্ড জে, লং মহোদয়ের আগ্রহাতিশয়ে আমি ইহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলাম কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। এক্ষণে ইহা সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইলেই শ্রম সকল বোধ করিব ইতি।

কলিকাতা। শ্রীআনন্দচন্দ্র শর্ম্মা।

২১ চৈত্র, শকাব্দাঃ ১৭৭৮।

সূচিপত্র।

বৃহৎকথা।

হরপার্ব্বতী সংবাদ।

১। হিমালয় পর্ব্বতের সর্ব্ব প্রধান শিখরের নাম কৈলাস। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক সেব্যমান চরাচরগুরু মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত সেই কৈলাস শিখরে অবস্থিতি করেন। এক দিবস পার্ব্বতী কেলি কুতূহলে মহাদেবের সেবা করতঃ পরিতোষ জন্মিয়াছিলেন। তাহাতে মহাদেব হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বীয় অঙ্কে স্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে কি কার্য্য করিলে তোমার প্রীতি হয় বল। পার্ব্বতী উত্তর করিলেন, প্রভো! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে এই প্রার্থনা যে আমাকে একটী রমণীয় নূতন উপাখ্যান শ্রবণ করাও। ইহাতে মহাদেব প্রিয়ার প্রীতির নিমিত্তে কহিলেন, পূর্ব্বে কোন সময়ে ব্রহ্মা ও নারায়ণ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্তে নানা কষ্ট সাধ্য তপস্যা দ্বারা আমাকে পরিতুষ্ট করিলে নারায়ণ প্রার্থনা করেন, ভগবন্! আমি যেন সর্ব্বদা তোমার সেবায় রত

থাকি। তাহাতেই তিনি শরীর গ্রহণ পূর্ব্বক আমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিলেন। সেই নারায়ণ তুমি, আমারই পূর্ব্ব পত্নী। ইহা শুনিয়া পার্ব্বতী প্রার্থনা করিলেন, ভগবন্! কি প্রকারে আমি তোমার পূর্ব্ব পত্নী ছিলাম, তাহা শুনিতে বাঞ্ছা করি। মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! পূর্ব্বে তুমি দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ছিলে, পরে তাঁহার নিকটে আমার নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিমালয়ের ঔরসে মেনকার গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর। তথায় বর্দ্ধমানা হইতে লাগিলে, এমত সময়ে আমি তপস্যার্থ হিমালয়ে গমন করিলাম, এবং তিনি আমার শুশ্রূষার নিমিত্তে তোমাকে নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর তোমার তীব্র তপস্যা দ্বারা আমি প্রীত হইলাম। এই রূপে তুমি আমার পূর্ব্ব পত্নী ছিলে। এই উপাখ্যান শ্রবণে ভগবতীর পরিতোষ না হওয়াতে মহাদেব তাঁহাকে অন্য এক অপূর্ব্ব নূতন আখ্যান শ্রবণে প্রবৃত্ত করিলেন, এবং কহিলেন, আমি যতক্ষণ উপাখ্যান কহিব, ততক্ষণ যেন এ গৃহে কেহ না আসিতে পারে। ইহা বলিবামাত্র ভগবতী নন্দীকে দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত করিলেন, এবং মহাদেবও কহিতে আরম্ভ করিলেন।

পুষ্পদন্ত ও মাল্যবানের শাপ।

দেবতারা একান্ত সুখী, মনুষ্যেরা নিতান্ত দুঃখী, অতএব একত্র দেব ও মনুষ্য উভয়ের যে কার্য্য তাহা অতি আশ্চর্য্য ও মনোহর। এনিমিত্ত শাপভ্রষ্ট বিদ্যাধর চরিত

আমি তোমার নিকট বর্ণন করি। মহাদেব এই মাত্র বলিয়াছেন, এমত সময়ে পুষ্পদন্ত গৃহ প্রবেশার্থ দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বার রক্ষক নন্দী প্রবেশ বিষয়ে নিষেধ করিলেও তিনি অকারণ নিষেধ মনে করিয়া যোগবলে অলক্ষিত রূপ ধারণ পূর্ব্বক প্রবেশ করতঃ মহাদেব বর্ণিত শাপভ্রষ্ট বিদ্যাধর ঘটিত সমস্ত উপাখ্যান আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন। মন বা রহস্য কথা কোন্ ব্যক্তি স্ত্রীর নিকট গোপন রাখিতে পারে? সুতরাং তিনি শ্রবণ করিয়া গৃহে গমন করতঃ সে সমুদায় কথা স্বীয় প্রিয়া জয়ার নিকট প্রকাশ করিলেন। স্ত্রীদিগেরই বা বাক্সংযম কোথায়? সুতরাং জয়াও আশ্চর্য্য বোধ করিয়া পার্ব্বতীর নিকটে গিয়া ব্যক্ত করিলেন। পার্ব্বতী জয়ার মুখে সেই উপাখ্যান অবিকল শুনিয়া মহাদেবের নিকট গমন পূর্ব্বক মানবতী হইয়া কহিলেন, হে দেব! তুমি আমাকে নূতন উপাখ্যান শুনাও নাই, কারণ জয়া ইহা অবিকল সমুদায় জানে। ইহা শুনিয়া মহাদেব কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া কহিলেন, পুষ্পদন্ত অলক্ষ্যরূপ ধারণ করতঃ গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক উপাখ্যান শুনিয়া গিয়া জয়াকে কহিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই, নতুবা এই নূতন উপাখ্যান আর কেহই জানে না। ইহা শুনিয়া দেবী কোপে কম্পিত হইয়া পুষ্পদন্ত ও তাহার সহচর মাল্যবান্‌কে অভিসম্পাত করিলেন, তোমরা যেমন অবিনীত তেমনি মর্ত্ত্য লোকে গিয়া জন্ম গ্রহণ কর, কিন্তু সুপ্রতীক নামে

যক্ষ কুবেরের শাপে কাণভূতি নামক পিশাচ হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতে বাস করিতেছে, তাহাকে দেখিয়া জাতি স্মরণ হইলে যখন এই উপাখ্যান তাহাকে কহিবে, হে পুষ্পদন্ত! তখনই তুমি শাপ হইতে মুক্ত হইবে। আর মাল্যবান্ যখন কাণভূতির কথা শ্রবণ করিবে, তখন কাণভূতিও মুক্ত হইবে। পরে ঐ কথা মর্ত্ত্য লোকে প্রচার করিয়া মাল্যবানের শাপান্ত হইবে। এই কথা বলিয়া পার্ব্বতী প্রস্থান করিবামাত্র তাঁহারা উভয়ে বিদ্যুতের ন্যায় দৃষ্ট-নষ্ট হইল। অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে এক দিবস পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেব! বহুকাল হইল আমি যে পুষ্পদন্ত ও মাল্যবানকে অভিসম্পাত করিয়াছিলাম, তাহারা কোথায় জন্মিয়াছে। মহাদেব উত্তর করিলেন, পুষ্পদন্ত কৌশাম্বীতে* বররুচি হইয়া জন্মিয়াছে এবং মাল্যবান্ সুপ্রতিষ্ঠিত† নগরে গুণাঢ্য নামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

বররুচি সহ কাণভূতির সাক্ষাৎ।

২। অনন্তর পুষ্পদন্ত বররুচি হইয়া মর্ত্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করতঃ নানা বিদ্যা অধ্যয়ন পূর্ব্বক কিয়ৎ

---

* হস্তিনাপুরের রাজধানী বিলুপ্ত হইলে কৌশাম্বী নগরই এই ভারত রাজ্যের রাজধানী হইয়াছিল।

† সুপ্রতিষ্ঠিত নগর শালিবাহন রাজার রাজধানী ছিল। কেহ২ অনুমান করেন, গোদাবরীতীরস্থ পুতানা বা পিত্তান নগর পূর্ব্বে সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

কাল নন্দ ভূপতির মন্ত্রিত্ব সম্পাদন করিয়া পরে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে বিন্ধ্য পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক বিন্ধ্যবাসিনী* দর্শন করিয়া তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত থাকিলেন। অনন্তর এক দিবস স্বপ্নাদেশে দেবী কহিলেন, বররুচি! এই পর্ব্বতস্থ বন মধ্যে কাণভূতি বাস করেন, তুমি গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর। বররুচি স্বপ্ন দর্শন করিয়া গাত্রো-ত্থান পূর্ব্বক বনে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, এবং ব্যাঘ্র বানরাদি নানাবিধ জন্তুতে সমাকীর্ণ সেই বনের মধ্য স্থলে প্রবেশ করিয়া এক ন্যগ্রোধ তরুমূলে শত২ পি-শাচে আবৃত শাল বৃক্ষ সম কাণভূতিকে দর্শন করিলেন। তখন কাণভূতি সম্মুখে উপস্থিত বররুচিকে দেখিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার পাদমূলে আসিয়া পতিত হইলে, বররুচি কহিলেন, কাণভূতি! তোমাকে অতি-শয় সদাচার দেখিতেছি, অথচ তোমার এতাদৃশ গতি কি প্রকারে হইল, বল। কাণভূতি উত্তর করিলেন, মহা-শয়, আমি সবিশেষ কিছুই অবগত নহি, কিন্তু এতদু-দ্দেশে নরকপাল ও শ্মশান বিষয়ে মহাদেবের নিকট যাহা শুনিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন।

সুপ্রতীকের শাপ।

এক দিবস পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

* মৃজাপুরের নিকটবর্ত্তী বিখ্যাত বিন্ধ্য পর্ব্বতে ভগ-বতীর নিত্য অধিবাস জন্য তাঁহাকে বিন্ধ্যবাসিনী কহে।

প্রভো! শ্মশানে ও নর কপালে তোমার এতাদৃশ প্রীতি কেন হয়? মহাদেব উত্তর করিলেন, পূর্ব্বে কোন সময়ে কল্পান্তে এই পৃথিবী জলপ্লাবিত হইলে আমি নিজ উরু ভেদ করিয়া রক্ত বিন্দু পাতিত করিয়াছিলাম। সেই রক্ত বিন্দু জলমগ্ন হইয়া এক অণ্ডাকারে পরিণত হয়। ঐ অণ্ডে ব্রহ্মা ও প্রকৃতি উৎপন্ন হইয়া তাঁহারা ক্রমে অন্যান্য প্রজাপতি সকল উৎপন্ন করেন, এবং সেই সকল প্রজাপতি হইতে প্রজাগণ জন্মে, ইহাতেই ব্রহ্মাকে পিতামহ বলে। এই প্রকারে সমস্ত শিল্প সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মার মনে মহাগর্ব্ব উদ্ভূত হইলে আমি তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়াছিলাম। সেই ছেদন জন্য অনুতাপে তদবধি আমি সন্ন্যাস ব্রত ধারণ করতঃ কপালপাণী ও শ্মশানপ্রিয় হইয়াছি। আমি এই সকল কথা শ্রবণে কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া এক পার্শ্বে উপবিষ্ট আছি, এমত কালে পার্ব্বতী পুনর্ব্বার মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! সেই পুষ্পদন্ত কত দিনে পুনর্ব্বার আমাদিগের নিকটে আগমন করিবে। ইহা শুনিয়া মহাদেব অঙ্গুলি দ্বারা আমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, এই যে পিশাচ দেখিতেছ, ইনি কুবেরের অনুচর সুপ্রতীক নামে যক্ষ ছিলেন, স্থূলশিরা নামে এক রাক্ষস ইহাঁর মিত্র ছিল! এক দিবস কুবের, রাক্ষসের সহিত ইহাঁর মিত্রতা দেখিয়া ক্রোধে ইহাঁকে অভিসম্পাত করেন, তোমার যেমন অপকৃষ্টের সহিত

সর্ব্বদা সহবাস, তেমনি তুমি কাণভূতি নামে পিশাচ হইয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতে গিয়া অবস্থিতি কর। ইহা শুনিয়া ইহাঁর ভ্রাতা দীর্ঘজঙ্ঘ কুবেরের চরণ ধারণ পূর্ব্বক স্তব করতঃ শাপান্ত প্রার্থনা করাতে কুবের কহিলেন, পুষ্পদন্ত নামে গন্ধর্ব্ব পার্ব্বতীর শাপে বররুচি হইয়া জন্মিয়াছেন, তিনি গিয়া তোমাকে মহাদেবোক্ত মহা কথা শ্রবণ করাইলে সেই কথা তাঁহার অনুচর মাল্যবান্‌কে কহিয়া তাঁহাদিগের সহিত শাপ হইতে মুক্ত হইবে। কুবের এই রূপে ইহাঁর শাপান্ত করেন। হে প্রিয়ে! তুমি যে কাণভূতিকে লক্ষ্য করিয়া পুষ্পদন্তের শাপান্ত কর, তিনিই ইনি। এই রূপ শম্ভুর বাক্য শ্রবণ করতঃ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া আমি এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক পুষ্পদন্তের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। বররুচি এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া জাতি স্মরণ পূর্ব্বক নিদ্রাভঙ্গের ন্যায় শাপমুক্ত হইয়া কহিলেন, সেই পুষ্পদন্ত আমি, আমার নিকট সেই সকল কথা শ্রবণ কর, ইহা বলিয়া মহাদেবোক্ত সমুদায় উপাখ্যান আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলে কাণভূতি কহিলেন, হে দেব! আপনি রুদ্রাবতার, আপনি ভিন্ন এই মহাকথা আর কেহই অবগত নহে। আপনার প্রসাদে আমি কুবেরের শাপ হইতে মুক্তপ্রায় হইলাম। যদি আমার প্রতি ব্যক্ত করিতে কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, তবে আপনার আজন্ম বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। ইহা শুনিয়া পুষ্পদন্ত প্রণত

জনের অনুরোধে স্বীয় আজন্ম বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন।

বররুচির চরিত্র কথা।

পূর্ব্বকালে কৌশাম্বীনগরে সোমদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, বসুদত্তা নামে তাঁহার এক ভার্য্যা ছিল। এই বসুদত্তা পূর্ব্বে কোন দেবতার শাপে মুনিকুলে অবতীর্ণ হয়েন। আমি পার্ব্বতীর শাপে ঐ মুনিকন্যা বসুদত্তার গর্ভে সোমদত্তের ঔরসে বররুচি হইয়া জন্মিয়াছিলাম। আমার বাল্য কালেই পিতা পরলোক গমন করেন। তখন মাতা নিঃসহায় হইয়া অতিকষ্টে কোন প্রকারে আমাকে প্রতিপালন করতঃ কাল যাপন করিতে লাগিলেন। একদা দুই জন ব্রাহ্মণ বহুদূর হইতে আগমন পূর্ব্বক পথশ্রান্ত হইয়া এক রাত্রি বাস করিবার জন্য আমাদিগের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা যথাসম্ভব অতিথি সৎকার গ্রহণ পূর্ব্বক শয়ন করিয়া রহিয়াছেন এমন সময়ে দূরে বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। তাহাতে মাতা আমাকে সম্বোধন করিয়া গদ২ হইয়া কহিলেন, পুত্র! বোধ হয় তোমার পিতার মিত্র নটসুত ভবনন্দ নৃত্য করিতেছেন, তাঁহারই ঐ বাদ্যধ্বনি। আমি কহিলাম, মা! আমি উহা দেখিতে যাই, আসিয়া অবিকল ঐ রূপ গীত বাদ্যাদি তোমাকে শ্রবণ করাইব। আমার এই বাক্য শুনিয়া বিপ্রদ্বয় বিস্ময়াপন্ন হইলে মাতা তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে বিপ্র-

দ্বয়! সন্দেহ করিও না, আমার এই বালক এক বার যাহা শ্রবণ করে, তাহাই হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে। অনন্তর বিপ্রদ্বয় আমার সেই সামর্থ্য প্রত্যক্ষ করিবার অভিপ্রায়ে বেদের সম্পূর্ণ এক শাখা পাঠ করিলেন, আমিও একবার মাত্র শ্রবণ করিয়া অবিকল উহা তাঁহাদিগকে শ্রবণ করাইলাম। পরে তাঁহাদিগের সহিত একত্রিত হইয়া গিয়া তাঁহাদিকে দর্শন করতঃ গৃহ প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মাতাকে সে সমুদায় দর্শন ও শ্রবণ করাইলাম। সেই উক্ত ব্রাহ্মণের মধ্যে এক জনের নাম ব্যাড়ি। তিনি তখন আমাকে শ্রুতধর নিশ্চয় করিয়া আমার মাতার নিকটে আপনাদিগের পূর্ব্ববৃত্ত কহিতে আরম্ভ করিলেন।

ব্যাড়ি ও ইন্দ্রদত্তের বৃত্তান্ত।

হে মাতঃ! পূর্ব্বকালে বেতসাখ্য নগরে দেবস্বামী ও করম্ভক নামে দুই সহোদর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদিগের পরস্পর অত্যন্ত প্রণয় ছিল। তাঁহাদিগের এক জনের পুত্র ইনি, ইহাঁর নাম ইন্দ্রদত্ত, আর এক জনের পুত্র আমি, আমার নাম ব্যাড়ি। আমাদিগের বিদ্যাধ্যয়ন সম্পন্ন না হইতেই আমার পিতা পরলোক গত হয়েন, পরে ইন্দ্রদত্তের পিতা ভ্রাতৃ শোকে কাতর হইয়া মহাপ্রস্থানে* গমন করেন। অনন্তর আমাদিগের উভয়ের

* স্বর্গারোহণের পথ অর্থাৎ সুমেরু পর্ব্বতের শিখর বিশেষ।

মাতৃদ্বয়ও শোকে বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া লোকান্তরিত হইলেন। তখন আমরা যথেষ্ট ধন সম্পত্তি থাকিতেও বিদ্যাশিক্ষার্থ অনাথের ন্যায় নানা স্থান ভ্রমণপূর্ব্বক দক্ষিণাপথে গিয়া কার্ত্তিকেয়ের তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলাম। এক দিবস প্রভু ষড়ানন আমাদিগকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন, নন্দ ভূপতির অধিকার পাটলীপুত্র* নগরে বর্ষ নামে এক ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহা হইতে তোমরা সকল বিদ্যা প্রাপ্ত হইবে, অতএব তাঁহার নিকট গমন কর অনন্তর আমরা পাটলীপুত্রের উদ্দেশে যাত্রা করিয়া তথায় উত্তীর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করাতে নগরস্থ লোকে কহিল, এ গ্রামে বর্ষ নামে এক অতি মূর্খ ব্রাহ্মণ বাস করে। তাহাতে আমরা উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখি যে গৃহের আবরণ নাই, ভিত্তি সকল মূষিকে জর্জ্জরিত করিয়া গৃহ মধ্যে স্তূপাকার বল্মীক নির্ম্মাণ করিয়াছে। বোধ হইল যেন কেবল শ্বাপদের আবাস স্থান, মনুষ্যের সমাগম নাই। সেই গৃহাভ্যন্তরে বর্ষকে ধ্যানস্থ দেখিয়া তাঁহার পত্নীর নিকটে গিয়া আতিথ্য স্বীকার করিলাম এবং দেখিলাম, তৈলাভাবে তাঁহার শরীর ধূসরবর্ণ ও অতিশীর্ণ, মলিন এক ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছেন। বোধ হইল যেন দুর্গতি স্বয়ং কলেবর ধারণ

---

* এক্ষণে ইহাকে পাটনা বলে।

পূর্ব্বক বর্ষের গুণে আকৃষ্ট হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। আমরা উঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজ আগমন কারণ ও বর্ষের যথাশ্রুত মূর্খ বার্ত্তা নিবেদন করিলে পর তিনি কহিলেন, তোমরা আমার সন্তানস্বরূপ, তোমাদিগের নিকটে লজ্জা কি? পূর্ব্বরৃত্তান্ত ব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ কর।

বর্ষ উপ... ...ের চরিত।

এই নগরে শঙ্করস্বামী ... এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। আমার স্বামী এই বর্ষ, আর উপবর্ষ, তাঁহার এই দুই পুত্র। ইনি মূর্খ ও দরিদ্র কিন্তু ইহাঁর কনিষ্ঠ তদ্বিপরীত বিদ্বান্ ও ধনী। তিনি স্বীয় ভার্য্যাকে গৃহ কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। তৎকালে এ নগরে এক কুৎসিত ব্যবহার প্রচলিত ছিল, স্ত্রীলোকেরা পিষ্টক দ্বারা এক অনাদেয় কদাকার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতঃ গুড়মিশ্রিত করিয়া গোপন ভাবে বো... মূর্খ ব্রাহ্মণকে দান করিত। আমার দেবরপত্নী সেই রূপ প্রতিমূর্ত্তি ইহাঁকে দান করাতে, ইনি তাহা লইয়া গৃহে আ... ...মাত্র, আমি দেখিয়া বিস্তর ভর্ৎসনা করিলাম। তাহাতে ইনি তিরস্কৃত হইয়া বন প্রবেশ পূর্ব্বক কার্ত্তিকেয়ের আরাধনা করতঃ সমুদায় বিদ্যালাভ করেন। কিন্তু কুমার দেব আদেশ করিয়াছেন, যে তুমি গিয়া কোন এক শ্রুতধরের নিকটে ইহা প্রকাশ কর। অনন্তর ইনি হৃষ্টচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আমার নিকটে সমুদায় ব্যক্ত করিয়া তদবধি সর্ব্বদাই জপ তপস্যায় নিযুক্ত থাকেন। অতএব একটি শ্রুতধর অন্বেষণ

করিয়া আনয়ন করিতে পারিলেই তোমাদিগের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। বর্ষপত্নীর নিকটে এইরূপ শ্রবণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করতঃ শ্রুতধরের অন্বেষণে পৃথিবী পর্য্যটন পূর্ব্বক অদ্য আপনার গৃহে আসিয়া এই এক শ্রুতধর প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব আমাদিগের অভীষ্ট বিদ্যা লাভার্থ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনি ইহাঁকে প্রদান করুন, আমরা লইয়া তথায় গমন করি।

বর্ষের নিকট বেদাধ্যয়ন।

এইরূপ ব্যাড়ি বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার মাতা মহাসমাদর পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। তোমরা যাহা কহিলে সে সমুদায়ই সঙ্গত বোধ হইতেছে, কারণ আমার এই পুত্র জন্মাইবার পর এইরূপ দৈববাণী হয়, যে এই বালক শ্রুতধর হইবে এবং বর্ষ হইতে ইহার সমস্ত বিদ্যা লাভ হইবে, বিশেষতঃ ব্যাকরণ শাস্ত্রে ইহার অত্যন্ত ব্যুৎপত্তি জন্মিবে, এবং সমুদায় বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিষয়ে রুচি জন্য ইহার নাম বররুচি হইবে। সেই অবধি আমি দিবানিশ চিন্তা করিতেছি, যে কোথায় সেই বর্ষ উপাধ্যায়। অদ্য তোমাদিগের নিকটে শুনিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম, অতএব তোমরা ইহাকে লইয়া যাইবে, ইহা আহ্লাদের বিষয়। এইরূপ মাতৃ বাক্য শ্রবণে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া পরদিন প্রাতঃকালে ধনদ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করতঃ তাঁহার অনুজ্ঞাতে আমাকে লইয়া ব্যাড়ি ও ইন্দ্রদত্ত পাটলীপুত্র নগরে প্রস্থান করি-

লেন। কিয়দ্দিবস পরে আমরা ক্রমশঃ গিয়া বর্ষের আলয়ে উপস্থিত হইলাম, তিনি আমাদিগকে দেখিয়া মহাসমাদরে সম্মুখে বসাইয়া ওঙ্কার উচ্চারণ পূর্ব্বক সুস্বরে বেদ অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করিলেন। বর্ষের একবার মাত্র উক্ত বেদ আমার অভ্যাস হইল, পরে আমি পাঠ করিলে দুই বার শ্রবণে ব্যাড়ির কণ্ঠস্থ হইল, এবং ব্যাড়ি উচ্চারণ করিলে তিন বার শ্রবণে ইন্দ্রদত্ত শিক্ষিত হইলেন। এককালে আমাদিগের পাঠের অপূর্ব্ব ধ্বনি শ্রবণে সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে আগমন পূর্ব্বক বর্ষকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। তখন উপবর্ষ এই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া আনন্দিত হইলেন, এবং নন্দ ভূপতি কার্ত্তিকেয় বরপ্রভাব শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া বর্ষের আলয় ধনরত্নে পরিপূরিত করিয়া দিলেন।

পাটলীপুত্র নগরের বিবরণ।

২। হে কাণভূতি! এইরূপে, বর্ষ উপাধ্যায়ের নিকট আমরা বহুকাল বেদাধ্যয়ন করিতে থাকিলে একদিবস জিজ্ঞাসা করিলাম, গুরো! এই পাটলীপুত্র নগর এরূপ সরস্বতী ও লক্ষ্মী উভয়ের আবাস ভূমি কি প্রকারে হইল, শুনিতে বাসনা করি। ইহা শুনিয়া বর্ষ কহিলেন, হরিদ্বারে কনখল নামে এক পবিত্র তীর্থ আছে। যে তীর্থে কাঞ্চনপাত নামে দেবহস্তী উশীনর পর্ব্বতের শিখর ভেদ করিয়া গঙ্গাকে অবতারিত

করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্য এক ব্রাহ্মণ ভার্য্যার সহিত সেই তীর্থে অবস্থিতি করিতেন। তথায় তাঁহার তিনটি পুত্র জন্মে। কিয়ৎকাল পরে ব্রাহ্মণের এবং তাঁহার ভার্য্যার পরলোক হইলে তাঁহার পুত্রেরা বিদ্যা শিক্ষার্থ রাজগৃহনগরে* গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন এবং তথায় নানা বিদ্যা অধ্যয়ন পূর্ব্বক সহায়াভাবে দুঃখিতান্তঃকরণে ভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণাপথে কার্ত্তিকেয় সন্দর্শন করতঃ সমুদ্র তীরে চিঞ্চিনী নগরে গিয়া ভোজিক নামক এক ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে ভোজিক তিন ব্রাহ্মণকুমারকে গুণসম্পন্ন দেখিয়া নিজ কুমারীত্রয় দান করতঃ পুত্রাভাবে তাঁহাদিগকেই সমুদায় সম্পত্তির অধিকারী করিয়া স্বয়ং তপস্যার্থ গঙ্গায় গমন করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণকুমারেরা শ্বশুর গৃহে সুখে কাল যাপন করেন, এমত সময়ে তথায় একদা অবগ্রহ জনিত মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। আহা! সৌহার্দ ভাব কি নৃশংস দিগের অন্তঃকরণ স্পর্শ করিতেও পারে না। ঐ সময়ে তাহারা নিজ নিজ সহধর্ম্মিণীগণকে পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে অনায়াসে প্রস্থান করিল. তখন তাঁহাদিগের মধ্যে মধ্যমা গর্ভবতী ছিলেন, সুতরাং উপায়ান্তর না দেখিয়া পিতৃ মিত্র যজ্ঞদত্তের গৃহে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ

* বেহার রাজ্যের পূর্ব্বতন রাজধানী অর্থাৎ রাজমহল।

করিলেন। কুলস্ত্রীরা মহা বিপদে পতিত হইলেও কখন সতীধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না, সুতরাং তখন তাঁহারা অতি ক্লেশকর দাস্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়াও স্বীয় স্বীয় পতির রূপ গুণ ধ্যান করতঃ অতি কষ্টে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে মধ্যমা এক পুত্র প্রসব করিলে ক্রমশঃ তাঁহাদিগের পরস্পর প্রণয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

পুত্রক রাজার উপাখ্যান।

একদা হরপার্ব্বতী ব্যোমযানে আকাশপথে গমন করিতেং পার্ব্বতী কহিলেন, দেব দেখ, এই তিনটী স্ত্রী-লোক স্নেহ বশতঃ একটী শিশুর উপর কত আশা করি-তেছে। অতএব হে দেব! তুমি ইহাদিগের ঐ আশা সফলা কর, যেন এই বালক উহাদিগকে প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয়। ইহা শ্রবণ করিয়া মহাদেব উত্তর করিলেন, প্রিয়ে! আমি ইহাঁকে পূর্ব্বেই অনুগ্রহ করি-য়াছি। পূর্ব্ব জন্মে ইনি ভার্য্যার সহিত একত্রিত হইয়া আমার আরাধনা করেন, সেই পুণ্যের ফল ভোগার্থ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আর ইহাঁর ভার্য্যা ইন্দ্র বর্ম্মা রাজার কন্যা পাটলী হইয়া জন্মিয়াছেন, তিনিই ইহাঁর পত্নী হইবেন। ইহা কহিয়া মহাদেব ভোজিক কন্যা-দিগকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন, তোমাদিগের এই কুমারের নাম পুত্রক হইবে, এবং ইনি প্রত্যহ নিদ্রা-ভঙ্গের পর, শিরঃসন্নিধানে লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া

তদ্দ্বারা ক্রমশঃ এই পৃথিবীর রাজা হইবেন। অনন্তর প্রাতঃকালে শিশুর নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তাঁহারা লক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া মহা আনন্দিত হইলেন. এবং প্রত্যহ সেই রূপ প্রাপ্ত হইতেং অনতিবিলম্বেই পুত্রক সসাগরা পৃথিবীর রাজা হইয়া উঠিলেন। পরে এক দিবস যজ্ঞ-দত্ত পুত্রককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তোমার পিতা ও পিতৃব্যেরা দুর্ভিক্ষ সময়ে কোন অলক্ষিত স্থানে গমন করিয়াছেন তাহার সংবাদ মাত্রও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই. অতএব ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিতে আরম্ভ কর, তাহা হইলে এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ধন লোভে অবশ্যই তাঁহারা এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। এতদ্বিষয়ে উদাহরণ স্বরূপ ব্রহ্মদত্তের উপাখ্যান শ্রবণ কর।

ব্রহ্মদত্ত রাজার উপাখ্যান।

যজ্ঞদত্ত কহিলেন, পূর্ব্বকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদা রাত্রিকালে গগনে উড্ডীয়মান, শত শত রাজহংসে আবৃত. শুক্লমেঘে পরিবৃত বিদ্যুল্লতার ন্যায়, সুবর্ণ বর্ণরঞ্জিত দুই রাজ হংস দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া ছিলেন। কিয়ৎকাল পরে এক দিবস পুনর্ব্বার সেই হংসের রূপ লাবণ্য দর্শনার্থ তাঁহার এমন উৎকণ্ঠা উপস্থিত হইল যে রাজ কার্য্য পর্য্যালোচনা বা রাজভোগ্য ঐশ্বর্য্যে আর কোন প্রকারে প্রবৃত্তি থাকিল না। পরে মন্ত্রিদিগের সহিত মন্ত্রণা করতঃ স্বীয়

অভিমতানুসারে এক মনোহর সরোবর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে স্বেচ্ছানুসারে বিহারার্থ সর্ব্বপ্রাণির অভয়প্রদান করাতে ক্রমশঃ সমস্ত জলচর পক্ষিরা আসিয়া বিহার করিতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে ঐ হংসদ্বয়ও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন রাজা হংসদ্বয়কে দেখিয়া তাহাদিগের বিশ্বাস জন্মাইয়া সুবর্ণ বর্ণের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে হংসেরা কহিল মহারাজ শ্রবণ কর, পূর্ব্ব জন্মে আমরা উভয়ে বায়স ছিলাম। একদা এই বারাণসীর শম্ভু মঠে এক বলি লইয়া যুদ্ধ করতঃ এক দ্রোণীতে পতিত হইয়া আমরা উভয়েই প্রাণ ত্যাগ করি তাহাতেই জাতিস্মর হেমময় হংস হইয়া জন্মিয়াছি। ইহা শুনিয়া রাজা ব্রহ্মদত্ত তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। অতএব দান করিতে আরম্ভ কর, তাহাতেই তোমার পিতৃগণকে প্রাপ্ত হইবে।

অতি লোভে মৃত্যুর উদাহরণ।

এইরূপ যজ্ঞদত্তের উপদেশ শ্রবণ করিয়া রাজা পুত্রক ব্রাহ্মণদিগকে ধন দান করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুকাল পরে দান বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অসম্ভাবিত লাভ প্রত্যাশায় সেই বিপ্রত্রয় তথায় আগমন পূর্ব্বক পরিচিত হইয়া স্ত্রী পুত্র ধন রত্নাদি লাভ করিলেন। কি আশ্চর্য্য! অবিবেকী দুরাত্মাদিগের স্বভাব কি পরিবর্ত্তিত হয় না। অনন্তর ঐ দুরাত্মারা রাজ্য লোভে পুত্রককে বধ করিবার

বাসনায় তীর্থ দর্শনচ্ছলে তাঁহাকে বিন্ধ্য পর্ব্বতে লইয়া গেল, এবং তাঁহার যথার্থ দেবী গৃহ মধ্যে গূঢ়ভাবে এক দস্যুকে রাখিয়া পুত্রককে কহিল, তুমি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেবী দর্শন কর, আমরা পশ্চাৎ যাইতেছি। ইহা শুনিয়া পুত্রক দেবী গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক বধোদ্যত দস্যুকে দেখিয়া কহিলেন, তুমি কে, কেন আমাকে মারিতে উদ্যত হইয়েছ? দস্যু কহিল, তোমার পিতা তোমারই বধার্থ আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া পুত্রক নিজ গাত্র হইতে কিঞ্চিৎ অলঙ্কার খুলিয়া দিয়া তাহাকে পরিতুষ্ট করতঃ গোপনে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দূরে প্রস্থান করিলে দস্যু তাঁহার পিতার নিকটে গিয়া প্রতারণা পূর্ব্বক কহিল, তোমার পুত্রকে বধ করিয়া বনে নিক্ষেপ করিয়াছি, আর সন্দেহ নাই। ইহা শুনিয়া তাহারা রাজ্যলোভে গৃহে আসিবামাত্র তাহাদিগের ভাব ভঙ্গি সন্দর্শন পূর্ব্বক মন্ত্রিগণ অনিষ্টকর নিশ্চয় করিয়া তাহাদিগকে বধ করিল।

পুত্রকের যষ্টি পাদুকাদি লাভ।

অনন্তর রাজা পুত্রক স্বীয় বন্ধুবর্গের প্রতি বিরক্ত হইয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতের বন মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে২ বাহু যুদ্ধে প্রবৃত্ত দুই জন মল্লকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে, কি নিমিত্তেই বা যুদ্ধ করিতেছ? মল্লেরা কহিল, আমরা ময় নামক অসুরের সন্তান, পৈতৃক ধন লইয়া আমাদিগের যুদ্ধ হইতেছে।

আমাদিগের পিতার এক খানি ভোজন পাত্র, এক গাছি যষ্টি এবং দুই খানি পাদুকা মাত্র আছে। আমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি বলবান্ হইবে সেই উহা লাভ করিবে। ইহাতে রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, এ অতি সামান্য ধন, ইহার নিমিত্তে যুদ্ধ করা উপযুক্ত নহে। মল্লেরা কহিল, ইহারা দেখিতে অতি অল্প বটে, কিন্তু ইহাদের গুণ অল্প নহে। এই যে পাদুকা দেখিতেছ, ইহা পায়ে দিয়া আকাশে গমন করা যায় এবং এই যষ্টি দ্বারা ভূমিতে যাহা অঙ্কিত কর, তাহাই সত্য হয়, আর যখন যাহা কিছু আহারের ইচ্ছা হয়, তাহাই এই পাত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন, তবে তোমাদিগের যুদ্ধের প্রয়োজন কি, এবং এই পণ কর, যে বহু দূরে গমন পূর্ব্বক যে ব্যক্তি প্রথম আসিয়া ইহা স্পর্শ করিতে পারিবে, তাহারই ইহা হইবে। অনন্তর মল্লেরা রাজার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া বহু দূরে গমন করিবামাত্র রাজা পুত্রক যষ্টি ও ভাজন লইয়া পাদুকা পায়ে দিয়া আকাশ পথে পলায়ন করিলেন। পরে আকাশে কিয়দ্দূর গমন করিতে২ আকর্ষিক নামে এক মনোহর নগর দেখিয়া তথায় অবতীর্ণ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, বেশ্যা সকল প্রবঞ্চনা কুশল, ব্রাহ্মণেরা আমার পিতৃ পিতৃব্য তুল্য এবং বৈশ্যেরা ধন লোভী, অতএব এখন কাহার গৃহে গিয়া বাস করি। রাজা এই রূপ চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে এক

পুরাতন নির্জ্জন গৃহ মধ্যে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীকে দেখিয়া তথায় গমন পূর্ব্বক ধন দ্বারা তাহার তুষ্টি সম্পাদন করিয়া তাহারই গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

রাজকন্যা পাটলীর বিবরণ।

একদা বৃদ্ধা প্রীতমনে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, পুত্রক, আমার অতিশয় চিন্তা উপস্থিত হইতেছে যে তোমার উপযুক্ত ভার্য্যা কোন স্থানে দেখিতে পাই না, কেবল এই নগরে ইন্দ্রবর্ম্ম রাজার পাটলী নামে এক কন্যা আছেন, তিনিই তোমার ভার্য্যার উপযুক্ত কিন্তু তিনি দুষ্প্রাপ্য রত্নের ন্যায় অন্তঃপুরেই রক্ষিত আছেন। এইরূপ একান্তে বৃদ্ধা বাক্য শ্রবণ মাত্র সহসা রাজার হৃদয়ে অনঙ্গদেব আসিয়া আবির্ভূত হওয়াতে রাজা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আমি অদ্যই গিয়া সেই ললনাকে দর্শন করিব। অনন্তর নিশাকাল উপস্থিত হইলে পাদুকা ধারণপূর্ব্বক আকাশ পথে গমন করতঃ অতি উচ্চস্থ গবাক্ষ দ্বারা পাটলীর গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রাজকন্যা নিদ্রিত আছেন। তখন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তাঁহার শয্যা সমীপে গমন পূর্ব্বক জাগ্রত করিবার উপায় চিন্তা করিতেছেন, এমত কালে অকস্মাৎ পাটলী জাগ্রত হইয়া তাঁহার রূপ লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইলেন। অনন্তর পরস্পরে বাক্যালাপ করিয়া প্রীতমনে গান্ধর্ব্ব বিধানানুসারে বিবাহ সম্পন্ন করতঃ উভয়েই পরস্পরের প্রীতি বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

পরে রাত্রি অবসন্না হইলে, রাজা পাটলীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া তন্দ্রাতান্ত্যকরণে বৃদ্ধার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রতি নিশায় এইরূপ গমনাগমন করিতে করিতে এক দিবস পাটলীর সখীগণ জানিতে পারিয়া তাঁহার পিতা ইন্দ্রবর্ম্মাকে জ্ঞাত করাতে তিনি তাহার পরীক্ষার্থ অন্তঃপুরে গূঢ় রূপে এক দাসীকে রক্ষা করিলেন। অনন্তর রাত্রি কালে পুত্রক আসিয়া পাটলীর শয্যায় শয়ন করিবামাত্র দাসী গোপন ভাবে গিয়া তাঁহার বস্ত্রে অলক্তকের চিহ্ন করিয়া দিয়া প্রাতঃকালে রাজার নিকট গিয়া নিবেদন করাতে রাজা দূত দ্বারা অনুসন্ধান করতঃ বৃদ্ধার গৃহ হইতে পুত্রককে আনয়ন করিলেন। তখন পুত্রক, রাজাকে কুপিত দেখিয়া পাদুকা যোগে আকাশে উঠিয়া পাটলীর গৃহে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দূর গমন পূর্ব্বক গঙ্গাতট নিকটে অবতীর্ণ হইয়া পাত্র হইতে নানা প্রকার উপাদেয় দ্রব্য উভয়ে আহার করতঃ তথায় সেই যষ্টিদ্বারা চতুরঙ্গ বলযুক্ত এক মহানগর অঙ্কিত করিয়া সেই নগরে সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই নিমিত্তেই মায়ারচিত এই নগর পাটলীপুত্র নামে বিখ্যাত ও লক্ষ্মী সরস্বতীর আবাস স্থান হইয়াছে। হে কাণ ভূতি, বর্ষ উপাধ্যায় হইতে এই বিচিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া আমরা বিস্ময়াপন্ন হইলাম।

উপকোশার সহিত বররুচির বিবাহ।

৪। এই রূপে ব্যাড়ি ও ইন্দ্রদত্তের সহিত বর্ষ উপাধ্যায়ের গৃহে বাস করতঃ ক্রমশঃ আমি সমস্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করিলাম। এক দিবস আমরা ইন্দ্রোৎসব দর্শনার্থ গমন করিতেছি এমত কালে পথমধ্যে এক পরমাসুন্দরী কন্যাকে দেখিয়া আমি ইন্দ্রদত্তকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই মনোহারিণী ললনা কে? তাহাতে ইন্দ্রদত্ত কহিলেন, ইনি উপবর্ষের কন্যা, ইহাঁর নাম উপকোশা। এই অবসরে উপকোশাও আমার রূপ লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া নিজ সহচরী হইতে আমার পরিচয় প্রাপ্তিপূর্ব্বক প্রীতিপূর্ণ নয়নে আমার মন আকর্ষণ করিয়া স্বীয় ভবনে প্রস্থান করিল। তদবধি আমি তদ্বিম্বোষ্ঠ পিপাসায় ব্যাকুল হৃদয়ে কালযাপন করিতে লাগিলাম। একদা রাত্রিকালে উপকোশার রূপ চিন্তা করিতেই নিদ্রিত হইয়া স্বপ্নে দেখিলাম,যেন শুক্লাম্বর পরিধান করতঃ একটী স্ত্রীলোক আসিয়া আমাকে কহিতেছে যে এই উপকোশা তোমারই পূর্ব্ব পত্নী, ইনি অন্য পুরুষের সংসর্গ কখন মনেও করেন না,অতএব তুমি চিন্তা করিও না ইনিই তোমার ভার্য্যা হইবেন,আমি তোমার শরীরান্তর্ব্বর্ত্তিনী সরস্বতী। ইহা কহিয়া সরস্বতী অন্তর্হিত হইলে আমি জাগ্রত হইয়া অল্পেং গিয়া উপকোশার গৃহ সমীপে এক আম্র বৃক্ষ তলে দণ্ডায়মান আছি,এমত কালে তাঁহার সখী আসিয়া তাঁহার স্মর বেদনার বৃত্তান্ত আমার নিকট ব্যক্ত করিয়া

তথায় গমন করিতে অনুরোধ করাতে আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিলাম, তাঁহার পিতা সংপ্রদান না করিলে আমি কি প্রকারে তাঁহার নিকট গমন করিব। সম্ভাবিত ব্যক্তির অকীর্ত্তি মরণ হইতেও অতিরিক্ত। অতএব এক্ষণে তাঁহার পিতাকে এবিষয় জানাইয়া আমাদিগের উভয়ের মান রক্ষা কর, তিনি যোগ্য পাত্র দেখিয়া অবশ্যই আমাকে কন্যাদান করিবেন। ইহা শুনিয়া সখী উপকোশার মাতার নিকটে গিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত করিলে তিনি গিয়া উপবর্ষকে কহিলেন। পরে উপবর্ষ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বর্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া বিবাহ দেওয়া নিশ্চয় করিলে, বর্ষাচার্য্যের আদেশে ব্যাড়ি গিয়া কৌশাম্বী হইতে আমার মাতাকে আনয়ন করিলেন। পরে উপবর্ষ শুভক্ষণে বিহিত বিধানে আমাকে কন্যা দান করিলে আমি তাঁহার সহিত সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলাম।

কামুক ব্যক্তিদিগের দুরবস্থা।

অনন্তর ক্রমশঃ বর্ষ উপাধ্যায়ের নিকট পাঠার্থ অনেক শিষ্য আসিয়া অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন। তাহার মধ্যে পাণিনী নামক এক জন অত্যন্ত জড় বুদ্ধি ছিলেন। তিনি নিয়ত গুরু শুশ্রূষা করিয়া ক্লিষ্ট হওয়াতে বর্ষপত্নী কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বিদ্যাকামনায় তপস্যার্থ হিমালয়ে গমন করেন। তথায় তীব্রতপস্যাদ্বারা পরিতুষ্ট মহাদেবের নিকট হইতে সর্ব্ব বিদ্যার মূল স্ব-

রূপ নূতন এক ব্যাকরণ প্রাপ্ত হইয়া গৃহে আসিয়া বাদ বিতণ্ডার নিমিত্তে আমাকে আহ্বান করেন। পরে বাদ বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়া বিচার করিতে২ সাত দিবস গত হইল, অষ্টম দিবসে আমি তাঁহাকে জয় করিলাম। ইহা দেখিয়া মহাদেব আকাশ হইতে এক ঘোরতর হুঙ্কার ধ্বনি করিলেন। আমি তাহাতে সমস্ত ব্যাকরণ জ্ঞান বিস্মৃত হইয়া মূর্খপ্রায় হইলাম। অনন্তর আমি অত্যন্ত ক্ষোভিতান্তঃকরণে সংসার নির্ব্বাহার্থ সমুদায় ধন সম্পত্তি হিরণ্যদত্ত নামক এক বণিকের হস্তে ন্যস্ত করিয়া এবং তাহা উপকোশাকে অবগত করিয়া মহাদেবের আরাধনার্থ হিমালয়ে গমন করিলাম। উপকোশাও তদবধি আমার মঙ্গলোদ্দেশে নিয়ম ব্রত ধারণ পূর্ব্বক গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। একদা তিনি গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন, এমত কালে পথমধ্যে রাজার পুরোহিত, মন্ত্রী ও অনুচর, ইহাঁরা তাঁহাকে দেখিয়া পরস্পর সকলেই স্মরবাণে অধীর হইলেন, কিন্তু কেহই কিছু প্রকাশ করিলেন না। পরে তিনি স্নানান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন এমত সময়ে হঠাৎ মন্ত্রী আসিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন। ইহাতে উপকোশা কহিলেন, হে রাজমন্ত্রী! তুমি যে অভিপ্রায়ে আমার হস্ত ধারণ করিলে, আমার তাহাতে সম্মতি আছে, কিন্তু আমি সদ্বংশ জাত, আমার পতি প্রবাসে আছেন, কি প্রকারে আমি এক্ষণে এবিষয়ে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু আমার

পৌর জন সকলে মধূৎসব দর্শনার্থ গমন করিবেন তখন পরশ্ব রাত্রির প্রথম প্রহরে আমার গৃহে গমন করিও। ইহা বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়া কয়ৎদূর গমন করিয়াছেন এমত কালে রাজপুরোহিত আসিয়া ঐ রূপে হস্ত ধারণ করিলেন। তাঁহাকে ঐ সকল কথা কহিয়া ঐ দিবস রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে গমন করিতে সংকেত দিলেন। রাজপুরোহিতকে বিদায় করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতেই রাজানুচর আসিয়া ঐ রূপে অনুরোধ করিলেন। তাঁহাকে সেই দিনের তৃতীয় প্রহরে সঙ্কেত করিয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক ভয়ে কম্পিত হইয়া নির্জ্জনে দাসীকে ডাকিয়া সমস্ত অবগত করিয়া কহিলেন, পতি বিদেশে থাকিলে কুলকামিনীর বরং মরণ ভাল, তথাপি অবিবেকী লোকের নয়নগোচর হওয়া শ্রেয়স্কর নহে।

ইহা চিন্তা করিয়া আমাকে স্মরণ করতঃ সাধ্বী অনাহারে অতি কষ্টে রাত্রি যাপন করিয়া পর দিন প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণদিগকে দানার্থ আমার সংস্থাপিত কিঞ্চিৎ ধন আনয়ন করিবার জন্য হিরণ্য গুপ্ত বণিকের নিকট দাসী প্রেরণ করিলেন। হিরণ্য গুপ্ত দাসী মুখে ধন প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ গোপনে উপকোশার নিকটে আসিয়া কহিল, উপকোশা! যদি তুমি আমাকে ভজনা কর, তবে তোমার ভর্ত্তৃস্থাপিত ধন তোমাকে অর্পণ করিব, নতুবা কিছুই দিব না। ইহা শুনিয়া উপকোশা চিন্তা করিলেন, ভর্ত্তৃস্থাপিত ধনের সাক্ষী কেহই

নাই, অতএব এ পাপাত্মা উক্ত ধনে আমাকে একেবারে বঞ্চিত করিলেও করিতে পারে। ইহা ভাবিয়া কহিলেন, তুমি অদ্য গমন কর, কল্য রাত্রির শেষ প্রহরে আগমন করিও। ইহা শুনিয়া বণিক প্রস্থান করিলে উপকোশা নির্জনে এক কুণ্ড তৈল-কালী ও তৈল-কালীলিপ্ত চারি-খানি চীর বস্ত্র এবং একটী দীর্ঘাকার সিন্ধুক প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। সংকেত দিবস রাত্রির প্রথম প্রহরে মন্ত্রী আসিয়া গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে উপকোশা কহিলেন, তুমি স্নান না করিলে আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, অতএব স্নান কর। মন্ত্রী স্নান করিতে স্বীকার করিলে তাঁহাকে সেই অন্ধকার গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া বস্ত্রা-লঙ্কারাদি গ্রহণ পূর্ব্বক মসীলিপ্ত এক খানি চীর বস্ত্র পরাইয়া অভ্যঙ্গচ্ছলে আপাদ মস্তক সমস্ত গাত্রে সেই তৈলকালী লিপ্ত করিতেছেন, এমত কালে দ্বিতীয় প্রহরে রাজপুরোহিত আসিয়া দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তখন উপকোশা কহিলেন, বররুচির মিত্র রাজপুরোহিত আসিয়াছেন, অতএব তুমি এখন এই সিন্ধুক মধ্যে প্রবেশ কর। ইহা শুনিয়া মন্ত্রী ভয়ে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সিন্ধুক মধ্যে প্রবেশ করিলে, উপকোশা তাহার তালা বন্ধ করিয়া দিয়া পুরোহিতকেও সেই রূপ স্নান করিতে স্বীকার করাইলেন এবং তাঁহার বস্ত্রালঙ্কারাদি লইয়া চীর বস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক অভ্যঙ্গচ্ছলে সর্ব্বাঙ্গে তৈল কালী লিপ্ত করিতেছেন, এমত কালে তৃতীয় প্রহরে

রাজানুচর আসিয়া দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তখন উপকোশা পুরোহিতকে রাজানুচরের আগমন ভয় দেখাইয়া সেই সিন্ধুকে প্রবিষ্ট করিয়া তালা বন্ধ করিলেন এবং রাজানুচরকেও পূর্ব্বোক্ত রূপে স্নান ছলে বস্ত্রালঙ্কারাদি লইয়া চীর বস্ত্র দিয়া সর্ব্বাঙ্গে মসী লিপ্ত করিতেছেন, এমত সময়ে শেষ প্রহরে হিরণ্য গুপ্ত বণিক আসিয়া দ্বারে উপস্থিত হইলে রাজানুচরকেও ঐ রূপে ভয় দেখাইয়া সিন্ধুকে প্রবিষ্ট করিয়া তালা বন্ধ করিলেন। তাঁহারা তিন জনে এক সিন্ধুকে বদ্ধ থাকিয়া ভয়ে পরস্পর আলাপমাত্রও করিলেন না। তখন উপকোশা দীপ জ্বালিয়া বণিককে গৃহে প্রবেশ করাইলেন, এবং বণিক গৃহে আসিবামাত্র কহিলেন, আমার স্বামী, তোমার নিকট যে ধন রাখিয়া গিয়াছেন তাহা প্রদান কর। বণিক নির্জন গৃহ দেখিয়া কহিল তোমার স্বামী আমার নিকটে যত ধন রাখিয়াছেন প্রাতঃকালে সমুদায় প্রদান করিব। ইহা শুনিয়া উপকোশা সিন্ধুকস্থ ব্যক্তিদিগকে সাক্ষী করিবার নিমিত্তে কহিলেন, হে দেবতা সকল, শ্রবণ কর, আমার ভর্ত্তৃস্থাপিত সমুদায় ধন প্রভাতে হিরণ্য গুপ্ত আমাকে প্রদান করিবেন। ইহা বলিয়া দীপ নির্ব্বাণ করিয়া স্নান ছলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে মসী লিপ্ত করিয়া চীর বস্ত্র পরাইয়া কহিলেন, এখন প্রভাত হইয়াছে অদ্য গমন কর। তাহাতে বণিক গমনে অনিচ্ছু হইলেও গলহস্ত করিয়া তাহাকে গৃহ হইতে

নির্ব্বাসিত করিলেন। তখন বণিক সর্ব্বাঙ্গে মসীলিপ্ত, কৃষ্ণবর্ণ চীর পরিধান করতঃ কদাকার হইয়া পথে আগমন করাতে কুক্কুর সকল পশ্চাৎ২ স্বজাতীয় শব্দ করিতে লাগিল। বণিকের এই অবস্থা দেখিয়া গ্রামস্থ সকল লোকেই কৌতুহলাবিষ্ট হইল এবং বণিকও অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া সত্বরে স্বীয় গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

অনন্তর প্রাতঃকালে উপকোশা কাহাকেও না কহিয়া দাসীকে সমভিব্যাহারে লইয়া নন্দভূপতির সমীপে গমন পূর্ব্বক আবেদন করিলেন, মহারাজ! আমার স্বামী বররুচি হিরণ্য গুপ্ত বণিকের হস্তে কিঞ্চিৎ ধন ন্যস্ত করিয়া তপস্যার্থ গমন করিয়াছেন, ঐ বণিক উহা অপহ্নব করিতেছে, অতএব ভবদ্বিষয়ে যথাবিহিত বিচার করিতে আজ্ঞা হয়। ইহা শুনিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ বণিককে আনয়ন করিয়া জিজ্ঞাসা করাতে বণিক কহিল, মহারাজ, সর্ব্বৈব মিথ্যা, আমার নিকট উহার কিছুই নাই। তখন উপকোশা কহিলেন, মহারাজ, আমার এ বিষয়ে সাক্ষী আছে, আমার গৃহ দেবতা সকল ইহা জানেন, ইনি তাঁহাদিগের সাক্ষাতে উক্ত বিষয় স্বীকার করিয়াছেন। ইহা বলিয়া উপকোশা লোকদ্বারা সেই সিন্ধুক আনয়ন করিয়া কহিলেন, হে গৃহ দেবতা সকল, তোমরা সত্য বল, বণিক ধন প্রত্যর্পণ করিবার বিষয় তোমাদিগের সাক্ষাতে স্বীকার করিয়াছেন কি না। যদি সত্য না বল তবে এই সিন্ধুক সহিত তোমাদিগকে দগ্ধ

করিব বা সিন্ধুকের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তোমাদিগকে এই সভা মধ্যে বাহির করিব। এই কথা শ্রবণ করতঃ ভীত হইয়া তাহারা সিন্ধুকের ভিতর হইতে কহিল, সত্য কহিতেছি, হিরণ্যগুপ্ত আমাদিগের সাক্ষাতে ইহাঁর গৃহীত ধন প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল এবং বনিকও নিরুত্তর হইয়া বৃদ্ধি সহিত সমুদায় ধন প্রদান করিতে বাধ্য হইল। অনন্তর রাজা কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া উপকোশাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ সিন্ধুকে কোন্ কোন্ দেবতা আছেন। তখন উপকোশা সভামধ্যে সিন্ধুকের তালা খুলিয়া দিবামাত্র তাহা হইতে তমঃপিণ্ডের ন্যায় তিন জন পুরুষ নির্গত হইলে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং রাজা উপকোশার মুখে তাহাদিগের চরিত্রের বিষয় শ্রবণ করিয়া প্রত্যেকের সর্ব্বস্ব হরণ পূর্ব্বক নগর হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া উপকোশাকে ভগিনী সম্বোধন করতঃ ধন রত্নাদি দিয়া বিদায় করিলেন। পরে বর্ষ ও উপবর্ষ তাঁহার সতীধর্ম্ম রক্ষার বিষয় শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

ইন্দ্রদত্তের রাজশরীরে প্রবেশ।

ওদিকে আমি হিমালয়ে গিয়া তীব্র তপস্যা দ্বারা মহাদেবের আরাধনা করতঃ তাঁহার নিকট হইতে এক পাণিনীয় ব্যাকরণ প্রাপ্ত হইয়া গৃহে আগমন পূর্ব্বক মাতা ও গুরুর পাদ বন্দনাদি করণানন্তর উপকোশার

অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইলাম। অনন্তর বর্ষ উপাধ্যায় আমার মুখে ব্যাকরণ শুনিতে বাসনা করাতে আমি সেই সমস্ত নূতন ব্যাকরণ তাঁহার নিকটে প্রকাশ করিলাম. পরে ব্যাড়ি প্রভৃতি আমরা তিন জনে একত্রিত হইয়া গিয়া গুরু দক্ষিণা দিয়া বিদায় হইবার প্রার্থনা করাতে বর্ষ উপাধ্যায় কহিলেন, আমাকে এক কোটি স্বর্ণ মুদ্রা দক্ষিণা দাও। আমরা তাহা স্বীকার করিয়া তিন জনে পরামর্শ করিলাম, যে চল আমরা নন্দ ভূপতির নিকটে গিয়া ইহা প্রার্থনা করি। তিনি নবনবতি কোটির অধীশ্বর এবং পূর্ব্বে উপকোশাকে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, অতএব তাঁহার নিকটে গিয়া প্রার্থনা করিলেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। ইহা নিশ্চয় করিয়া আমরা তদ্দেশে গমন করিতে২ শুনিলাম যে এক্ষণে ভূপতি অযোধ্যায় ছাউনি করিয়া রহিয়াছেন। তাহাতে আমরা হৃষ্টচিত্তে অযোধ্যায় উত্তীর্ণ হইয়া রাজার কটকে প্রবেশ করতঃ শুনিলাম যে এই তাঁহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইল। তখন রাষ্ট্র মধ্যে অত্যন্ত কোলাহল উপস্থিত হইলে যোগসিদ্ধ ইন্দ্রদত্ত কহিলেন, আমি যোগবলে এই সময়ে রাজার মৃত দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে সজীব করি. আর বররুচি তাঁহার কোটি স্বর্ণ মুদ্রা যাচ্ঞা করুন, তাহাতে আমি তৎক্ষণাৎ প্রদানে অনুমতি করিব, কিন্তু ব্যাড়ি আমার পুনরাগমন পর্য্যন্ত আমার এই পরিত্যক্ত দেহ রক্ষা

করুন। ইহা বলিয়া ইন্দ্রদত্ত যোগবলে আপনার শরীর পরিত্যাগ করিয়া রাজার মৃত দেহে গিয়া প্রবেশ করিবা-মাত্র রাজা নিদ্রা ভঙ্গের ন্যায় গাত্রোত্থান করিলে তখন রাষ্ট্র মধ্যে মহা আনন্দ উপস্থিত হইল। এদিগে এক দেবমন্দিরের মধ্যে ব্যাড়ি ইন্দ্র দত্তের দেহ রক্ষা করিতেছেন, ইত্যবসরে আমি গিয়া রাজার নিকটে কোটি স্বর্ণ মুদ্রা প্রার্থনা করিলাম, তাহাতে রাজা শকটাল নামক মন্ত্রীকে অনুমতি করিলেন, যে ইহাঁকে কোটি স্বর্ণ মুদ্রা দান কর। পরে মন্ত্রী শকটাল মৃত দেহে সদ্য জীবন প্রাপ্তি ও সহসা যাচকের অভীষ্ট সিদ্ধি দেখিয়া বিবেচনা করিয়া অবিকল সমস্তই অনুমান করিলেন, আহা, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কিছুই অবিদিত থাকে না। অনন্তর মন্ত্রী যেআজ্ঞা বলিয়া রাজাকে উত্তর দিয়া বিবেচনা করিলেন এক্ষণে ভূপতির পুত্র অতি বালক এবং রাজ্যেতেও অনেক বলবান্ শত্রু উপস্থিত আছে, অতএব রাজার পুত্র উপযুক্ত হওয়া পর্য্যন্ত রাজার এই দেহ রক্ষা করা আবশ্যক। ইহা স্থির করিয়া প্রজাবর্গের প্রতি অনুমতি দিলেন, যে রাজ্যমধ্যে যে স্থানে যত মৃত দেহ আছে, সে সমুদায় তোমরা অনুসন্ধান করিয়া আনিয়া দগ্ধ কর। ইহা শুনিয়া চর পুরুষেরা গিয়া যেখানে যত শব ছিল সমুদায় দাহ করিল, ঐ সঙ্গে দেব-মন্দির হইতে ব্যাড়িকে দূর করিয়া দিয়া ইন্দ্রদত্তের শরীরও আনিয়া দগ্ধ করিয়াছে। এখন কোটি স্বর্ণ মুদ্রা

প্রাপ্তির ত্বরা করাতে শকটাল কহিল, এক্ষণে পৌরজন সকল উৎসবাদিতে ব্যস্ত রহিয়াছে, অতএব কিঞ্চিৎ বিলম্ব করুন ... ছেন এমত সময়ে ব্যাড়ি আসিয়া ... ক্রন্দন করিতে২ কহিলেন, মহারাজ, ইন্দ্রদত্তের দেহ দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইয়াছে। এই কথা ... দাহ নিশ্চয় করিয়া শকটাল আমাকে স্বীয় ... দান করিল। তখন রাজা শোকে ... ব্যাড়িকে ডাকিয়া কহিলেন, আমি ব্রাহ্মণ ... এক্ষণে ক্ষত্রিয় হইলাম, আমার এ রাজত্বে কি প্রয়োজন। ইহা বলিয়া শোকে অত্যন্ত মুহ্যমান হইলে ব্যাড়ি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, বোধ হয় শকটাল এই অভিসন্ধি জানিতে পারিয়াই এই কর্ম্ম করিয়াছে, কিন্তু অচিরেই তোমাকে নষ্ট করিয়া নন্দভূপতির পুত্র চন্দ্রগুপ্তকে রাজা করিবে, অতএব এক্ষণে তুমি বররুচিকে মন্ত্রিত্ব পদে অভিষিক্ত করিয়া চিরকাল স্থির রাজ্য ভোগ কর। ইহা বলিয়া ব্যাড়ি তথা হইতে প্রস্থান করিয়া গুরুদক্ষিণা দান করিবার জন্য গমন করিলে রাজা আমাকে ডাকিয়া মন্ত্রিত্ব পদে নিযুক্ত করিলেন।

শকটালের কূপে অবস্থান।

অনন্তর আমি রাজাকে নির্জনে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, তোমারতো ব্রাহ্মণত্ব নষ্টই হইয়াছে কিন্তু শকটাল পদস্থ থাকিলে তোমার রাজত্বেরও স্থায়িত্ব

দেখিতেছি না, নন্দ ভূপতির পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই শকটাল তোমাকে বধ করিয়া তাহাকে রাজা করিবে, অতএব ইহাকে অপদস্থ করা কর্ত্তব্য। আমি এই মন্ত্রণা স্থির করিলে রাজা নগরে ইহা প্রচার করিলেন, যে শকটাল এক জীবিত ব্রাহ্মণের শরীর দগ্ধ করিয়াছে, অতএব ঐ পাপের শাস্তি জন্য এক শত পুত্রের সহিত উহাকে এক কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিব। ইহা বলিয়া এক দীর্ঘ কূপ খনন করাইয়া শত পুত্র সহিত শক-টালকে তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগের ভোজ-নার্থ প্রত্যহ তন্মধ্যে এক শরা ছাতু ও এক শরা জল মাত্র অবতারিত করিয়া দিতে লাগিলেন। অনন্তর তন্মধ্যে এক দিবস শকটাল পুত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, আমরা এই যে শক্তু ও জল প্রাপ্ত হইতেছি, ই-হাতে সকলের কথা দূরে থাকুক এক ব্যক্তিরও প্রাণধারণ হওয়া দুঃসাধ্য, অতএব আমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তর কালে ঐ রাজার সহিত বৈরপ্রতিক্রিয়া করিতে সমর্থ হইবে, তাহারই ইহা ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকা কর্ত্তব্য। ইহা শুনিয়া পুত্রেরা ঐকমত্য হইয়া কহিল, এবিষয়ে আপনিই সমর্থ হইবেন, অতএব আপনিই ইহা ভক্ষণ করুন, আমরা উহা আহার করিব না, যেহেতু শত্রু প্রতিক্রিয়া করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের স্বীয় প্রাণ হইতেও প্রিয়। ইহা শুনিয়া শকটাল তদবধি সেই শক্তু ও বারি দ্বারা প্রাণ ধারণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং

পুত্রেরা অনাহারে মহা কষ্ট ভোগ করিতে লাগিল। তখন শকটাল ক্ষুধার্ত্ত পুত্রদিগের প্রাণ বিয়োগ যন্ত্রণা দেখিয়া কাতর হইয়া ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে প্রভুর আন্তরিক ভাব না বুঝিয়া কর্ম্ম করাতেই আমার এতাদৃশ দুরবস্থা উপস্থিত হইল, ইহা চিন্তা করিতেছেন এমত সময়ে তাঁহার সম্মুখে শত পুত্রের প্রাণ ত্যাগ হইল, তখন কেবল শব সমূহে আবৃত হইয়া স্বয়ং তন্মধ্যে জীবিত থাকিলেন।

এ দিকে ইন্দ্রদত্তের সাম্রাজ্যে বদ্ধমূল হইলে এক দিবস ব্যাড়ি গুরুদক্ষিণা দান পূর্ব্বক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া রাজাকে কহিলেন, সখে! তুমি চিরকাল সুখে রাজ্য ভোগ কর, আমি এক্ষণে তপস্যার্থ গমন করি। ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা রোদন করিতে২ কহিলেন, সখে! তুমিও কিয়ৎকাল আমার রাজ্যে সুখ ভোগ কর, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিও না। ইহাতে ব্যাড়ি কহিলেন, মহারাজ! এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর ধারণ পূর্ব্বক নিত্য সুখ পরিত্যাগ করিয়া কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এ অসার বিষয় ভোগে নিমগ্ন হয়। মরুমরীচিকা রূপ বিষয় সৌন্দর্য্য কখন জ্ঞানী ব্যক্তির মোহ জন্মাইতে সমর্থ হয় না। ইহা কহিয়া ব্যাড়ি তপস্যার্থ গমন করিলেন, পরে রাজা আমার সহিত একত্রিত হইয়া সৈন্য সামন্ত লইয়া স্বীয় নগর পাটলীপুত্রে গমন করিলেন। আমি তথায় গিয়া উপকোশা কর্ত্তৃক

সেব্যমান হইয়া রাজার মন্ত্রিত্ব কর্ম্ম সম্পন্ন করতঃ সুখে কালযাপন করিতে লাগিলাম।

নন্দ ভূপতির চরিত্র।

৫। কিয়ৎ কাল পরে রাজা মত্ত গজেন্দ্রের ন্যায় কেবল ইন্দ্রিয়ার্থ ভোগেই রত থাকিলেন, রাজ্য কার্য্য পর্য্যালোচনা এককালে বিস্মৃত হইলেন। তাহাতে আমি রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখিয়া চিন্তা করিলাম যে এক্ষণে রাজার এই অবস্থা হইল এবং আমারও তাঁহার কার্য্য চিন্তা করিতেং স্বধর্ম্ম অবসন্নপ্রায় হইয়া আসিল, অতএব এই সময়ে সেই শকটালকে কূপ হইতে উদ্ধার করাই বিধেয়; আমি বর্ত্তমান থাকিতে সে রাজার বিরুদ্ধাচরণ করিতে কখনই সমর্থ হইবে না। ইহা বিবেচনা করিয়া আমি রাজার সম্মতিতে কূপ হইতে সেই শকটালকে উদ্ধার করিলাম। পরে আমি পুনর্ব্বার শকটালকে রাজ কার্য্যে নিযুক্ত করাতে তিনি বিবেচনা করিলেন যে বররুচি জীবিত থাকিতে রাজাকে জয় করা দুঃসাধ্য, ইহা ভাবিয়া আমার অনুমতিক্রমে মন্ত্রিত্বভার গ্রহণ পূর্ব্বক রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কোন সময়ে রাজা স্নানার্থ গঙ্গায় গমন পূর্ব্বক গঙ্গা প্রবাহ মধ্যে উত্থিত পঞ্চাঙ্গুলিবিশিষ্ট এক খানি হস্ত দেখিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পঞ্চাঙ্গুলি প্রদর্শনের তাৎপর্য্য কি। রাজার ঐ বাক্য শুনিয়া আমি সেই দিকে দুইটী অঙ্গুলি দেখাইবামাত্র সেই হস্ত জলমগ্ন

হইল। ইহাতে রাজা বিস্ময়াপন্ন হইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে আমি কহিলাম, মহারাজ, ঐ পঞ্চাঙ্গুলির তাৎপর্য্য এই যে পাঁচজনে মিলিত হইলে এই জগতে কোন কর্ম্ম অসাধ্য থাকে না, তাহাতে আমার দুই অঙ্গুলি প্রদর্শনের তাৎপর্য্য এই যে দুই ব্যক্তির অন্তঃকরণের মিল থাকিলেও সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে। অনন্তর আমার ঐ সকল গূঢ় ভাব অবগত হইয়া রাজা আমার প্রতি অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন এবং শকটালও আমার বুদ্ধির প্রাখর্য্য সন্দর্শন করিয়া বিষণ্ন হইতে লাগিলেন। অনন্তর একদা রাজা গবাক্ষদ্বারে উপবিষ্ট স্বীয় মহিষীকে বাটীর পশ্চাৎ দিকে ঊর্দ্ধমুখে দণ্ডায়মান এক ভিক্ষু ব্রাহ্মণের সহিত কথা কহিতে দেখিয়া হঠাৎ কোপে পরিপূর্ণ হইয়া ঐ ব্রাহ্মণকে বধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তখন রাজপুরুষেরা ব্রাহ্মণকে লইয়া বিপণি সান্নিধ্য বধ্যস্থানে গমন করিবামাত্র সেই বিপণিস্থিত একটা মৃত মৎস্য উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণকে বধ করিতে নিবারণ করতঃ রাজা মৎস্যের হাস্যের কারণ আমাকে জিজ্ঞাসা করাতে আমি "বিবেচনা করিয়া কহিব" বলিয়া চিন্তা করিতে২ গমন করিতেছি, এমত কালে আমার প্রতি দৈববাণী হইল যে, এই সম্মুখস্থ তাল বৃক্ষের মূলে অলক্ষিত রূপে অদ্য রাত্রে অবস্থিতি করিলেই তুমি মৎস্যের হাস্যের কারণ অবগত হইতে পারিবে। এই আকাশ বাণী শ্রবণ

করিয়া আমি সেই দিবস রাত্রে সেই তাল বৃক্ষের মূলে দণ্ডায়মান আছি এমত সময়ে একটা রাক্ষসী সেই তাল বৃক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহার কতক গুলি সন্তান ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ভক্ষ্যদ্রব্য প্রার্থনা করাতে রাক্ষসী কহিল, তোমাদিগকে যে বিপ্রমাংস প্রদান করিব কহিয়া ছিলাম সে অদ্য নিহত হয় নাই, অতএব প্রাতঃকালে তোমাদিগকে তাহা আনিয়া দিব। ইহা শুনিয়া সন্তানেরা কহিল সে ব্রাহ্মণ নিহত না হইবার কারণ কি। রাক্ষসী উত্তর করিল, উহাকে বধ করিবার সময়ে একটা মৃত মৎস্য হাস্য করিয়া ছিল বলিয়া রাজা অদ্য তাহাকে বধ করিতে নিষেধ করিলেন। তাহাতে পুত্রেরা কহিল, মৎস্যই বা কেন হাস্য করিল বল। তখন রাক্ষসী উত্তর করিল, রাজার অনবধানে সমুদায় রাজ্য ব্যভিচার দোষে দূষিত হইয়াছে এবং অন্তঃপুরস্থ রাজ্ঞী সকলও ব্যভিচারিণী হইয়াছে। অন্তঃপুরে যত দাসী আছে, সকলেই স্ত্রীবেশধারী পুরুষ। রাজা তাহার কোন প্রতীকার না করিয়া অনপরাধে ব্রাহ্মণকে বধ করিতে আদেশ করিলেন, ইহাতেই মৎস্য হাস্য করিয়া উঠিয়াছে। আমি গূঢ়ভাবে এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রাতঃকালে হৃষ্টচিত্তে রাজার নিকটে গিয়া মৎস্যের হাস্যের কারণ নিবেদন করাতে রাজা অন্তঃপুর হইতে সকল দাসীকে আনয়ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে তাহারা সকলেই পুরুষ, তাহাতে তাহাদিগকে নিগ্রহ করিয়া বিদায়

করিলেন এবং আমার প্রতি অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়া বধ্য ব্রাহ্মণকে মুক্ত করিলেন।

রাজার সহিত বররুচির বিচ্ছেদ।

অনন্তর আমি রাজ পরিবার মধ্যে ব্যভিচার দোষ দর্শনে অত্যন্ত খিন্ন হইয়া কাল যাপন করিতেছি, এমত সময়ে এক জন চিত্রকর এক খানি পটে রাজা ও রাজমহিষীর প্রতিরূপ চিত্র করিয়া আনয়ন করিল, দেখিলাম যেন অবিকল জীবিতের ন্যায় উভয় চিত্রিত হইয়াছে, কেবল বাক্ শক্তি রহিত মাত্র। দেখিয়া রাজার নিকটে লইয়া যাওয়াতে রাজা পরিতুষ্ট হইলেন এবং চিত্রকরকে বহু ধন দিয়া বিদায় করতঃ নিজ শয়ন গৃহের ভিত্তিতে সেই পট লম্বমান করিয়া রাখিলেন। পরে এক দিবস আমি রাজার বাসগৃহে গিয়া ঐ চিত্র পট দেখিতে ২ হঠাৎ তাহার অপুর্ণ লক্ষণ বোধ হওয়াতে বিবেচনা করিলাম, রাজমহিষীর অদৃশ্য স্থানে এক চিহ্ন আছে চিত্রে তাহা প্রদত্ত হয় নাই, তাহাতে আমি সেই চিত্রে সেই স্থানে চিহ্ন করিয়া দিয়া প্রস্থান করিলাম। অনন্তর রাজা কোন সময়ে গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক রাজ্ঞীর প্রতিরূপে সেই চিহ্ন দেখিয়া গৃহ রক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, বররুচি আসিয়া ঐ চিহ্ন করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ইহা শুনিয়া রাজা বিবেচনা করিলেন যে রাজ্ঞীর অদৃশ্য স্থানে চিহ্নের কথা আমি ব্যতীত আর কেহই জানে না, তবে বররুচি

ইহা কি প্রকারে জানিল অতএব বোধ হয় আমার অন্তঃপুরে যে ব্যভিচার দোষ হইয়াছে, তাহা উহারই কার্য্য এবং ইহাতেই সে অন্তঃপুরে স্ত্রীরূপ ধারী পুরুষ থাকিবার বৃত্তান্ত জানিয়াছিল। ইহা চিন্তা করিয়া রাজা শকটালকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কহিলেন, শকটাল, তুমি কোন প্রকার কৌশল করিয়া বররুচিকে বধ কর। তখন যেআজ্ঞা বলিয়া শকটাল বাহিরে গিয়া চিন্তা করিলেন, যে বররুচিকে বধ করি আমার এমন শক্তি কি, এবং তিনিই আমাকে আপৎ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ অবধ্য, অতএব তাঁহাকে রাজার নিকট হইতে গোপন রাখাই বিধেয়। ইহা মনে করিয়া আমার নিকটে আসিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত বিদিত করিলেন, এবং কহিলেন, আমি অন্য কোন একটা জন্তু বধ করিয়া রাজার নিকট বধনিদর্শন প্রদর্শন করি, তুমি প্রচ্ছন্ন ভাবে আমার গৃহে অবস্থান কর। শকটালের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি তাঁহার গৃহে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিলাম, তিনি একটা অন্য কোন জন্তু বধ করিয়া রাজার নিকটে গিয়া তন্নিদর্শন দর্শন করাইলেন। আমি শকটালকে এই রূপ সুনীতি সম্পন্ন দেখিয়া প্রীতি-পূর্ব্বক কহিলাম, শকটাল, তুমি আমার পরম বন্ধুর কার্য্য করিলে বটে, কিন্তু তুমি আমাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিলেও বধ করিতে সমর্থ হইতে না, আমার যে এক রাক্ষস মিত্র আছেন, তিনি স্মরণ মাত্র আগমন করিয়া

আমার অনুমতিতে ঐ রাক্ষস গ্রাস করিতে পারেন, কিন্তু রাজা ... অতএব অবধ্য বলিয়া তাঁহাকে অনুগ্রহ ... । ইহা শুনিয়া শকটাল কহিলেন, সেই রাক্ষস কোথায়, আমাকে দেখাও। তাহাতে আমি ... মাত্র রাক্ষস আসিয়া উপস্থিত হইলে উঁহাকে দেখে শকটাল অত্যন্ত ত্রাস যুক্ত ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ... রাক্ষস প্রস্থান করিলে শকটাল পুনর্ব্বার ... হলেন, সখে, কি প্রকারে ঐ রাক্ষস তোমার ... , শুনিতে বাসনা করি। আমি উত্তর করিলাম ... এই নগর রক্ষার্থ রাত্রিকালে রাজা প্রত্যহ এক ... রি নিযুক্ত করিতেন, কিন্তু যে ব্যক্তি যে দিন ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইত তাহার পরদিবস আর তাহাকে ... যাইত না, ইহা দেখিয়া রাজা একদিন ... কর্ম্মে নিযুক্ত করাতে আমি রাত্রিকালে নগর ... ছি, এমত সময়ে ঐ রাক্ষস আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, এই নগরে সুরূপা স্ত্রী কে আছে বল। ... আমি হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলাম ... স্ত্রী যাহার অভিমত হয়, সেই তাহার নিকটে সুরূপা। ইহা শ্রবণ করিয়া রাক্ষস কহিল, আমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর জন্য আমি তোমার নিকট পরাজিত হইলাম। আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, অতএব তোমাকে বধ করিবনা, তুমি আমার সুহৃৎ হইলে, তুমি আমাকে যখন স্মরণ করিবে, তখনি

আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া অভীষ্ট সিদ্ধি করিব। ইহা বলিয়া রাক্ষস অন্তর্হিত হইলে আমি স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। এই রূপে ঐ রাক্ষস আমার মিত্র হইয়াছেন। শকটাস এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর এক দিবস আমি অতিশয় খেদান্বিত হইয়া শয়নে রহিয়াছি, এমত কালে শকটাল তাহিয়া আমাকে সন্দেহক্ত দেখিয়া কহিলেন, সখে, তুমি সর্ব্বজ্ঞ অতএব তোমার খিন্ন হওয়া উপযুক্ত নহে, তুমি কি জান না যে স্ত্রীদিগের বুদ্ধি অবিচারে পরিপূর্ণ, অতএব তুমি খেদ করিও না, অচিরাৎ ইহা হইতে মুক্ত হইবে। এবিষয়ে উদাহরণ স্বরূপ শিববর্ম্মার উপাখ্যান শ্রবণ কর।

শিববর্ম্মার উপাখ্যান।

পূর্ব্বে এই নগরে আদিত্যবর্ম্মা নামে এক রাজা ছিলেন। শিববর্ম্মা নামে মহা বুদ্ধিশালী তাঁহার এক মন্ত্রী ছিলেন। একদা ঐ রাজার এক রাজ্ঞী গর্ভবতী হইলে রাজা অন্তঃপুর রক্ষককে ডাকিয়া কহিলেন, প্রায় দুই বৎসর হইল আমার সহিত রাজ্ঞীর সাক্ষাৎ হয় নাই, অতএব সে কি প্রকারে গর্ভবতী হইল বল। ইহাতে রক্ষক উত্তর করিল, মহারাজ, অন্য পুরুষ আর কেহই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় নাই, কেবল তোমার মন্ত্রী শিববর্ম্মা অনিবারিত হইয়া কখন কখন প্রবেশ করেন। ইহা শুনিয়া রাজা আদিত্যবর্ম্মা বিবেচনা

করিলেন, তবে ইহা শিববর্ম্মারই কার্য্য, অতএব ইহাকে বধ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু প্রকাশ্য রূপে বধ করিলে লোকে অপবাদ করিবে, ইহা আলোচনা করিয়া তাঁহার সখা অন্য দেশীয় রাজা ভোগবর্ম্মার নামে এক পত্র লিখিয়া, সেই পত্র মধ্যে ঐ শিববর্ম্মাকে বধ করিবার জন্য অনুরোধ প্রকাশ করিয়া পত্র খানি তাঁহারই দ্বারা প্রেরণ করিলেন। শিববর্ম্মাও তাহা লইয়া গমন করিলেন। অনন্তর সপ্তাহ গত হইলে রাজা ঐ সকল বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভয়ে পলায়ন করিবার চেষ্টা করাতে স্ত্রীবেশধারী পুরুষ সহিত তিনি রক্ষক কর্তৃক ধৃত হইয়া রাজার নিকট প্রেরিত হইলেন। তখন রাজা এই ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া অনুতাপের সহিত কহিলেন, যে আমি অকারণ নির্দ্দোষী মন্ত্রীকে বধ করিবার জন্য তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছি।

ওদিকে শিববর্ম্মা ক্রমশঃ গিয়া ভোগবর্ম্মার নিকট উপস্থিত হইয়া পত্র প্রদান করিলে, ভোগবর্ম্মা পত্র পাঠ করিয়া দেখেন যে তাহাতে ঐ শিববর্ম্মাকেই বধ করিবার অনুরোধ লিখিত হইয়াছে। তখন ভোগবর্ম্মা শিববর্ম্মাকে নির্জনে ডাকিয়া পত্রার্থ অবগত করিলে শিববর্ম্মা কহিলেন, মহারাজ, আমাকে সত্বর বধ করুন, নতুবা আমি এই স্থানেই আত্মহত্যা করিব। ইহা শুনিয়া ভোগবর্ম্মা বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার কারণ কি, সত্য বল, নতুবা তোমাকে কারাবদ্ধ করিব। ইহাতে

মন্ত্রী [illegible] রাজ, যে দেশে আমার মৃত্যু হইবে,
সেই [illegible] বৎসর অনাবৃষ্টি হইবে, এই জন্যই
আদি[illegible]র বধার্থে এখানে পাঠাইয়াছেন।
ইহা [illegible] বর্ষ, চিন্তা করিলেন, ইহা সত্যই
হইবে [illegible] মধ্য হইতে কথায় বধ করিবার
কোন [illegible], অতএব এই মন্ত্রী কোন
প্রকা[illegible] বলিয়া কতক গুলিন রক্ষক
সঙ্গে [illegible] দেশান্তরে পাঠাইয়া দিলেন।
এই রূ[illegible] অতএব ধর্ম্ম কখনই
অন্যথ[illegible] ঐ রূপে মুক্ত হইবে তাহার
সন্দেহ [illegible] ঐ রূপ নন্দ ভূপতিও কখন
তোমা[illegible] হইবেন, এক্ষণে তুমি
আমার [illegible] শকটালের এই রূপ
আশ্বা[illegible] পূর্ব্বক আমি তাঁহার গৃহে প্রচ্ছন্ন
ভাবে [illegible] রাজানুতাপ প্রতীক্ষা করিয়া
কালয[illegible]াম।

কৃতঘ্নের দণ্ড।

হে [illegible] শ্রবণ কর। ইন্দ্রদত্ত রাজ শরীরে
প্রবিষ্ট হই[illegible] ঐ রাজার হিরণ্যগুপ্ত নামে এক
পুত্র জন্মিয়া[illegible] এক দিবস ঐ রাজপুত্র হিরণ্যগুপ্ত
মৃগয়ায় গমন [illegible] অশ্বের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া
দৈবাৎ বহু [illegible] গিয়া এক নিবিড় কানন মধ্যে উত্তীর্ণ
হয়েন। তথা[illegible] সায়ংকাল উপস্থিত হওয়াতে সুতরাং

তাঁহাকে সেই রাত্রি তথায় অবস্থান করিতে হইল। সন্ধ্যা কাল উপস্থিত হইলে রাজপুত্র এক বৃক্ষে আরোহণ করিলেন কিয়ৎকাল পরে একটা ভল্লুক এক সিংহ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ভয়ে পলায়ন করতঃ দৈবাৎ সেই বৃক্ষেই আসিয়া উঠিল। রাজপুত্র ভল্লুক দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলে, ভল্লুক তাঁহাকে দেখিয়া সদয় হইয়া কহিল, রাজপুত্র, ভীত হইও না, তুমি আমার বন্ধু, আমার প্রাণ রক্ষা হয় তো তোমারও প্রাণ রক্ষা হইবে, তাহার সংশয় নাই। ইহা শ্রবণ করিয়া রাজপুত্র তাহাকে বিশ্বাস করিয়া নিদ্রিত হইয়াছেন, এমত সময়ে সিংহ বৃক্ষমূলে দণ্ডায়মান হইয়া কহিল, ওরে ভল্লুক, তুই রাজপুত্রকে ভূতলে নিক্ষেপ কর, আমি লইয়া যাই। ইহাতে ভল্লুক উত্তর করিল, ওরে দুরাত্মা, আমি ইহাকে মিত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি, অতএব কি প্রকারে বধ করিব। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে রাজপুত্র জাগ্রত হইলে ভল্লুক নিদ্রিত হইয়াছে দেখিয়া সিংহ কহিল, ওহে রাজপুত্র, ভল্লুককে তোমার বিশ্বাস কি, এক্ষণে ভয়ের সময়ে তোমার সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছে কিন্তু সময় পাইলে তোমাকে বধ করিবে, অতএব এই সময়ে উহাকে নিক্ষেপ কর, আমি লইয়া যাই, তুমিও নিষ্কণ্টক হও। ইহা শুনিয়া রাজপুত্র ভয়ে ও সিংহের প্রীতির নিমিত্তে যেমন ভল্লুককে নিক্ষেপ করিবে অমনি ভল্লুক নিক্ষিপ্ত না হইয়া জাগ্রত হইয়া উঠিল এবং রাজপুত্রকে

অভিসম্পাত করিল যে, হে কৃতঘ্ন, যেমন তুমি মিত্রদ্রোহী, তেমনি যাবৎ এই বৃত্তান্তটী অন্য ব্যক্তি হইতে শ্রবণ না করিবে, তাবৎ উন্মত্ত হইয়া কালযাপন কর। ইহা বলিয়া ভল্লূক প্রস্থান করিলে, রাজপুত্র প্রাতঃকালে গৃহে আসিয়া উন্মত্ত হইয়া রহিলেন। অনন্তর রাজা স্বীয় পুত্রের উন্মত্ততা দেখিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, আহা! এসময়ে বররুচি জীবিত থাকিলে এ সমুদায় নিরূপণ করিতে পারিত, অতএব ধিক্ আমাকে, আমি এমন মন্ত্রীকে বধ করিয়াছি। রাজার এই রূপ আক্ষেপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শকটাল অবকাশ পাইয়া কহিল, মহারাজ, বররুচি জীবিত আছেন। ইহা শুনিবামাত্র রাজা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, তবে তাঁহাকে শীঘ্র আনয়ন কর। তখন আমি প্রতীক্ষিত সময় পাইয়া রাজার সাক্ষাতে গমন পূর্ব্বক রাজপুত্রকে দেখিয়া কহিলাম, মিত্রদ্রোহ জন্যই ইহাঁর এই অবস্থা প্রাপ্তি হইয়াছে। ইহা বলিয়া আমি সরস্বতী প্রসাদে তাঁহার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে শ্রবণ করাইলে তিনি শাপমুক্ত হইয়া আমাকে বিস্তর স্তব করিলেন। তখন রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ইহা কি প্রকারে জানিতে পারিলে বল, আমি উত্তর করিলাম, মহারাজ, সুবুদ্ধিলোক লক্ষণ ও অনুমান দ্বারা সমস্ত অবগত হইতে পারে, অতএব আমি যে রূপে রাজ্ঞীর অলক্ষিত স্থানের চিহ্ন জানিয়াছিলাম,

সেই প্রকারেই এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি, ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা অত্যন্ত অনুতাপিত হইলেন।

নন্দভূপতির মৃত্যু।

অনন্তর রাজার ঐ সকল চরিত্র দর্শনে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া রাজকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় গৃহে গমন করিলাম। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র পৌরজনেরা আমাকে দেখিয়া রোদন করিতে লাগিল এবং উপবর্ষ আসিয়া কহিলেন, বররুচি, রাজা তোমাকে বধ করিয়াছেন শুনিয়া তোমার সহধর্ম্মিণী উপকোশা অগ্নি প্রবেশ করিয়াছেন, এবং তোমার মাতারও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি এই সকল বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শোকে বাতাহত বৃক্ষের ন্যায় ধরণীতে পতিত হইলাম। কিয়ৎকাল পরে সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইলে বর্ষ উপাধ্যায় আমাকে নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। অনন্তর আমি সংসারের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া শান্তিপথ আশ্রয় পূর্ব্বক তপস্যার্থ বনে প্রস্থান করিলাম। কিয়ৎকাল আমি বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি এমত কালে এক দিবস অযোধ্যা হইতে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমি নন্দ ভূপতির রাজ্য বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি শোকাকুল হইয়া কহিলেন, নন্দ ভূপতির বৃত্তান্ত শ্রবণ কর, তুমি তথা হইতে আগমন করিলে কিছুকাল পরে এক দিবস শকটাল রাজার বধের উপায়

চিন্তা করিতে করিতে পথে গমন করতঃ দেখিলেন, চাণক্য নামে এক অতি কোপন স্বভাব ব্রাহ্মণ পথে বসিয়া মৃত্তিকা খনন করিতেছে। তাঁহার নিকটে গিয়া কটাল জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি নিমিত্তে মৃত্তিকা ন করিতেছ। ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, এই সকল দর্ভাঙ্কুর আমার পাদদ্বয় ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে অতএব ইহার দিগকে সমূলে উন্মূলন করি। ইহা শ্রবণ করিয়া শকটাল ব্রাহ্মণকে অত্যন্ত ক্রোধী দেখিয়া তাঁহাকেই রাজার বধের উপায় রূপে স্থির করতঃ তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক কহিলেন, হে চাণক্য! আগামী ত্রয়োদশী তিথিতে রাজার পিতৃ শ্রাদ্ধ হইবেক, ঐ শ্রাদ্ধে তুমি শ্রাদ্ধভোজী রূপে ব্রতী হইলে লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দক্ষিণা প্রাপ্ত হইবে, অতএব অদ্য আমার গৃহে আগমন করিয়া অবস্থিতি কর। ইহা বলিয়া শকটাল সেই ব্রাহ্মণকে গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধের দিবস রাজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করাইলেন এবং রাজাও তাঁহাকে দেখিয়া বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করিলেন। অনন্তর শ্রাদ্ধের দিন চাণক্য শ্রাদ্ধ ভোজীরূপে শ্রাদ্ধে উপবেশন করিলে সুবন্ধু নামে এক ব্রাহ্মণ স্বীয় বৃত্তিতে উপবিষ্ট চাণক্যকে দেখিয়া বিবাদ আরম্ভ করাতে রাজা কহিলেন তবে সুবন্ধুই শ্রাদ্ধে উপবেশন করুন। ইহাতে চাণক্য অত্যন্ত ক্রোধ করাতে শকটাল কহিলেন, মহাশয়, আমার কোন অপরাধ নাই। তখন চাণক্য

কোপে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় বিকট মূর্ত্তি হইয়া স্বীয় মস্তকের জটা বন্ধন মোচন করিয়া কহিলেন, আমি যদি সপ্তম দিবসে এই রাজাকে বিনাশ করিতে পারি তবে পুনর্ব্বার জটা বন্ধন করিব। ইহা বলিয়া পলায়ন পূর্ব্বক শকটালের গৃহে গিয়া অবস্থান করিলেন। অনং চাণক্য উপকরণ আহরণ পূর্ব্বক শকটালের গৃহে রাজার বিনাশ উদ্দেশে মারণ ক্রিয়া সাধন করিতে লাগিলেন। সপ্তম দিবসে রাজার দাহজ্বর উপস্থিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইল। তখন শকটাল বাজপুত্র হিরণ্যগুপ্তকে বধ করিয়া নন্দ ভূপতির প্রথম পুত্র চন্দ্রগুপ্তকে রাজত্বে অভিষেক করিলেন। এবং বৃহস্পতিসম বুদ্ধিমান্ সেই চাণক্যকে মন্ত্রিত্ব পদ প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় প্রতিজ্ঞাত কার্য্য সিদ্ধ করিয়া পুত্রশোকে বিষণ্ণ হইয়া স্বয়ং বনে প্রস্থান করিলেন। হে কাণভূতি! সেই ব্রাহ্মণের মুখে এই সকল বার্ত্তা শ্রবণ করতঃ শোকে বিন্ধ্যবাসিনী দর্শনার্থ আগমন করাতে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল, এবং জাতি স্মরণ পুর্ব্বক দিব্য জ্ঞান পাইয়া তোমাকে মহাদেবোক্ত মহা কথা শুনাইয়া শাপ হইতে মুক্ত হইলাম। যাবৎ গুণাঢ্য নামক ব্রাহ্মণ এস্থানে না আইসেন তাবৎ তুমি এই স্থানে অবস্থিতি কর। তিনি ভগবতীর শাপে মর্ত্ত্য লোকে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে এই উপাখ্যান শুনাইবামাত্র তিনি তোমার সহিত শাপ হইতে মুক্ত হইবেন।

অহঙ্কারের প্রতিফল।

বররুচি কাণভূতির নিকট এই সকল কথা কহিয়া দেহ মোক্ষের নিমিত্তে বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করিলেন। গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে গঙ্গাতীরে শাকাসন নামে এক মুনির সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে দেখিলেন, কুশাদ্বারা মুনির হস্ত ক্ষত হইয়াছে এবং তাহাতে রক্ত নির্গত না হইয়া শাকরস নির্গত হইতেছে। মুনি তাহা অবলোকনে অহঙ্কার করিয়া কহিতেছেন, দেখ আমি সিদ্ধ মুনি, আমার অঙ্গ হইতে রক্ত নির্গত হয় না। ইহা শুনিয়া বররুচি কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, তোমার অহঙ্কার জানিবার নিমিত্তে আমি এই রক্তকে শাকরস করিয়াছি। তুমি যাবৎ অহঙ্কার পরিত্যাগ না করিবে তাবৎ তোমার জ্ঞান পথে বাধা রহিয়াছে, কিন্তু জ্ঞান ব্যতীত শত শত ব্রত করিলেও মুক্তি হইবে না। ব্রতের ফল স্বর্গ তাহা ক্ষণভঙ্গুর তাহাতে মুক্তির সম্ভাবনা নাই, অতএব হে মুনে, অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া জ্ঞান বিষয়ে যত্নবান্ হও। এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া মুনি তাঁহাকে বিস্তর স্তব করিলেন এবং বররুচিও তাঁহাকে বিনয় বাক্যে পরিতুষ্ট করিয়া বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর বররুচি বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইয়া ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দেবীর আরাধনা করিলে পর দেবী প্রত্যক্ষ হইলে তাঁহার সাক্ষাতে অগ্নি প্রবেশ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করতঃ গন্ধর্ব্ব শরীর ধারণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন।

গুণাঢ্যের সহিত কাণভূতির সাক্ষাৎ।

৬। বিন্ধ্যপর্ব্বতের কাননে কাণভূতি গুণাঢ্যের সমাগম প্রতীক্ষা করিয়া কিয়ৎকাল অবস্থান করিতেছেন, এমত সময়ে মাল্যবান্ মর্ত্ত্য শরীর গ্রহণ পূর্ব্বক গুণাঢ্য নামে অবতীর্ণ হইয়া কিছুকাল সাতবাহন ভূপতির সেবা করতঃ তাঁহার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক সংস্কৃত প্রভৃতি তিন ভাষা পরিত্যাগ করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে ভ্রমণ করিতে করিতে বিন্ধ্যবাসিনী দর্শনার্থ তথায় উপস্থিত হইয়া স্বয়ং কাণভূতিকে সন্দর্শন করতঃ জাতিস্মরণ পূর্ব্বক নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন, সখে, আপনি পুষ্পদন্তের নিকটে মহাদেবোক্ত যে মনোহর মহাকথা শ্রবণ করিয়াছেন, শীঘ্র তাহা কহিতে আরম্ভ করুন, তাহা শ্রবণ করিলে আমরা উভয়েই শাপ হইতে মুক্ত হইব। কাণভূতি গুণাঢ্যের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! আমি সে সমুদায় তোমাকে শ্রবণ করাইব, কিন্তু তোমার আজন্ম বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিবার জন্য এক্ষণে আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে, অতএব অনুগ্রহ করিয়া অগ্রে তাহা বর্ণন কর। ইহা শুনিয়া গুণাঢ্য স্বীয় সমস্ত বৃত্তান্ত কহিতে আরম্ভ করিলেন।

গুণাঢ্যের জন্ম বৃত্তান্ত।

হে কাণভূতি! শ্রবণ কর। প্রতিষ্ঠান রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত নামে এক নগর আছে। সোমশর্ম্মা নামে

এক ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিতেন। বৎস ও গুল্মক নামে তাঁহার দুই পুত্র এবং শ্রুতার্থা নামে এক কন্যা ছিল। কালক্রমে সোম শর্ম্মা ও তাঁহার ভার্য্যার লোকান্তর হইলে বৎস ও গুল্মক উভয়ে ভগিনী শ্রুতার্থাকে প্রতিপালন করতঃ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে শ্রুতার্থা অকস্মাৎ গর্ভবতী হইলে বৎস ও গুল্মক উভয়ে হঠাৎ তাঁহার গর্ভচিহ্ন দেখিয়া পরস্পরের প্রতি পরস্পর আশঙ্কা করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন শ্রুতার্থা তাঁহাদিগের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, ভ্রাতৃদ্বয়, পাপ আশঙ্কা করিও না, শ্রবণ কর। এক দিবস আমি স্নানার্থ গমন করিতে ছিলাম, পথমধ্যে নাগরাজ বাসুকির ভ্রাতৃ পুত্র কুমার কীর্ত্তিসেন আমাকে দেখিয়া পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক গান্ধর্ব্ব বিধানানুসারে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, অতএব ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন এই গর্ভ, ইহাতে কোন সংশয় নাই। শ্রুতার্থার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বৎস ও গুল্মক কহিলেন, ইহা কি প্রকারে প্রত্যয় যোগ্য হইতে পারে। তখন শ্রুতার্থা দুঃখিতান্তঃকরণে নির্জ্জনে বসিয়া স্মরণ করাতে নাগকুমার কীর্ত্তিসেন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া বৎস ও গুল্মকে কহিলেন, আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি এবং আমাহইতেই ইহার গর্ভ সঞ্চার হইয়াছে। তোমরা তিন জনেই শাপভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। শ্রুতার্থার এই গর্ভে এক পুত্র জন্মিবে।

সে জন্মিবামাত্র তোমরা শাপ হইতে মুক্ত হইবে। ইহা বলিয়া কীর্ত্তিসেন অন্তর্হিত হইলে তাঁহারা তিন জনে নিঃশঙ্ক হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এই রূপে কিয়ৎকাল গতে শ্রুতার্থার প্রসব কাল উপস্থিত হইলে তৎগর্ভ হইতে আমি ভূমিষ্ঠ হইলাম। আমার জন্ম হইবামাত্র আকাশবাণী হইল যে, এই বালক গুণাবতার, অতএব গুণাঢ্য ইহাঁর নাম হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া গুণাঢ্য আমার নাম রাখিয়া মাতা ও মাতুলদ্বয় শাপ হইতে মুক্ত হইয়া শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর আমি শোকে মুহ্যমান হইয়া ক্রমশঃ দেশ দেশান্তর ভ্রমণ পূর্ব্বক নানা বিদ্যা অধ্যয়ন করত কিয়ৎকাল পরে কতক গুলীন শিষ্য সহিত পুনর্ব্বার সেই সুপ্রতিষ্ঠিত নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখি যে কোন স্থানে সামবেদিরা বিহিত বিধানে সাম গান করিতেছে, কোন স্থানে বিপ্রগণ বেদের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবার জন্য মহা বিবাদ করিতেছে, কোন স্থানে দ্যূত ক্রীড়ার প্রশংসা করিতেছে, এক স্থানে দেখিলাম বণিকেরা নিজ২ বাণিজ্যের কৌশল ব্যক্ত করিতেছে, আমি তথায় দণ্ডায়মান হইবামাত্র এক জন বণিক্ স্বীয় সম্পত্তির কারণ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল। আমিও কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিলাম।

মুষিক নামক বণিকের বৃত্তান্ত।

বণিক্ কহিল, ধন প্রয়োগেতেই লোকে তাহার

উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে কিন্তু আমি ধন ব্যতিরেকেতেও এই অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রবণ কর, আমি গর্ভস্থ থাকিতে আমার পিতা পরলোক গমন করেন; তখন আমার মাতাকে নিঃসহায় দেখিয়া জ্ঞাতিরা সকলে মিলিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করাতে তিনি ভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক তাঁহার পিতৃ মিত্র কুমারদত্তের গৃহে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। কিয়ৎকাল পরে আমি ভূমিষ্ঠ হইলে মাতা অতি কষ্ট বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক আমাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মাতা আমাকে এক উপাধ্যায়ের নিকট নিযুক্ত করিলেন এবং আমিও ক্রমশঃ লিপি ও অঙ্ক বিদ্যায় নিপুণ হইলাম। এক দিবস আমার নৈপুণ্য দেখিয়া মাতা আমাকে কহিলেন, বাপু! তুমি বণিকের পুত্র, অতএব এক্ষণে তোমার বাণিজ্য বৃত্তি অবলম্বন করা আবশ্যক। এই নগরে বিশাখিল নামে এক প্রচুর ধনশালী বণিক্ আছেন, আমি শুনিয়াছি, তিনি দরিদ্র বণিক্ পুত্রদিগকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান পূর্ব্বক মূলধন করিয়া দিয়া ব্যবসায় অবলম্বন করান। অতএব তুমি তাঁহার নিকটে গিয়া কিঞ্চিৎ মুলধন যাচ্ঞা করিয়া লইয়া বাণিজ্য করিতে আরম্ভ কর, তাহা হইলে আমাদিগের দুঃখ নিবারণ হইবে। মাতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি বিশাখিলের নিকট গমন পূর্ব্বক মূলধন যাচ্ঞা করিতেছি এমত কালে বিশাখিল অন্য এক বণিক্ পুত্রের প্রতি

বিরক্ত হইয়া কহিল, অরে নির্ব্বোধ, এই যে ভূমিতে পতিত মৃত মূষিক দেখিতেছ, যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্, সে ইহা দ্বারাই ধন উপার্জ্জন করিতে পারে, আমি তোমাকে এত ধন দিলাম, তুমি তাহার বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক, তাহাও রক্ষা করিতে পারিলে না। আমি এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশাখিলকে কহিলাম, মহাশয়, আমি মূলধন করিবার নিমিত্তে তবে এই মৃত মূষিকটা লইয়া যাই, ইহা বলিবামাত্র বণিক্ হাস্য করিতে লাগিলেন, আমিও মূষিক লইয়া প্রস্থান করিলাম। কিয়দ্দুর গমন করিতে২ এক বিপণির নিকট যাইবামাত্র এক বণিক পালিত বিড়ালকে ভক্ষণ করাইবার নিমিত্তে সেই মৃত মূষিক লইয়া আমাকে দুই অঞ্জলি চণক প্রদান করিল। আমি সেই চণক লইয়া গৃহে গিয়া তাহা পেষণ করিলাম। পরে সেই চণক চূর্ণ এবং এক কলশী জল লইয়া গ্রামের বাহিরে চত্বরে গিয়া এক বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করিয়া রহিয়াছি এমত কালে কএক জন কাষ্ঠ বিক্রেতা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া কাষ্ঠ মস্তকে করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাদিগকে পিপাসার্ত্ত দেখিয়া চণকচূর্ণ ও শীতল জল প্রদান করাতে তাহারা তুষ্ট হইয়া আমাকে প্রত্যেকে দুই২ খানি কাষ্ঠ প্রদান করিল। আমি সেই সকল কাষ্ঠ লইয়া গ্রামে আসিয়া বিক্রয় করতঃ তদ্দ্বারা পুনর্ব্বার চণক ক্রয় পুর্ব্বক তাহা চূর্ণ করিয়া সেই রূপে গিয়া তথায়

উপবেশন করিলাম। প্রতিদিন এই রূপে চণকচূর্ণের পরিবর্ত্তে কাষ্ঠ লইয়া সেই কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া আমি ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করতঃ কালক্রমে অনেক কাষ্ঠ ক্রয় করিয়া তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিলাম। অনন্তর একদা অতিবৃষ্টি জন্য নগরে কাষ্ঠ দুর্ম্মূল্য হইলে সেই সকল সঞ্চিত কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া আমি প্রচুর ধন লাভ করিলাম। এবং সেই ধনে এক বিপণি সংস্থাপন করতঃ বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিয়া নিজ কৌশলে ক্রমশঃ মহাধন সম্পন্ন হইলাম। অনন্তর একটী সুবর্ণের মূষিক নির্ম্মাণ করাইয়া বিশাখিল বণিকের ঋণ পরিশোধার্থ তাঁহার নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন পূর্ব্বক সেই সুবর্ণ মূষিক প্রদান করাতে তিনি অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে এক কন্যা দান করিলেন। সেই অবধি আমি লোকে মূষিক নামে বিখ্যাত হইয়াছি। আমি নির্দ্ধন থাকিয়াও এই রূপে মহাধন সম্পন্ন হই। ইহা শ্রবণ করিয়া তত্রস্থ সকল বণিকই বিস্ময়াপন্ন হইল।

নির্ব্বোধের দুরবস্থা।

অনন্তর স্থানান্তরে গিয়া দেখিলাম, অতি নির্ব্বোধ এক ব্রাহ্মণ কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট হইতে একটী স্বর্ণ মুদ্রা দান প্রাপ্ত হইয়া তাহা হস্তে করিয়া পথে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এমত সময়ে এক লম্পট তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণকে অতি নির্ব্বোধ দেখিয়া কৌতুক দর্শনার্থ কহিল, মহাশয়, আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার

ভোজনের অপ্রতুল নাই, ক্ষুধার সময়ে যাহার নিকট যাইবেন, সেই আপনাকে ভোজ্য প্রদান করিবে। যদি দৈবাৎ আপনি স্বর্ণ মুদ্রাটী পাইয়াছেন, ইহা নষ্ট না করিয়া, লোকযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্তে ইহা দ্বারা আপনার কিঞ্চিৎ রসিকতা শিক্ষা করা আবশ্যক, তাহা শিখিলে অনেক উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ কহিল, কে আমাকে তাহা শিক্ষা করাইবে। লম্পট উত্তর করিল, এই নগরের প্রান্ত ভাগে চতুরিকা নামে এক গণিকা বাস করে, তুমি তাহার নিকটে গিয়া এই স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক রসিকতা শিখিবার প্রার্থনা করতঃ সাম বেদ গান করিতে আরম্ভ করিলেই সে তোমাকে তাহা শিক্ষা করাইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ সত্বরে গিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক কহিল, চতুরিকে, লোক যাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্তে তুমি আমাকে কিঞ্চিৎ রসিকতা শিক্ষা করাও। ইহা বলিবামাত্র তত্রস্থ লোকে তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল, তাহাতে ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ কাল নিরুদ্ধ থাকিয়া দুই হাত অঞ্জলি করতঃ মুখে আচ্ছাদন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে সাম বেদ গান করিতে আরম্ভ করাতে প্রতিবাসী লোক সকল শৃগালের ন্যায় বিকট ধ্বনি শ্রবণ করিয়া কৌতুক দর্শনার্থ তথায় আগমন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের ব্যবহার দেখিয়া কহিল, এটা শৃগাল, অতএব ইহার গলে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় কর। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ অর্দ্ধচন্দ্রকে অস্ত্র মনে

করিয়া শিরশ্ছেদ ভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক সেই লম্পটের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত অবগত করাতে লম্পট হাস্য করিতে করিতে ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া বারবিলাসিনীর গৃহে গিয়া কহিল এই দ্বিপদ পশুর স্বর্ণ মুদ্রা ফিরিয়া দাও। তখন চতুরিকা হাসিতে হাসিতে স্বর্ণ মুদ্রা ফিরিয়া দিল, এবং ব্রাহ্মণ তাহা লইয়া মৃত দেহে জীবন প্রাপ্তির ন্যায় আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া স্বীয় গৃহে প্রস্থান করিল।

দেবীকৃতি নামক উদ্যানের বিবরণ।

এইরূপে নানাস্থানে পদে পদে বিবিধ কৌতুক দর্শন করিয়া অবশেষে আমি শিষ্য সহিত গয়া রাজ ভবনে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম রাজা সাতবাহন রত্ন সিংহাসনে উপবেশন করতঃ শর্ব্ববর্ম্ম প্রভৃতি মন্ত্রিদিগের সহিত একত্রিত হইয়া রাজ্যকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন। আমি সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি অত্যন্ত সমাদর পূর্ব্বক আসন প্রদান করিয়া বিবিধ প্রকার স্তব করিলেন এবং আমার বিদ্যা বুদ্ধি চরিত্র প্রভৃতি অবগত হইয়া আমাকে স্বীয় মন্ত্রিত্ব পদে নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর আমি তথায় দার পরিগ্রহ করিয়া রাজকার্য্য চিন্তা করতঃ সুখে কালযাপন করিতে লাগিলাম। কিয়ৎকাল পরে এক দিবস প্রাতঃকালে আমি প্রীতি প্রফুল্ল হৃদয়ে গোদাবরী তটে পদ চারণা করিতে করিতে তথায় দেবীকৃতি নামে এক মনোহর উদ্যান দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কৌতুহ-

লাবিষ্ট হইয়া উদ্যান পালকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই আশ্চর্য্য বৃক্ষ লতা ফল পুষ্প-পরিপূর্ণ মনোহর উদ্যান কোন্ ব্যক্তি নির্ম্মাণ করিয়াছে শুনিতে বাসনা করি। ইহা শুনিয়া উদ্যানপাল উত্তর করিল, মহাশয়, আমি প্রাচীনদিগের নিকটে শুনিয়াছি, পূর্ব্বকালে কোন সময়ে মৌনাবলম্বী, নিরাহার ব্রতধারী, এক ব্রাহ্মণ এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া ছিলেন, তিনিই এই উদ্যান নির্ম্মাণ করেন। উদ্যান নির্ম্মিত হইলে কিছু কাল পরে কএক জন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাঁ [illegible] নিকট যে স্বীয় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া ছিলেন [illegible] শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণ কহিলেন, নর্ম্মদা নদীতীরে [illegible] নামে এক নগর আছে। আমি তথায় এক ব্রাহ্মণ কুলে উৎপন্ন হইয়া কিয়ৎ দিবস ভিক্ষায় কাল যাপন করি। এক দিবস দৈব যোগে কোন স্থানে ভিক্ষা না পাইয়া জীবনের প্রতি বিরক্ত হইয়া গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিন্ধ্যবাসিনী দর্শনার্থ বনে প্রস্থান করিলাম। অনন্তর বিন্ধ্য পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে অনেকে পশুবধ করিয়া দেবীর আরাধনা করিতেছে তাহাতে আমি দেবীকে আত্ম বলি প্রদান মানসে স্বীয় গলদেশে অস্ত্র ধারণ করিয়াছি এমত সময়ে তিনি প্রসন্না হইয়া কহিলেন, হে পুত্র! তুমি সিদ্ধ অতএব আত্মহত্যা করিও না। তুমি আমার নিকট অবস্থিতি কর। এই রূপ দেবীবরলাভে আমি ক্ষুৎ-

পিপাসা রহিত হইয়া তথায় সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। এক দিবস দেবী আমাকে আদেশ করিলেন, হে পুত্র! তুমি গোদাবরী তটে গিয়া এক মনোহর উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থিতি কর। এই রূপ দেবী বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি এখানে আসিয়া এই মনোহর উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছি, এই রূপে দেবীর প্রভাবে এই উদ্যান নির্ম্মিত হয় উদ্যানপালের নিকটে ইহা শ্রবণ পূর্ব্বক বিস্ময়াপন্ন হইয়া আমি স্বীয় গৃহে প্রস্থান করিলাম।

সাতবাহন রাজার জন্ম বৃত্তান্ত।

গুণাঢ্যের নিকট এই সকল আশ্চর্য্য পুরাবৃত্ত শ্রবণ করিয়া কাণভূতি কহিলেন, সখে তুমি যে রাজার কথা কহিলে, তাঁহার নাম সাতবাহন হইবার কারণ কি, শুনিতে বাসনা করি। গুণাঢ্য কহিলেন, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দীপিকর্ণি নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। শক্তিমতী নামে তাঁহার এক প্রিয়তমা মহিষী ছিল। দৈবাৎ সর্পাঘাতে রাজমহিষীর প্রাণবিয়োগ হইল। তখন রাজা অপুত্রক হইয়াও গার্হস্থ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন। অনন্তর রাজ কার্য্যোপযুক্ত পুত্র অভাবে দুঃখিত সেই রাজাকে ভগবান্ মহাদেব স্বপ্নে আদেশ করিলেন। মহারাজ, তুমি বনে গিয়া ভ্রমণ কর, তথায় সিংহারূঢ় এক কুমারকে দেখিতে পাইবে, তাঁহাকে লইয়া আসিলে, তিনিই তোমার পুত্র

হইয়া রাজ্য ভার গ্রহণ কা... অনন্তর রাজা জাগ্রত হইয়া স্বপ্ন স্মরণ পূর্ব্বক ...বনে প্রস্থান করতঃ ভ্রমণ করিতে করিতে ... সময়ে পদ্মানদীতীরে সিংহারূঢ় এক বালককে ...তে পাইলেন। সিংহ বালককে পৃষ্ঠদেশ হইতে ...ত করিয়া জল পানার্থ নদীতে অবতীর্ণ হইবামা... যেমন তাহাকে বাণে বিদ্ধ করিয়াছেন, অমনি ... শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরুষাকৃতি ধারণ ক... হিল, মহারাজ, আমি কুবেরের সখা সাতু নামক ... পূর্ব্বে এক দিবস এক ঋষি কন্যা স্নানার্থ গ... পথমধ্যে আমাকে দেখিয়া প্রার্থনা করাতে ... গান্ধর্ব্ব বিধানানুসারে তাঁহার পাণি গ্রহণ ক... তাঁহার পিতা তাহা জানিতে পারিয়া ক্রোধে ... ও আমাকে অভিসম্পাত করেন, যে তোমরা ... সিংহী ও সিংহ হইয়া জন্ম গ্রহণ কর। পরে ...ধ সম্বরণ করিয়া কন্যাকে কহিলেন তোমার য... সন্তান না হইবে, তত দিন এই অবস্থায় থাকিয়া প... হইলে মুক্ত হইবে আর আমাকে তোমারই ... পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে আদেশ করেন। অন... আমরা সিংহ কুলে জন্ম গ্রহণ করিলে কিছুকাল পরে ... গর্ভধারণ পূর্ব্বক এই সন্তানটী প্রসব করিয়া শাপ হই... মুক্ত হয়েন, তদবধি আমি অন্য সিংহীর স্তন্য পান করাইয়া ইহাকে প্রতিপালন করিতেছি, অদ্য আমি তোমা কর্তৃক শাপ হইতে

মুক্ত হইলাম। এক্ষণে আমি তোমাকে এই পুত্রটী প্রদান করিলাম তুমি লইয়া গৃহে গমন কর। ইহা বলিয়া যক্ষ অন্তর্হিত হইলে রাজা বালককে লইয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন। সাত নামক যক্ষ তাঁহাকে বহন করিয়া ছিল বলিয়া রাজা তাঁহার নাম সাতবাহন রাখিয়া কিয়ৎকাল পরে তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর রাজা দ্বীপিকর্ণি বনে প্রস্থান করিলে সাত-বাহন রাজ্য ভার বহন পূর্ব্বক সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

সাতবাহন রাজকে বিদ্যা শিখাইবার প্রতিজ্ঞা।

কাণভূতির অনুরোধে প্রকৃত কথার মধ্য স্থলে গুণাঢ্য এই উপাখ্যান বর্ণন করিয়া পুনর্ব্বার প্রকৃত কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর এক দিবস বসন্ত কালে রাজা সাতবাহন বিহারার্থ দেবীকৃতি নামক উদ্যানে গমন করিয়া স্ত্রীগণের সহিত একত্রিত হইয়া জল ক্রীড়া করিতে২ এক রাজ্ঞী বাক্ কৌশলে রাজাকে ক্রীড়া করিতে নিষেধ করিলে রাজা তাঁহার কৌশল বুঝিতে না পারিয়া বিপরীতাচরণ করাতে রাজ্ঞী বিদ্যাহীন বলিয়া তাঁহাকে উপহাস করিলেন। তখন রাজা স্বীয় পরিবারের উপ-হাসে অপমানিত ও লজ্জিত হইয়া জল ক্রীড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহে গমন করতঃ মনোদুঃখে এক নির্জ্জন গৃহে শয়ান রহিলেন। অনন্তর আমি ও শর্ব্ববর্ম্মা উভয়ে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজার নিকট গমন পূর্ব্বক নানা

প্রকার প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলাম। তখন রাজা কিঞ্চিৎ হৃষ্ট হইয়া সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত করাতে আমি কহিলাম মহারাজ, দ্বাদশ বৎসর অধ্যয়ন করিলে ব্যাকরণাদি সর্ব্ব শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হওয়া যায়, কিন্তু আমি ছয় বৎসরের মধ্যে তোমাকে তাহা সম্পন্ন করিতে পারি। ইহা শুনিয়া শর্ব্ববর্ম্মা কহিলেন, মহারাজ! আমি ছয় মাসের মধ্যে আপনার সে সমুদায় সম্পন্ন করিয়া দিতে পারি। আমি শর্ব্ববর্ম্মার এই রূপ অসম্ভাবিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে কহিলাম, তুমি যদি রাজাকে ছয় মাসের মধ্যে সর্ব্ব বিদ্যা শিক্ষা করাইতে পার, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তাহা হইলে আমি সংস্কৃত, প্রাকৃত ও দেশভাষা এ সমুদায় এক কালে পরিত্যাগ করিব। ইহাতে শর্ব্ববর্ম্মা কহিলেন, যদি আমি ছয় মাসের মধ্যে ইহা না পারি, তবে দ্বাদশ বৎসর তোমার পাদুকা মস্তকে বহন করিব। ইহা কহিয়া তিনি প্রস্থান করিলে আমিও গৃহে গমন করিলাম এবং রাজাও সুস্থ হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সাতবাহনের বিদ্যাভ্যাস।

অনন্তর শর্ব্ববর্ম্মা গৃহে গমন পূর্ব্বক স্বীয় প্রিয়ার নিকট সমুদায় প্রতিজ্ঞার বিষয় ব্যক্ত করিয়া তাঁহার পরামর্শে নিরাহারে নানা কষ্টে কার্ত্তিকেয়ের আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। আমি তাহা শুনিয়া রাজার নিকট ব্যক্ত করাতে রাজা কার্য্য সিদ্ধির বিলম্ব দেখিয়া

অত্যন্ত খেদান্বিত হইলেন। তখন সিংহগুপ্ত নামে রাজপুত্র আশিয়া কহিলেন, মহারাজ, যৎকালে তুমি দুঃখে কাতর হইয়া রাজ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলে, তখন আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তোমার মঙ্গলার্থ নগরের বাহিরে গিয়া চণ্ডিকা সমীপে নিজ শিরঃছেদন করিতে উদ্যত হওয়াতে আকাশবাণী হইয়াছিল, যে তুমি প্রাণ ত্যাগ করিও না, রাজার বাসনা সিদ্ধ হইবে। অতএব আমি নিশ্চয় কহিতেছি তোমার কার্য্য সিদ্ধি হইবে তাহার সন্দেহ নাই, ইহা বলিয়া সিংহগুপ্ত শর্ব্ববর্ম্মার নিকটে চারপুরুষ প্রেরণ করিলেন। চারপুরুষ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল যে তিনি মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক নিরাহারে কার্ত্তিকেয়ের তপস্যা করিতেছেন। চার আসিয়া এই সকল বৃত্তান্ত কহিলে রাজা তৃষিত চাতকের ন্যায় তদাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং আমিও ক্রমশঃ বিষণ্ণ হইতে লাগিলাম। কিয়ৎকাল পরে শর্ব্ববর্ম্মা তথায় আগমন পূর্ব্বক রাজাকে ক্রমশঃ সর্ব্ববিদ্যা প্রদান করিলেন, রাজাও সর্ব্ববিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজার বিদ্যালাভ বার্ত্তা প্রচারিত হইলে রাষ্ট্র মধ্যে এক মহা মহোৎসব উপস্থিত হইল। এবং রাজা সাত বাহন শর্ব্ববর্ম্মার সম্মান করতঃ পুত্রের ন্যায় প্রজাপালন পুরঃসর সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সর্ব্ববর্ম্মার তপস্যার বিবরণ ও গুণাঢ্যের ভাষা ত্রয় পরিত্যাগ।

৭। গুণাঢ্য কহিলেন, হে কাণভূতি! অনন্তর ছয় মাসের মধ্যে রাজা সাতবাহনের সমস্ত বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি হইলে আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়াতে তদবধি আমি ভাষাত্রয় পরিত্যাগ করতঃ মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক কালযাপন করিতেং এক দিবস হঠাৎ রাজ সভায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, এক ব্রাহ্মণ স্বকৃত একটী শ্লোক আবৃত্তি করিল, রাজা সংস্কৃত বাক্য দ্বারা তাহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন, ইহা দেখিয়া তত্রস্থ সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর রাজা, শর্ব্ববর্ম্মাকে বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন, মহাশয়, কিরূপে দেবতারা আপনার প্রতি প্রসন্ন হইলেন, বলুন। ইহা শ্রবণ করিয়া সর্ব্ববর্ম্মা কহিলেন, মহারাজ, আমি আপনার নিকট হইতে বিদায় হইয়া নিরাহারে মৌন ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক তীব্র তপস্যা আরম্ভ করিলাম। কিয়দ্দিবস পরে তপস্যায় ক্লান্ত হইয়া অনাহারে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ধরণীতে পতিত হইলাম। তখন শক্তিহস্ত এক পুরুষ আসিয়া আমাকে কহিলেন, হে পুত্র! গাত্রোত্থান কর, তোমার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। তখন আমি অমৃতসিক্ত প্রায় হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হৃষ্ট চিত্তে ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করাতে তাঁহার অনুগ্রহে আমার মুখমধ্যে সাক্ষাৎ সরস্বতী আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। তাহাতে আমার ব্যাকরণ সর্ব্ব

বিদ্যা সম্পত্তি লাভ হইবে তিনি পুনর্ব্বার কহিলেন, তোমার রাজা সাতবাহন পুর্ব্বজন্মে ভরদ্বাজ মুনির শিষ্য কৃষ্ণ নামে মহাতপা ঋষি ছিলেন। তিনি একদা এক মুনি কন্যাকে দেখিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে উৎসুক হয়েন। ইহা দেখিয়া ভরদ্বাজ মুনি তাঁহাদিগের উভয়কেই অভিসম্পাত করেন। এই রূপে মুনিশাপে তিনি সাতবাহন রাজা হইয়া জন্মিয়াছেন এবং সেই মুনিকন্যাও তাঁহার মহিষী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব তোমার ইচ্ছাতে তাঁহার সর্ব্ববিদ্যা অক্লেশলভ্য হইবে। ইহা বলিয়া দেবতা অন্তর্হিত হইলে আমি হৃষ্ট চিত্তে স্বীয় গৃহে আগমন করিলাম। শর্ব্ববর্ম্মার এই রূপ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা সাতবাহন আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া স্নানাগারে প্রস্থান করিলেন। আমি তদবধি মৌন ব্রতাবলম্বন করাতে সাংসারিক ব্যবহারে অনর্হ হইয়া রাজার নিকটে বিদায় গ্রহণ করতঃ শিষ্যদ্বয় সমভিব্যাহারে লইয়া তপস্যায় কৃতনিশ্চয় হইয়া বিন্ধ্যবাসিনী দর্শনার্থ বিন্ধ্য পর্ব্বতে আগমন করিলাম। অনন্তর দেবীকর্ত্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্তে বিন্ধ্যাটবী প্রবেশ পূর্ব্বক পিশাচগণকে দেখিতে পাইলাম এবং দূর হইতে তাহাদিগের পরস্পর আলাপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাহাদিগের ভাষা শিক্ষা করিলাম। তখন মৌনব্রত পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিশাচ ভাষা দ্বারা কথোপকথন করিতে লাগি-

লাম এবং পিশাচদিগের নিকটে শুনিলাম যে আপনি উজ্জয়িনী নগরে গমন করিয়াছেন, তাহাতে কিয়ৎকাল আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া অবস্থিতি করিলাম। অনন্তর আপনি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে আপনাকে দেখিয়া আমার জাতি স্মরণ হইল।

কাণভূতির পরিচয়।

এই রূপে স্বীয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া গুণাঢ্য নিস্তব্ধ হইলে কাণভূতি কহিলেন, তুমি যে এখানে আসিবে তাহা আমি গত রাত্রিতে জানিতে পারিয়াছিলাম, যে রূপে তাহা জানিয়াছিলাম তাহা শ্রবণ কর। আমার সখা ভূতিবর্ম্মা নামে এক রাক্ষস উজ্জয়িনী নগরে বাস করেন। অনেক দিবস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতে সম্প্রতি তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলাম। আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার শাপান্তের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিলেন সখে! আমরা রাক্ষস জাতি, দিবসে আমাদিগের কোন সামর্থ্য থাকে না, অতএব তুমি অদ্য এস্থানে অবস্থিতি কর, রাত্রিকালে আমি সমস্ত বৃত্তান্ত তোমাকে অবগত করিব। আমি তাহা স্বীকার করিয়া তথায় অবস্থিতি করিলাম। অনন্তর রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে, তত্রস্থ রাক্ষস গণকে সহর্ষ দেখিয়া ভূতিবর্ম্মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সখে! এক্ষণে ইহাঁদিগকে যে হর্ষযুক্ত দেখিতেছি ইহার কারণ কি। তাহাতে ভূতিবর্ম্মা কহিলেন, পূর্ব্বকালে বিরিঞ্চি

সংবাদে মহাদেব যাহা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। দিবসে সূর্য্যের তেজ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচ দিগের প্রভাবের হ্রাসতা হয়, তাহাতেই ইহারা রাত্রিকাল প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট হইয়া থাকে। যে স্থানে দেবতাদিগের পূজা না হয়, এবং যেখানে ব্রাহ্মণের যথোচিত সমাদর না থাকে, অথবা যেখানে কোন ব্যক্তি অবিধি পূর্ব্বক ভোজন করে, সেই স্থানেই ইহারা নিজ ক্ষমতা প্রচার করিতে সমর্থ হয়। যে স্থানে অমাংসাশী পুরুষ থাকেন বা সধবা স্ত্রী বাস করেন, তথায় ইহারা গমন করিতেও সমর্থ হয় না। শুদ্ধ স্বভাব ব্যক্তিকে বা বলবান্ পুরুষকে অথবা জাগ্রত মনুষ্যকে ইহারা আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। ইহা কহিতেং হঠাৎ ভূতিবর্ম্মা আমার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, সখে! তুমি ত্বরায় নিজ আশ্রমে গমন কর, তোমার শাপমোচনের নিমিত্তে গুণাঢ্য তথায় আগমন করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া আমি সহসা তথা হইতে প্রস্থান করিয়া এখানে উপস্থিত হইবা মাত্র তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল। এক্ষণে পুষ্পদন্তোপদিষ্ট মহাকথা তোমাকে শ্রবণ করাই, কিন্তু তিনি পুষ্পদন্ত ও তুমি মাল্যবান্ নামে বিখ্যাত হইবার কারণ কি, শুনিতে আমার কৌতুহল জন্মিতেছে।

পুষ্পদন্তের চরিত।

কাণভূতির বাক্য শ্রবণ করিয়া গুণাঢ্য কহিলেন, গঙ্গাতীরে বহু সুবর্ণক নামে এক নগর আছে। গোবি-

ন্দদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিতেন। অগ্নি-দত্তা নামে তাঁহার পতিব্রতা এক সহধর্ম্মিণী ছিল। কাল ক্রমে অগ্নিদত্তার গর্ভে গোবিন্দ দত্তের ক্রমশঃ পাঁচটী পুত্র জন্মে। তাহারা মূর্খ ও অভিমানী কিন্তু তাহারা সকলেই সুরূপ সম্পন্ন ছিল। কিয়ৎকাল পরে এক দিবস গোবিন্দ দত্তের গৃহে বৈশ্বানর নামে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া অতিথি হইল, গোবিন্দদত্ত তৎকালে গৃহে ছিলেন না, অতিথি উপস্থিত হইয়া তাঁহার পুত্রগণকে অভিবাদন করিলে তাহারা প্রত্যভিবাদন না করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল, তাহাতে বৈশ্বানর কুপিত হইয়া তাহাদিগের গৃহ হইতে বহির্গমন করিতে প্রবৃত্ত হইতে-ছেন এমত কালে গোবিন্দদত্ত আসিয়া উপস্থিত হই-লেন এবং ব্রাহ্মণকে তদবস্থ দেখিয়া বিবিধ প্রকারে বিনয় করাতে ব্রাহ্মণ কহিলেন, তোমার পুত্রেরা মূর্খ ও পতিত, তৎ সংসর্গে সুতরাং তুমিও পতিত হইয়াছ, অতএব তোমার গৃহে আতিথ্য স্বীকার কর্ত্তব্য নহে, [illegible] প্রায়শ্চিত্ত নাই। ইহা [illegible] করিয়া গোবিন্দদত্ত শপথ পূর্ব্বক কহিল, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি এই কুসন্তান দিগকে আর স্পর্শও করিব না, আপনি আতিথ্য গ্রহণ করুন। তখন তাঁহার পত্নী আসিয়াও তদ্রূপ কহিল, তাহাতে বৈশ্বানর তাঁহাদিগের অনুরোধে অগত্যা আ-তিথ্য স্বীকার করিলেন। ইহা দেখিয়া গোবিন্দদত্তের

জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবদত্ত ঘৃণায় অনুতাপিত হইয়া পিতা মাতা কর্তৃক দূষিত জীবন পরিত্যাগার্থ স্থির করতঃ তপস্যার্থ বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন তথায় গিয়া বহুকাল নিরাহারে ঘোরতর তপস্যা দ্বারা উমাপতির পরিতোষ সাধন করিলেন। অনন্তর তাঁর তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহার সাক্ষাতে আবির্ভূত হইলে দেবদত্ত প্রার্থনা করিলেন, হে দেব! আমাকে তোমার অনুচর কর। তাহাতে মহাদেব কহিলেন, তুমি বিদ্যা উপার্জন করিয়া কিয়ৎকাল পৃথিবীতে সুখ ভোগ কর, পশ্চাৎ তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া দেবদত্ত বিদ্যালাভার্থ তথা হইতে পাটলিপুত্রে গমন পূর্ব্বক বেদকুম্ভ নামক এক উপাধ্যায়ের সেবা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল তথায় অবস্থান করিতেছেন এমত সময়ে এক দিবস বেদকুম্ভের পত্নী দেবদত্তের নিকট বিরুদ্ধ ভাবে আগমন করাতে দেবদত্ত সে দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠানে গিয়া মন্ত্র স্বামী নামক এক বৃদ্ধ উপাধ্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথায় অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া কিয়ৎকাল মধ্যে নানা বিদ্যায় কৃতবিদ্য হইলেন।

দেবদত্তের বিবাহ।

একদা সুশর্ম্ম রাজার দুহিতা শ্রী দেবদত্তকে নানা বিদ্যায় কৃতবিদ্য ও সুরূপ সম্পন্ন দেখিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিলেন এবং দেবদত্তও বাতায়ন-স্থিত শ্রীর রূপ লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইলেন। অনন্তর নৃপ-

সুতা অঙ্গুলি ভঙ্গি দ্বারা দেবদত্তকে নিকটে আসিতে সঙ্কেত করিলে দেবদত্ত বাতায়নের নিম্ন দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন শ্রী দন্ত দ্বারা একটি পুষ্প ধারণ করিয়া তাহার নিকটে নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে দেবদত্ত রাজ সুতাকৃত সেই সংকেত বুঝিতে না পারিয়া উপাধ্যায়ের গৃহে গমন করতঃ ভাবনাগ্রস্ত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, এমত সময়ে উপাধ্যায় মন্ত্র স্বামী তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করাতে দেবদত্ত অতি কষ্টে কোন প্রকারে তাঁহাকে তদ্বিষয় নিবেদন করিলেন। তখন উপাধ্যায় কহিলেন, রাজ কন্যা দন্ত দ্বারা পুষ্প ধারণ করতঃ পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে সংকেত করিয়াছেন যে " তুমি পুষ্পদন্ত নামক পুষ্পমণ্ডিত দেবমন্দিরে গিয়া প্রতীক্ষা কর, আমি পশ্চাৎ তথায় যাইব" দেবদত্ত উপাধ্যায়ের নিকট এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট চিত্তে দেবগৃহে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন, অনন্তর রাজ কন্যা অষ্টমী দিবসে একাকিনী দেব দর্শনে গমন করতঃ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র দেবদত্ত আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন রাজকন্যা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমার সংকেত কি প্রকারে বুঝিতে পারিলে, ইহাতে দেবদত্ত উত্তর করিল, আমি স্বয়ং বুঝিতে পারি নাই, উপাধ্যায়ের নিকট বলাতে তিনিই আমাকে কহিয়াছেন। ইহা শুনিয়া রাজকন্যা বিবেচনা করিলেন, তবে ইহা প্রকাশ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইয়াছে,

ইহা নিশ্চয় করিয়া, তুমি অতি মূর্খ, অতএব তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর, ইহা বলিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া প্রস্থান করিলেন এবং দেবদত্তও তদ্বিয়োগে দগ্ধ হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন মহাদেব নিজ ভক্তকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বীয় অনুচর পঞ্চশিখকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কোন কৌশলে ইহার অভীষ্ট সিদ্ধি কর। অনন্তর পঞ্চশিখ আসিয়া দেবদত্তকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়া স্বয়ং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রূপ ধারণ করিলেন, এবং স্ত্রীবেশধারী দেবদত্তকে সমভিব্যাহারে লইয়া সুশর্ম্ম রাজার নিকটে গিয়া কহিলেন, মহারাজ, আমার পুত্র দেশান্তরে গমন করিয়াছেন, আমি তাঁহার অন্বেষণে গমন করিব। যত দিন না আসিব, তত দিন আমার এই পুত্রবধূকে আপনি রক্ষা করুন। ইহা শুনিয়া সুশর্ম্মা ব্রাহ্মণের পুত্রবধূকে অন্তঃপুরে স্বীয় কন্যার নিকটে রক্ষা করিলেন, ব্রাহ্মণও প্রস্থান করিলেন। তখন শ্রী ও দেবদত্ত উভয়ের পরিচয় পর্য্যন্ত অভীষ্ট সিদ্ধি হওয়াতে উভয়ে গান্ধর্ব্ব বিধানানুসারে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

শ্রীর সহিত দেবদত্তের মিলন।

কিয়ৎকাল পরে শ্রী গর্ভবতী হইলে দেবদত্ত প্রকাশ পাইবার আশঙ্কায় ভীত হইয়া পঞ্চশিখকে স্মরণ করাতে পঞ্চশিখ রাত্রিকালে অলক্ষিত রূপে তথায় উপস্থিত

হইয়া দেবদত্তকে লইয়া প্রস্থান করিলেন এবং তাঁহার স্ত্রীবেশ পরিহার করাইয়া প্রাতঃকালে তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বয়ং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ পূর্ব্বক রাজার নিকটে গিয়া কহিলেন, মহারাজ, আমার এই পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়াছি এক্ষণে আমার পুত্র বধূকে প্রদান করুন। তখন রাজা কন্যার গৃহে দূত প্রেরণ দ্বারা জানিলেন যে গত রাত্রিতে ব্রাহ্মণ বধু পলায়ন করিয়াছেন, ইহাতে রাজা মন্ত্রি দিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন আমার বোধ হয়, ইনি ব্রাহ্মণ নহেন, কোন দেবতা বিশেষ আমাকে প্রবঞ্চনা করিবার নিমিত্তে আগমন করিয়াছেন। ভূলোকে আসিয়া দেবতারা প্রায় এ প্রকার করিয়া থাকেন। এতদ্বিষয়ে এক উদাহরণ শ্রবণ কর।

শিবি রাজার উপাখ্যান।

পূর্ব্বকালে মহাতপস্বী, করুণাপরায়ণ, দাতা, শিবি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহাকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্তে একদা ইন্দ্র স্বয়ং শ্যেন পক্ষী রূপ ধারণ করিয়া মায়া কপোত-রূপ-ধারী ধর্ম্মকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে ঐ কপোত অতিশয় ভীত হইয়া শিবি রাজার ক্রোড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাতে শ্যেন মনুষ্য ভাষায় রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহারাজ, আমি ক্ষুধায় কাতর হইয়াছি, অতএব আমার ভক্ষ্য ঐ কপোতকে পরিত্যাগ কর, নতুবা আমি ক্ষুধায় এখনিই প্রাণত্যাগ করিব, তাহাতে তোমার [illegible] অধর্ম্ম হইবে।

ইহাতে শিবি কহিলেন. এ আমার শরণাগত, অতএব ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না, বরং তোমাকে এই কপোত পরিমাণ অন্য মাংস প্রদান করি। ইহা শুনিয়া শ্যেন উত্তর করিল, মহারাজ, অন্য মাংসে আমার তৃপ্তি হইবে না, তবে যদি এই কপোত পরিমাণ তোমার গাত্র মাংস প্রদান কর, তাহা হইলে স্বীকার করিতে পারি। অনন্তর রাজা অগত্যা তাহাতে সম্মত হইয়া যত নিজগাত্র মাংস কাটিয়া কপোতের সহিত তৌল করেন, কিছুতেই তাহার সমান হয় না, দেখিয়া পরিশেষে স্বয়ং তুলায় আরোহণ করিবামাত্র স্বর্গে দেবতারা রাজাকে সাধু বাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং ধর্ম্ম ও ইন্দ্র উভয়ে স্বীয় শরীর ধারণ পুর্ব্বক রাজাকে অক্ষত দেহ করিয়া বিস্তর স্তব করিতে লাগিলেন, পরিশেষে তাঁহাকে বর প্রদান করিয়া উভয়ে অন্তর্হিত হইলেন। বোধ হয় তদ্রূপ কোন দেবতা আমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্তে আগমন করিয়াছেন, অতএব ইহাঁকে প্রত্যাখ্যান করা কোন প্রকারেই উচিত নহে।

দেবদত্তের শ্রী প্রাপ্তি।

রাজা সুশর্ম্মা মন্ত্রিগণকে ইহা কহিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, মহাশয়, আমি আপনার পুত্র বধুকে যথোচিত রূপে রক্ষা করিতে ছিলাম, কিন্তু তিনি গত রাত্রিতে কি প্রকারে কোন্ অলক্ষিত স্থানে প্রস্থান করিয়াছেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। ইহা শুনিয়া

ব্রাহ্মণ ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন, তবে তোমার কন্যার সহিত আমার এই পুত্রের বিবাহ দাও, নতুবা অভিসম্পাত করিব। ইহা শুনিয়া রাজা ব্রহ্মশাপ ভয়ে দেবদত্তকে নিজ কন্যা দান করিলেন। তখন পঞ্চশিখ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন এবং দেবদত্ত শ্বশুর গৃহে অবস্থান পুর্ব্বক শ্রীর সহিত সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে শ্রীর গর্ভে দেবদত্তের ঔরসে মহীধর নামে এক পুত্র জন্মিল, রাজা সুশর্ম্মা অপুত্রক ছিলেন, সুতরাং দৌহিত্র মহীধরকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং তপস্যার্থ বনে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর নিজ সুত মহীধরের ঐশ্বর্য্য দর্শনে কৃতার্থ হইয়া দেবদত্ত ও শ্রী উভয়ে তপোবনে গমন করিলেন এবং তথায় মহাদেবের আরাধনা করতঃ মর্ত্ত্য শরীর পরিত্যাগ করিয়া তৎ প্রসাদে তাঁহার অনুচর হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন। যে হেতু তিনি প্রিয়াদত্ত দ্বারা পরিত্যক্ত পুষ্পের সংকেত বুঝিতে পারেন নাই, সেই জন্য সেই অবধি তাঁহার নাম পুষ্পদন্ত হইল। এই রূপে তাঁহার নাম পুষ্পদন্ত হয়, এক্ষণে আমার নাম যে নিমিত্তে মাল্যবান্ হইল তাহা শ্রবণ করুন।

গুণাঢ্যের বৃত্তান্ত।

পুর্ব্বোক্ত দেবদত্তের পিতা যে গোবিন্দ দত্ত, আমি তাঁহারই দ্বিতীয় পুত্র ছিলাম, আমার নাম ছিল সোমদত্ত। আমিও ঐ রূপ পিতৃ কৃত অপমানে তাপিত হইয়া

হিমালয়ে গমন পূর্ব্বক নানা বিধ পুষ্প মাল্য দ্বারা মহাদেবের আরাধনা করাতে মহাদেব সাক্ষাৎ হইয়া আমার প্রার্থনায় আমাকে স্বীয় অনুচর করেন। আমি যেহেতু দুর্গম হইতে সুগন্ধ পুষ্প আহরণ করিয়া তাহার মাল্য দ্বারা মহাদেবের আরাধনা করিয়া ছিলাম, সেই নিমিত্তে তিনি তুষ্ট হইয়া আমার নাম মাল্যবান্ রাখিয়া ছিলেন। এই রূপ মহাদেবের প্রসাদে আমার নাম মাল্যবান্ হয়। হে কাণভূতি! আমি সেই মাল্যবান্, আমি পুনর্ব্বার পার্ব্বতী শাপে মনুষ্য ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব এক্ষণে আপনি আমাকে সেই মহাদেবোক্ত মহাকথা শ্রবণ করাউন, যাহাতে আমাদিগের উভয়েরই শাপ মোচন হইবে।

কাণভূতির শাপ মোচন।

৮। এই রূপ গুণাঢ্যের প্রার্থনায় কাণভূতি মহাদেবোক্ত সাতটী মহাকথা স্বীয় ভাষায় তাঁহাকে শ্রবণ করাইলেন। পরে গুণাঢ্য সেই সাতটী কথা সাত বৎসরে পৈশাচী ভাষাতে সাতলক্ষ শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়া পাছে বিদ্যাধর গণ হরণ করে এই আশঙ্কায় নির্জ্জন বনে প্রবেশ পূর্ব্বক মষীর অভাবে নিজ শোণিতে তাহা লিপি বদ্ধ করেন। পরে কাণভূতি সেই মহাকথা সকল গুণাঢ্য কর্ত্তৃক নিবদ্ধ দেখিয়া শাপ হইতে মুক্ত হইয়া নিজ গতি প্রাপ্ত হইলেন এবং তৎ সহচর সকলও সেই দিব্য কথা শ্রবণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। অনন্তর গুণাঢ্য

চিন্তা করিলেন, যে ভগবতী কহিয়াছেন, এই বৃহৎ কথা শ্রবণ করতঃ তাহা পৃথিবীতে প্রচার করিয়া তোমার শাপান্ত হইবে, অতএব ইহা কাহাকে সমর্পণ করি। গুণাঢ্য এই রূপ চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া কাল যাপন করিতেছেন, এমত সময়ে গুণদেব ও নন্দিদেব নামক তাঁহার অনুগত দুই শিষ্য কহিল. উপাধ্যায় মহাশয়, চিন্তা কি। সাতবাহন রাজাকে ইহা অর্পণ করুন. তিনি অতিশয় রসজ্ঞ, তিনি এই কাব্য প্রাপ্ত হইলে আহ্লাদ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন। ইহা শ্রবণ করিয়া গুণাঢ্য কহিলেন, তবে তোমরা এই কাব্য লইয়া রাজার নিকট গমন কর, আমি ততক্ষণ রাজার উদ্যানে অবস্থান করি। অনন্তর শিষ্য দ্বয় গমন করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক পুস্তক প্রদান করিলে রাজা পিশাচ ভাষায় নিবদ্ধ গ্রন্থ দেখিয়া অনাদর পূর্ব্বক কহিলেন. একে পিশাচ ভাষা অতি নীরস, তাহাতে শোণিতে লিখিত, অতএব ইহা অতি অকিঞ্চিৎ কর। ইহা শুনিয়া শিষ্যদ্বয় পুস্তক লইয়া গুণাঢ্যের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন এবং গুণাঢ্য তাঁহাদিগের নিকট পুস্তকের প্রতি রাজার অনাদর শ্রবণ করতঃ খেদান্বিত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত পুনর্ব্বার সেই বনে গমন পূর্ব্বক এক অগ্নি কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া সেই পুস্তকের এক২ পত্র আবৃত্তি করিয়া উহার আবৃত্তি সমাপ্ত হইলেই ঐ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই রূপে সুললিত স্বরে প্র-

স্তোক পত্রের আবৃত্তি করিতেছেন, এমত সময়ে মৃগ বরাহ মহিষ প্রভৃতি বন্য পশু সকল চতুর্দ্দিক হইতে আগমন করিয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করতঃ কর্ণপাত পূর্ব্বক একচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতে লাগিল, তৎ শ্রবণে কাহারও আর স্থানান্তর গমন করিবার সামর্থ্য থাকিল না, ক্রমশঃ সকল পশুই ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সাতবাহন রাজার গ্রন্থ লাভ।

এদিকে রাজা সাতবাহন এক দিবস পীড়িত হইয়া বৈদ্যকে আহ্বান পূর্ব্বক পীড়ার নিদান জিজ্ঞাসা করাতে বৈদ্য কহিল, মহারাজ! শুষ্ক মাংস ভক্ষণ করিলেই এই রোগ জন্মিয়া থাকে। ইহা শুনিয়া রাজা পাচককে জিজ্ঞাসা করাতে পাচক বলিল, মহারাজ, মাংস বিক্রেতা কয়েক দিবস শুষ্ক মাংস দিয়া যাইতেছে, অতএব তাহাকে শাসন করুন, যাহাতে সে এপ্রকার মাংস আর না দেয়। তখন রাজা মাংসবিক্রেতাকে শাসন করাতে সে কহিল, মহারাজ, এক ব্রাহ্মণ আসিয়া বনেতে এক পুস্তক পাঠ করিতেছে, আর সমস্ত বন্য পশু আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তাহা শ্রবণ করিতেছে, তাহাতে পশুরা অনাহারে থাকাতেই তাহাদিগের মাংস শুষ্ক হইয়াছে, আমি কি করিব, আমার দোষ নাই। ইহা শুনিয়া রাজা কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া বনে গমন করিয়া দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে বন্য পশু দ্বারা আকীর্ণ হইয়া গুণাঢ্য সেই পূর্ব্ব দৃষ্ট পুস্ত-

কের একং পত্র পাঠ করিয়া তাহা অগ্নিকুণ্ডে প্রক্ষেপ করিতেছেন, এবং পশুরা একান্তঃকরণে সেই পাঠধ্বনি শ্রবণ করিতেছে। তখন রাজা নমস্কার পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করাতে গুণাঢ্য সমস্ত শাপ বৃত্তান্ত রাজাকে অবগত করিলেন এবং রাজাও শাপান্তের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া তাঁহার চরণ ধারণ পূর্ব্বক ভক্তি ভাবে মহাদেবোক্ত মহাকথা সকল প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে গুণাঢ্য কহিলেন, মহারাজ. ইহার ছয়টী কথা অর্থাৎ ছয় লক্ষ গ্রন্থ আমি দগ্ধ করিয়াছি, এক্ষণে কেবল এক লক্ষ গ্রন্থ একটী কথা নরবাহন দত্তের চরিত মাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহাই আপনি গ্রহণ করুন। আমার এই শিষ্যদ্বয় আপনার নিকটে ইহা ব্যাখ্যা করিবেন ইহা বলিয়া গুণাঢ্য যোগে কলেবর পরিত্যাগ করতঃ শাপ মুক্ত হইয়া নিজ পদবী প্রপ্ত হইলেন।

অনন্তর গুণাঢ্য প্রদত্ত অবশিষ্ট মহাকথা গ্রহণ করিয়া রাজা নিজ নগরে প্রস্থান পূর্ব্বক গুণদেব ও নন্দিদেব দ্বারা তাহা পৃথিবীতে প্রচার করিলেন, এবং নিরন্তর নিজ নগরে ঐ বিচিত্র কথা জল্পনা করতঃ ত্রিভুবনে মহা খ্যাতি লাভ করিলেন।

কথার উপক্রম।

৯। যে মহা কথা পুর্ব্বে কৈলাস পর্ব্বতে মহাদেবের নিকটে পুষ্পদন্ত শ্রবণ করেন, এবং বররুচি রূপে আর্বিভূত, সেই পুষ্পদন্তের নিকটে কাণভূতি ও কাণভূতি

হইতে গুণাঢ্য, পরে গুণাঢ্য হইতে রাজা সাতবাহন শ্রবণ করেন।” বিদ্যাধর চরিত সেই অদ্ভুত কথা এক্ষণে বর্ণন করিতেছি।

সহস্রানীকের উপাখ্যান।

বৎস নামে একটী মনোহর দেশ আছে। বোধ হয় যেন স্বর্গের দর্প নিবারণের নিমিত্তে বিধাতা তাহার প্রতিদ্বন্দি রূপে ঐ দেশটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ দেশের মধ্যভাগে কৌশাম্বী নামে এক নগর আছে। পাণ্ডু বংশোদ্ভব রাজা শতানীক তথায় বাস করিতেন। তিনি জন্মেজয়ের পুত্র, পরীক্ষিতের পৌত্র, এবং অভিমন্যুর প্রপৌত্র। মহাদেবের ভুজস্তম্ভনকারী মহাবল অর্জুন তাঁহার আদিপুরুষ ছিলেন। বিষ্ণুমতী নামে ঐ রাজার এক মহিষী ছিল। অনেক দিবস পর্য্যন্ত রাজার সন্তান হয় নাই। একদা রাজা মৃগয়ায় গমন করতঃ বন মধ্যে শাণ্ডিল্য মুনির সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে মুনি তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রার্থনায় কৌশাম্বীতে গমন করতঃ পুত্রার্থ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া রাজ্ঞীকে যজ্ঞ শেষ চরু ভোজন করাইলেন। পরে রাজ্ঞী গর্ভবতী হইয়া সম্পূর্ণ সময়ে সহস্রানীক নামে এক পুত্র প্রসব করিলেন। কিছু দিন পরে রাজা পুত্রকে গুণ সম্পন্ন দেখিয়া তাঁহাকে যুবরাজ করতঃ স্বয়ং ভূভার চিন্তা হইতে বিরত হইলেন। একদা অসুর দিগের সহিত দেবতাদিগের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় সাহায্য

প্রার্থনায় রাজার নিকট মাতলিকে প্রেরণ করিলেন। রাজা মাতলি মুখে ইন্দ্রের যুদ্ধ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রধান সেনাপতি সুপ্রতীক ও মন্ত্রী যোগন্ধরের হস্তে রাজ্যভার এবং পুত্রকে সমর্পণ করিয়া অসুর নাশের নিমিত্তে মাতলির সহিত ইন্দ্রের নিকটে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রের সাক্ষাতে যমদংষ্ট্র প্রভৃতি অনেক অসুর বধ করিয়া সেই যুদ্ধে স্বয়ং মৃত্যু মুখে পতিত হইলেন। তখন মাতলি রাজার মৃতদেহ লইয়া কৌশাম্বীতে উপস্থিত হইলে পর রাজ্ঞী বিষ্ণুমতী স্বামীর অনুগামিনী হইলেন, অনন্তর রাজলক্ষ্মী তৎপুত্র সহস্রানীককে আশ্রয় করাতে তিনি পিতৃ সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। পরে এক দিবস ইন্দ্র, বিপক্ষ বিজয় মহোৎসব উপলক্ষে সুহৃৎপুত্র সহস্রানীককে স্বীয় ভবনে আহ্বান করিলেন, এবং সহস্রানীক তথায় উপস্থিত হইয়া দেবতাদিগকে স্ব২ কামিনীগণের সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিয়া আপনার উপযুক্ত ভার্য্যাকাঙ্ক্ষায় কিঞ্চিৎ বিমনার ন্যায় হইলেন। দেবরাজ সহস্রানীকের অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন, রাজন্! খেদ করিও না, তোমার বাঞ্ছা সফল হইবে। পৃথিবীতে তোমার সদৃশ ভার্য্যা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

মৃগাবতীর সহিত সহস্রানীকের বিবাহ।

পূর্ব্বে এক দিবস আমি ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎ

করিতে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ছিলাম। আমার পশ্চাৎ বিধূম নামে এক বসু তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। আমরা উপবেশন করিয়াছি এমন সময়ে অলম্বুষা নামে এক অপ্সরা তথায় আগমন করিল। দৈবাৎ বায়ুবেগে অলম্বুষার আবরণ বস্ত্রের কিয়দংশ উড্ডীন হইলে তাহা দেখিয়া বিধূমের অন্তঃকরণ বিচলিত হইল, এবং অলম্বুষাও বিধূমের রূপ লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইল। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া পিতামহ আমার মুখ নিরীক্ষণ করিলে পর আমি তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া ক্রোধে উভয়কে এই অভিসম্পাত করিলাম যে তোমারা মর্ত্য-লোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া উভয়ে ভর্য্যাপতী হও। হেসহস্রানীক! সেই বসু তুমি, চন্দ্রবংশের ভূষণ স্বরূপ শতানীক রাজার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, আর সেই অপ্সরা অযোধ্যা নগরে কৃতবর্ম্ম রাজার কন্যা মৃগাবতী হইয়াছেন। তিনিই তোমার ভার্য্যা হইবেন। এই রূপ ইন্দ্রবাক্য শ্রবণ করিয়া তথা হইতে বিদায় হইয়া রাজা সহস্রানীক মৃগাবতীর বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে২ মাতলির সহিত স্বীয় ভবনে আগমন করিতেছেন, এমত কালে পথমধ্যে তিলোত্তমা অপ্সরা আসিয়া কহিল, মহারাজ! এই স্থানে কিঞ্চিৎকাল দণ্ডায়মান হউন, কিছু কথা বলিতে ইচ্ছা করি। রাজা মৃগাবতী ধ্যানে বিমনা ছিলেন, সুতরাং তিলোত্তমার বাক্য শুনিতে নাপাইয়া গমন করিলেন, ইহাতে তিলোত্তমা লজ্জিতা হইয়া

ক্রোধে অভিসম্পাত করিল, যে তুমি যাহা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হৃদয় হইয়া আমার বাক্য অবহেলন করিলে, তাহার সহিত চতুর্দ্দশ বৎসর তোমার বিয়োগ হইবে। মাতলি সেই অভিসম্পাত শুনিয়াছিল। অনন্তর রাজা কৌশাম্বীতে উত্তীর্ণ হইয়া অতি উৎসাহ পূর্ব্বক যোগন্ধর প্রভৃতি মন্ত্রি বর্গের নিকটে মৃগাবতী বিষয়ক সমস্ত ইন্দ্রবাক্য আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন, এবং মৃগাবতীকে প্রার্থনা করিয়া অযোধ্যায় কৃতবর্ম্মার নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন। কৃতবর্ম্মা দূত মুখে সহস্রানীকের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া স্বীয় মহিষী কলাবতীকে অবগত করিলে কলাবতী কহিল, মহারাজ! সহস্রানীককে মৃগাবতী প্রদান করুন, বিলম্ব করিবেন না, আমি স্বপ্নেও দেখিয়াছি, যেন এক ব্রাহ্মণ আসিয়া সহস্রানীককে মৃগাবতী প্রদান করিতে কহিতেছেন। অনন্তর রাজা কৃতবর্ম্মা পরস্পারের রূপ গুণ বয়ঃপ্রভৃতি আলোচনা করতঃ হৃষ্টমনে সহস্রানীককে আনয়ন করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিলেন। সহস্রানীকও মৃগাবতীকে স্বীয় ভবনে লইয়া গিয়া সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

সহস্রানীকের মৃগাবতী বিয়োগ।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজমন্ত্রী যোগন্ধরের এক পুত্র জন্মিল, তাহার নাম যৌগন্ধরায়ণ, সেনাপতি সুপ্রতীকের এক পুত্র হইল তাহার নাম রুমন্বান্ এবং রাজার সখার এক কুমার ভূমিষ্ঠ হইল তাহার নাম

বংসন্তক। পরে যথাকালে রাজ্ঞী মৃগাবতীরও গর্ভ সঞ্চার হইল। এক দিবস মৃগাবতী রাজাকে কহিল, মহারাজ! রুধিরময় লীলা বাপীতে অবগাহন করিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে। যদি আমার প্রতি আপনার স্নেহ থাকে তবে এসময়ে মনস্কামনা সম্পন্ন করুন। ইহা শুনিয়া রাজা প্রিয়ার মনোরথ পূর্ণ করিবার বাসনায় অন্তঃপুর মধ্যে লাক্ষারস পূরিত এক লীলা বাপী প্রস্তুত করিয়া দিলেন। এক দিবস রাজ্ঞী ঐ বাপীতে জলক্রীড়া করিতেছেন, এমত সময়ে গরুড় বংশ জাত এক বৃহৎ পক্ষী আসিয়া আমিষ জ্ঞানে লাক্ষা লিপ্তাঙ্গী রাজ্ঞীকে হরণ করিয়া লইয়া গেল।

এই ব্যাপার দেখিয়া রাজা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রাজ্ঞীকে অন্বেষণ করিতে২ প্রিয়ানুরক্ত অন্তঃকণ পক্ষিকর্ত্তৃক অপহৃত হওয়াতে জ্ঞান শূন্য হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন, এবং ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে মাতলি আসিয়া তাঁহাকে আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা করতঃ যথাশ্রুত তিলোত্তমাশাপ আদ্যোপান্ত অবগত করিয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাজা, হা প্রিয়ে! তিলোত্তমার কামনা পূর্ণ হইল, বলিয়া বিস্তর বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা শাপবৃত্তান্ত অবগত এবং মন্ত্রী কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া কোন রূপে কষ্টসৃষ্টে প্রাণ ধারণ করিয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

যমদগ্নির আশ্রমে মৃগাবতীর অবস্থান।

ও দিকে পক্ষী ক্ষণ কালের মধ্যে রাজ্ঞীকে উদয় পর্ব্বতে লইয়া গিয়া জীবিত দেখিয়া পরিত্যাগ করিল রাজ্ঞী মৃগাবতী তথায় উপস্থিত হইয়া শোক ও ভয়ে আকুলান্তঃকরণে আপনাকে অনাথিনী দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এমত সময়ে এক অজগর তাঁহাকে দেখিয়া, গ্রাস করিতে আসিল। তখন দৈবযোগে এক পুরুষ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া অজগর গ্রাস হইতে তাঁহাকে মোচন করিয়া স্বয়ং অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর মৃগাবতী অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া প্রাণত্যাগ করিবার ইচ্ছায় একটা প্রকাণ্ডকায় বন হস্তীর সম্মুখে স্বীয় শরীর নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু হস্তীও তাঁহার প্রতি দয়া করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিল। ইহা অতি আশ্চর্য্য, যে সম্মুখে পতিত মৃগাবতীকে হিংস্রজন্তুও রক্ষা করিল, আহা! ঈশ্বরের অনুগ্রহে কি না হইতে পারে। অনন্তর মৃগাবতী গর্ভভরে অত্যন্ত অলস হইয়া ভূমিতলে শয়ন করতঃ স্বীয় ভর্ত্তাকে স্মরণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে এক মুনিপুত্র ফলমূলাহরণার্থ উক্ত পর্ব্বতে আগমন পূর্ব্বক ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করতঃ তথায় আসিয়া তাঁহার সমুদায় দুরবস্থার বিষয় অবগত হইয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক দয়ার্দ্র হৃদয়ে তাঁহাকে লইয়া জমদগ্নির আশ্রমে গমন করিলেন। মৃগাবতী জমদগ্নিকে দেখিয়া রোদন করতঃ তাঁহার পাদমূলে পতিত

হইলে আশ্রিত বৎসল জমদগ্নি তাঁহাকে কহিলেন, হে পুত্রি, তুমি শোক পরিত্যাগ কর, অচিরে তোমার বংশধর এক পুত্র জন্মিবে এবং এই স্থানেই তোমার প্রিয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া মৃগাবতী জমদগ্নির আশ্রমে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে রাজ্ঞী মৃগাবতী সুলক্ষণ সম্পন্ন এক পুত্র প্রসব করিলে দৈববাণী হইল যে, হে মৃগাবতি! তোমার এই পুত্রের নাম উদয়ন হইবে এবং ইনি এই সসাগরা পৃথিবীর রাজা হইবেন, আর যথাকালে এই উদয়নের যে পুত্র জন্মিবে তিনি সমস্ত বিদ্যাধরের অধিপতি হইবেন। অনন্তর সেই বালক উদয়ন বয়স্যদিগের সহিত সেই তপোবনে বর্দ্ধমান হইতে লাগিলেন। তখন জমদগ্নি ক্রমশঃ তাঁহার ক্ষত্রিয়োচিত সমস্ত সংস্কার সম্পন্ন করিয়া তাঁহাকে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত করিলেন এবং মৃগাবতী সহস্রানীক নামাঙ্কিত বলয় স্বীয় কর হইতে খুলিয়া উদয়নের হস্তে পরাইয়া দিলেন।

উদয়নের চরিত্র ও রাজার প্রিয়ালাভার্থ যাত্রা।

একদা উদয়ন মৃগয়ার্থ বনে ভ্রমণ করতঃ কোন ব্যাধ দ্বারা আক্রান্ত এক বিচিত্র বর্ণরঞ্জিত সর্পকে দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে কহিলেন, ওহে শবর! তুমি এই সর্পটীকে পরিত্যাগ কর। ইহাতে ব্যাধ কহিল, হে প্রভো! ইহা আমার জীবিকা, আমি নগরে গিয়া গৃহস্থের বাটীতে সর্প খেলাইয়া সংসার নির্ব্বাহ করি। আমি বহু কষ্টে মন্ত্রৌ-

যথিবলে ইহাকে আয়ত্ত করিয়াছি, এক্ষণে পরিত্যাগ করিতে পারি না। তখন উদয়ন জননী দত্ত কটক নিজ হস্ত হইতে অবতারিত করিয়া শবরকে দিয়া সর্পকে মোচন করিলেন। অনন্তর কটক লইয়া শবর প্রস্থান করিলে সর্প হৃষ্ট হইয়া উদয়নকে কহিতে লাগিল। আমার নাম বসুনেমি, আমি বাসুকির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছি, অতএব তোমাকে অম্লান মালা, তাম্বূল ও এই রম্য বীণা প্রদান করিতেছি, তুমি ইহা লইয়া গৃহে গমন কর। তখন উদয়ন সেই সকল দ্রব্য লইয়া জমদগ্নির আশ্রমে মাতার নিকট গমন করিলেন।

ওদিকে ব্যাধ উদয়ন দত্ত রাজনামাঙ্কিত বলয় লইয়া কিছুকাল বনে বনে ভ্রমণ করিয়া পরে ঐ বলয় বিক্রয়ার্থ আপণে এমন করিবামাত্র রাজপুরুষেরা রাজনামাঙ্কিত বলয় দেখিয়া ব্যাধকে রাজার নিকট লইয়া গেল। শবর বলয় হস্তে করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইবামাত্র রাজা সহস্রানীক বলয় দেখিয়া রাজ্ঞীকে স্মরণ করতঃ শোকে মুহ্যমান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শবর! তুমি এই বলয় কোথায় পাইলে সত্য বল। ইহা শুনিয়া ব্যাধ সর্পহরণ অবধি বলয় প্রাপ্তি পর্য্যন্ত সমুদায় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত অবিকল রাজার নিকট বর্ণন করিলে, রাজা উৎকণ্ঠিত চিত্তে নানাপ্রকার বিবেচনা করিতেছেন, এমত সময়ে দৈববাণী হইল, মহারাজ!

তোমার শাপকাল অতীত হইয়াছে, এক্ষণে রাজ্ঞী মৃগাবতী উদয় পর্ব্বতে জমদগ্নির আশ্রমে পুত্রের সহিত অবস্থান করিতেছেন, আপনি তথায় গিয়া তাঁহাকে লাভ করুন। বিয়োগ নিদাঘার্ত্ত রাজার প্রতি বারিধারা বর্ষিণী এই দিব্য বাণী শ্রবণ করিয়া রাজা শবরকে সঙ্গে লইয়া সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে প্রিয়া লাভের অভিলাষে উদয় পর্ব্বতে জমদগ্নির আশ্রমোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

রাজার উদয় পর্ব্বতে যাত্রা।

১০। রাজা সহ... নীক সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে কিয়দ্দূর গমন করিতেং সায়ংকাল উপস্থিত হইলে সে দিবস বনমধ্যে সরোবর তীরে অবস্থান করিলেন এবং সায়ংকৃত্য সমাপনানন্তর নিভৃতস্থানে শয়ন করতঃ সঙ্গনক নামে কথককে ডাকিয়া কহিলেন, এক্ষণে আমাকে একটী রমণীয় উপাখ্যান শ্রবণ করাও, যাহাতে আমার মৃগাবতী দর্শনোৎসবাকাঙ্ক্ষী মনের বিনোদ জন্মে। ইহা শুনিয়া সঙ্গমক কহিলেন, মহারাজ! আর বৃথা শোক করিবেন না, আপনার শাপাবসান হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। মনুষ্য মাত্রেরই প্রিয়ার সহিত সংযোগ বিয়োগ হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে উদাহরণ স্বরূপ এক অপূর্ব্ব উপাখ্যান শ্রবণ করুন।

শ্রীদত্তের উপাখ্যান।

পূর্ব্বকালে মালব দেশে যজ্ঞসোম নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার সর্ব্বগুণ সম্পন্ন দুইটী পুত্র জন্মে।

জ্যেষ্ঠের নাম কালনেমি, কনিষ্ঠের নাম বিগতভয়। কালক্রমে যজ্ঞসোমের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে উভয় ভ্রাতা বিদ্যাশিক্ষার্থ পাটলীপুত্রে গমন করিলেন। তথায় দেবশর্ম্মা নামে এক উপাধ্যায়ের নিকট সমস্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করিলেন। দেবশর্ম্মা উভয় ভ্রাতাকে নানা গুণ সম্পন্ন ও কৃতবিদ্য দেখিয়া তাঁহাদিগকে নিজ কন্যা-দ্বয় দান করিলেন। তাঁহারা কিয়ৎকাল শ্বশুর গৃহে অবস্থিতি করিতেং পাটলীপুত্রস্থ সমস্ত প্রতিবাসীগণকে ধনাঢ্য দেখিয়া ঈর্ষা পরবশ হইয়া কালনেমি হোম দ্বারা লক্ষ্মীর আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছু কাল পরে কমলা তাঁহার হোমে পরিতুষ্ট হইয়া সাক্ষাতে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন। তোমার প্রচুর ধন এবং সসাগরা পৃথিবীর রাজা এক পুত্র লাভ হইবে, কিন্তু যেহেতু তুমি আমিষ সংযুক্ত আহুতি প্রদান করিয়াছ তজ্জন্য অন্তকালে তুমি চোরের ন্যায় হত হইবে। ইহা বলিয়া লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইলে কালনেমি ক্রমশঃ অতুল ধন সম্পন্ন হইলেন এবং কিয়ৎকালের মধ্যে তাহার এক পুত্র জন্মিল। শ্রীর বরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া তাহার নাম শ্রীদত্ত রাখিলেন। শ্রীদত্ত ক্রমশঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অস্ত্র বিদ্যা ও বাহু যুদ্ধে অসাধারণ হইয়া উঠি-লেন। কালনেমির ভ্রাতা বিগতভয় তৎকালে সর্পদং-শনে স্বীয় বনিতার প্রাণ বিয়োগ হওয়াতে শোকে ব্যাকুল হইয়া তীর্থ দর্শনার্থ দেশান্তরে গমন করিলেন। অনন্তর

তদ্দেশীয় রাজা বল্লভশক্তি শ্রীদত্তকে নানা গুণে গুণবান্ দেখিয়া স্বীয় পুত্র বিক্রমশক্তির সহিত তাঁহার সখ্যতা করিয়াদিলেন। যেমন বাল্যকালে রাজপুত্র দুর্য্যোধনের সাহত ... ভীমের সখ্যতা ছিল, তদ্রূপ ইহাঁর দিগের সখ্যভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন অবন্তি দেশ হইতে ...শালী ও বজ্রমুষ্টি নামে দুই জন ক্ষত্রিয় সন্তান আসি... সহিত মি... হইল। অনন্তর মন্ত্রি পুত্রেরা ...যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দাসভাবে তাঁহাকে ... করিল। এবং ... মহাবল ব্যাঘ্রভট, উপেন্দ্রবল ও নিষ্ঠুরক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বলবান্ বালকেরাও আসিয়া তাঁহার সহিত সৌহার্দ নিবদ্ধ করিল।

বিদ্যুৎপ্রভার উপাখ্যান।

অনন্তর একদা বর্ষা কালে গঙ্গাতটে ক্রীড়া করিবার মানসে ভৃত্যগণ সহিত রাজপুত্র ও মিত্র মণ্ডলী বেষ্টিত শ্রীদত্ত যাত্রা করিলেন। কিয়ৎকাল পরে গঙ্গাতটে উপস্থিত হইয়া রাজ ভৃত্যেরা তথায় ক্রীড়ার্থ রাজপুত্রকে রাজা করিল, এবং শ্রীদত্তের মিত্রেরা শ্রীদত্তকেও রাজা করিল। তখন শ্রীদত্তের রাজ ভাব দেখিয়া রোষ পরবশ হইয়া রাজপুত্র তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। শ্রীদত্ত যুদ্ধে সম্মত হইয়া আগমন পূর্ব্বক বাহু যুদ্ধে রাজপুত্রকে পরাজয় করিল। তাহাতে রাজপুত্র অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া গোপনে শ্রীদত্তের বধোপায় চিন্তা করিতে

লাগিলেন, শ্রীদত্তও রাজপুত্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বধ শঙ্কায় মিত্র মণ্ডলী সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দূর গমনকরিতেং দেখিল একটী স্ত্রীলোক গঙ্গা জলে নিমগ্ন হইয়া স্রোতে আকৃষ্ট হইতেছে। দেখিয়া দয়ার্দ্র হৃদয়ে তাহাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্তে বাহুশালি প্রভৃতি সখা গণকে তীরে দণ্ডায়মান রাখিয়া স্বয়ং গঙ্গা জলে অবগাহন করিলেন। এবং সত্বরে গিয়া তাহার কেশ ধারণ করতঃ যেমত্ আনয়ন করিবেন অমনি আপনিও সেই জলৌঘে নিমগ্ন হইলেন। তখন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জল হইতে মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখেন সেখানে এক বিন্দুমাত্রও জল নাই সে স্ত্রীও নাই, কেবল এক উদ্যানে মন্দির মধ্যে শিব মূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছে। শ্রীদত্ত এই মহদাশ্চর্য্য দেখিয়া শিব লিঙ্গকে প্রণাম করতঃ সে রাত্রি তথায় অবস্থান করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন সেই স্ত্রী শিবপূজা করিতে আগমন করিয়াছে। পরে পূজা সমাপন করিয়া স্ত্রী নিজগৃহে গমন করিলেন, শ্রীদত্তও তাঁহার পশ্চাৎ২ প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন ইন্দ্রভবন সদৃশ এক পুরী মধ্যে ঐ স্ত্রী প্রবেশ করতঃ কাহারও সহিত কোন কথা না কহিয়া অন্তর্গৃহ মধ্যে সহস্র দাসী কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন। তখন শ্রীদত্তও গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে উপবেশন করিলেন। [illegible]

পরে ঐ স্ত্রী অকস্মাৎ রোদন করিতে লাগিল এবং বাষ্প-বিন্দু দ্বারা তাঁহার বক্ষস্থল অভিষিক্ত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া শ্রীদত্তের অন্তঃকরণে কারুণ্য আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন শ্রীদত্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুন্দরি! তুমি কে, কেনই বা রোদন করিতেছ, সত্য বল, বোধ হয় আমি তোমার দুঃখ নিবারণ করিতে সমর্থ হইব। ইহা শুনিয়া সেই স্ত্রী অতি কষ্টে উত্তর করিলেন, এই যে সহস্র স্ত্রী দেখিতেছ, ইহাঁরা দৈত্যপতি বলিরাজার পৌত্রী হন, আমি ইহাঁদিগের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা, আমার নাম বিদ্যুৎপ্রভা। বিষ্ণু, দান দোষে আমাদিগের পিতামহকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন এবং পিতাকে বাহু যুদ্ধে নিহত করিয়া নিজপুরী হইতে আমাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন এবং আমাদিগের পুনঃ প্রবেশ নিবারণার্থ তথায় এক বলবান্ সিংহ রক্ষা করিয়াছেন, সেই দুঃখে আমাদিগের হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেছে। কিন্তু সেই যে সিংহ সে জাতি সিংহ নহে, কোন এক যক্ষ কুবের শাপে সিংহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু কুবের ইহা বলিয়া তাহার শাপান্ত করেন যে, কোন মর্ত্ত্য পুরুষ আসিয়া যখন তোমাকে পরাভব করিবে তখনই তুমি শাপ হইতে মুক্ত হইবে। হে বীর! আমাদিগের সেই শত্রু কেশরীকে পরাজয় করিবার জন্য আমি তোমাকে এখানে আনয়ন করিয়াছি, তুমি তাহাকে পরাভব করতঃ তাহার নিকট হইতে মৃগাঙ্ক নামে

খড়্গ লাভ করিয়া তৎপ্রভাবে এই পৃথিবীর রাজা হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীদত্ত তদ্দিবস তথায় অবস্থান করতঃ পর দিন দৈত্য কন্যাদিগকে অগ্রে করিয়া সেই পুরীর দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সিংহের সহিত বাহু যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাজয় করিলেন। তখন সিংহ শাপ মুক্ত হইয়া পুরুষাকৃতি ধারণ করতঃ শাপান্তকারী শ্রীদত্তকে খড়্গ প্রদান পূর্ব্বক মহাসুর কন্যাগণের দুঃখে শোকাকুল হইয়া অন্তর্হিত হইলেন, এবং শ্রীদত্তও দৈত্য কন্যাগণের সহিত একত্রিত হইয়া হৃষ্ট চিত্তে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া সেই কন্যা শ্রীদত্তকে এক সর্পবিষ নাশক অঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন। অনন্তর শ্রীদত্ত সেই কন্যার প্রতি সাভিলাষ হইলে কন্যা তাহা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, শ্রীদত্ত! তুমি যাহা বাঞ্ছা করিয়াছ তাহা সফল হইবে, এক্ষণে এই বাপীতে স্নান কর কিন্তু উহাতে নক্র ভয় আছে, অতএব খড়্গ হস্তে করিয়া গিয়া অবগাহন কর। ইহা শুনিয়া শ্রীদত্ত হৃষ্ট চিত্তে খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক বাপীতে গিয়া অবগাহন করিলেন। নিমজ্জন পরে মস্তকোত্তোলন করিয়া দেখেন পূর্ব্বে যে গঙ্গাজলে নিমগ্ন হইয়া ছিলেন সেই স্থান হইতেই গাত্রোত্থান করিলেন, ইহাতে বিস্ময়াপন্ন হইয়া খড়্গ ও অঙ্গুরীয় দেখিয়া বিষণ্ণ বদনে অসুর কন্যার প্রবঞ্চনায় সন্তাপভরে অল্পে অল্পে তীরে উঠিয়া বিস্তর পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

নিষ্ঠুরকের সহিত শ্রীদত্তের সাক্ষাৎ।

তদনন্তর শ্রীদত্ত সুহৃদ্গণের অন্বেষণার্থ স্বীয় গৃহাভিমুখে গমন করিতে২ পথমধ্যে নিষ্ঠুরক নামক মিত্রের সাক্ষাৎ পাইয়া পরমাহ্লাদে অঙ্গাঙ্গি করতঃ একান্তে উপবেশন পূর্ব্বক মিত্রগণের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করাতে নিষ্ঠুরক কহিলেন, সখে! তুমি গঙ্গা জলে নিমগ্ন হইবার পর আমরা অনেক অনুসন্ধান করতঃ কোন প্রকারে তোমার দর্শন না পাইয়া অবশেষে শোকে আত্ম হত্যায় উদ্যত হওয়াতে আকাশবাণী হইল যে, হে পুত্রগণ! তোমরা আত্মঘাতী হইও না, অল্পদিনের মধ্যেই তোমাদিগের মিত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। এই দৈববাণী শ্রবণে আমরা আত্মহত্যা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। পরে আপনার পিতার নিকট গমন করিতে উদ্যত হইলে পথমধ্যে এক অপরিচিত পুরুষ সম্মুখে আগমন করিয়া কহিল, তোমরা সম্প্রতি পুরীমধ্যে প্রবেশ করিওনা, যেহেতু রাজা বল্লভশক্তি স্বীয় পুত্রের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং পরলোক গমন করিয়াছেন। বিক্রম শক্তি রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার পর এক দিবস মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে কালনেমির গৃহে গমন করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন, কালনেমি! তোমার পুত্র শ্রীদত্ত কোথায়? কালনেমি উত্তর করিলেন, মহারাজ! অনেক দিবস হইল শ্রীদত্ত কোথায় গিয়াছেন আমি তাহার কিছুই অবগত নহি। ইহা শুনিয়া রাজা বিক্রম শক্তি

পুত্রকে গোপনে রাখিয়াছে মনে করিয়া চৌর বলিয়া কালনেমিকে বধ করিলেন। কালনেমির পত্নী স্বচক্ষে স্বামিবধ অবলোকন করিয়া শোকে হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে বিক্রমশক্তি শ্রীদত্তকে ও তাঁহার বয়স্য গণকে বধিবার জন্য অন্বেষণ করিতেছে, অতএব তোমরা এখান হইতে প্রস্থান কর। এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বাহুশালী প্রভৃতি পাচ বয়স্য শোকে কাতর হইয়া স্বীয় আবাসস্থান উজ্জয়িনীতে প্রস্থান করিয়াছেন। আমি প্রচ্ছন্নভাবে আপনার উদ্দেশে গোপনে এই স্থানে অবস্থান করিতেছি, অতএব এক্ষণে চলুন আমরা সেই সুহৃদ্গণের নিকট উজ্জয়িনী গমন করি। শ্রীদত্ত নিষ্ঠুরক মুখে এই সকল বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পিতৃ শোকে ব্যাকুল চিত্তে নিষ্ঠুরকের সহিত দৈত্য কন্যা প্রদত্ত খড়্গ ও অঙ্গুরীয় লইয়া সুহৃদ্গণের দর্শনার্থ উজ্জয়িনী প্রস্থান করিলেন।

শ্রীদত্ত ও নিষ্ঠুরকের উজ্জয়িনী গমন।

শ্রীদত্ত নিষ্ঠুরকের নিকট গঙ্গা নিমজ্জনাবধি সমস্ত স্বীয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতে২ গমন করতঃ পথমধ্যে উচ্চৈঃস্বরে রোরুদ্যমানা একটী স্ত্রীকে দেখিতে পাইলেন, এবং তাহার নিকট গমন পূর্ব্বক দয়ার্দ্র হৃদয়ে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, আমি মালব দেশে গমন করিব, কিন্তু পথ ভুলিয়া এখানেআ- সিয়া পড়িয়াছি, সায়ংকাল উপস্থিত হইবার আর অধিক

বিলম্ব নাই এক্ষণে কোথায় যাই, ইহা মনে করিয়া ক্রন্দন করিতেছি। অতএব তোমরা আমাকে রক্ষা কর। ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীদত্ত ও নিষ্ঠুরক সেই স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া এক জনশূন্য গৃহে গিয়া সে দিবস অবস্থান করিলেন। রাত্রি দুই প্রহর সময়ে শ্রীদত্তের নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে উঠিয়া দেখেন যে সেই স্ত্রীটা নিষ্ঠুরককে বধ করিয়া তাহার মাংস আহার করিতেছে। ইহা দেখিয়া শ্রীদত্ত রোষ পরবশ হইয়া মৃগাঙ্কক নামক খড়্গ লইয়া তাহার কেশ ধারণ করিবা মাত্র সে রাক্ষসী রূপ ধারণ করিল এবং তৎক্ষণাৎ রাক্ষসী রূপ পরিত্যাগ করিয়া এক দিব্য স্ত্রীরূপ হইয়া কহিতে লাগিল। হে মহাভাগ! আমাকে বধ করিও না, আমি রাক্ষসী নহি, আমাকে পরিত্যাগ কর। আমি কৌশিক মুনির শাপে যে প্রকারে এই রূপ হইয়াছি তাহা শ্রবণ কর। আমি পুর্ব্বে কুবেরের সহচরী যক্ষী ছিলাম। একদা কৌশিক মুনি কুবেরত্ব প্রাপ্তির প্রার্থনায় ঘোরতর তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। কুবের তাহা অবগত হইয়া তাঁহার তপস্যা ভঙ্গার্থ আমাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। আমি তাঁহার নিকট গিয়া বিস্তর চেষ্টাতেও তাঁহার তপস্যার ক্ষোভ জন্মাইতে না পারিয়া লজ্জিত হইয়া অবশেষে তাঁহার ত্রাসার্থ ভীষণ মুর্ত্তি ধারণ করিলাম। তাহা দেখিয়া মুনি আমাকে অভিসম্পাত করিলেন যে, তুমি যেমন ভীষণ মূর্ত্তি হইয়া আমাকে ভয় প্রদর্শন

করিতে আসিয়াছ তেমনি তুমি রাক্ষসী হইয়া গিয়া নরমাংস ভোজন কর। কিন্তু মুনিবর কৌশিক, তোমা-কর্ত্তৃক কেশ গ্রহণ উপলক্ষ করিয়াই আমার শাপান্ত করিয়াছেন। এই রূপে আমি রাক্ষসীভাব প্রাপ্ত হইয়া এতাবৎকাল ক্রমশঃ এই পুরীর সমস্ত মনুষ্য ভক্ষণ করিয়াছি। তুমি আমাকে সেই কৌশিক শাপ হইতে অদ্য মুক্ত করিলে, অতএব কিছু অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীদত্ত উত্তর করিলেন, হে মাতঃ! আমার অন্য বরে প্রয়োজন নাই এক্ষণে আমার এই প্রার্থনা যে আমার সখা নিষ্ঠুরক পুনর্জ্জীবিত হন। যক্ষী তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইলে নিষ্ঠুরক অক্ষতাঙ্গ হইয়া পুনর্জ্জীবিত হইলেন। তখন উভয়ে প্রহৃষ্টমনে পুনর্ব্বার উজ্জয়িনী গমনার্থ প্রস্থান করিলেন। ক্রমে২ উজ্জয়িনীতে উপনীত হইয়া সুহৃদ্গণের সাক্ষাৎকার লাভে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। বাহুশালী উভয় মিত্রকে স্বীয় গৃহে লইয়া গিয়া কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে নিজ বৃত্তান্ত সকল বর্ণন করিলেন, শ্রীদত্তও আমজ্জনান্ত সমুদায় ঘটনা আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া মিত্রগণের সহিত সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

শ্রীদত্তের মৃগাঙ্কবতী দর্শন।

একদা শ্রীদত্ত বসন্ত কালে মধুমহোৎসব দর্শনার্থ বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে স্থানান্তরে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী বসন্ত কান্তির

ন্যায় বিষ্বকি রাজার কন্যা মৃগাঙ্কবতীকে নয়ন গোচর করিয়া মোহিত হইলেন। মৃগাঙ্কবতীও শ্রীদত্তের রূপ লাবণ্য দর্শনে মদন বাণে পীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে২ উপবনে গিয়া প্রবেশ করিলেন। তখন শ্রীদত্তের এমন হৃদয় বেদনা উপস্থিত হইল যে ক্ষণমাত্র মৃগাঙ্কবতীকে না দেখিয়া একেবারে শূন্য হৃদয় হইয়া উঠিলেন। কিয়ৎ কাল পরে বাহুশালী কহিলেন, সখে! আমি তোমার হৃদয় বেদনা জানিতে পারিয়াছি, আর আমার নিকটে গোপন করিও না, এক্ষণে এস তথায় গমন করি, যেখানে সেই রাজসুতা প্রস্থান করিয়াছে। বাহুশালীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীদত্ত তাঁহার সহিত রাজপুত্রীর গমন স্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন সর্পাঘাতে রাজপুত্রীর প্রাণ-ত্যাগ হইল। তখন বাহুশালী রাজপুত্রীর এক সহচরীকে ডাকিয়া কহিলেন, আমার এই সখার এক বিষঘ্ন অঙ্গুরীয়ক আছে, এবং ইনি সর্পবিদ্যায় অতি নিপুণ। তখন সহচরী শ্রীদত্তের চরণ ধারণ পূর্ব্বক প্রার্থনা করাতে শ্রীদত্ত রাজপুত্রীর অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়ক পরাইয়া মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন, মৃগাঙ্কবতীও জীবিত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। ইহা দেখিয়া সকল লোক শ্রীদত্তকে স্তব করিতে লাগিল, এবং রাজা বিষ্বকি শুনিয়া শ্রীদত্তকে ধন রত্নাদি দিয়া বিদায় করিলেন। শ্রীদত্ত সখার সহিত তাঁহার বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইয়া ধন রত্নাদি সমুদায় তাঁহার পিতার নিকট সমর্পণ করিলেন।

মৃগাঙ্কবতী হরণ।

অনন্তর শ্রীদত্ত রাজকন্যার রূপ লাবণ্য ধ্যান করতঃ একান্তে বসিয়া পরিতাপ করিতেছেন, এমত কালে ভাবনিকা নামে রাজপুত্রীর এক সখী অঙ্গুরীয়ক প্রত্যর্পণ করিবার ছলে তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কহিল, হে সুভগ! তুমিই আমার সখী মৃগাঙ্কবতীর প্রাণদাতা ভর্ত্তা, অতএব তোমাকে দেখিতে না পাইলে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন তাহার সন্দেহ নাই। ইহা বলিবামাত্র শ্রীদত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া মিত্রগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কহিলেন, হে ভাবনিকে! রাজপত্রীকে গোপনে হরণ করিতে হইবে, অতএব প্রথমে আমার বন্ধুগণ গোপনে মথুরায় গমন ছলে স্থানান্তরে গমন করুন, আমি এখানে থাকিয়া গোপনভাবে তাঁহাকে হরণ করিয়া বাহুশালীর সহিত স্থানান্তরে পাঠাইয়া পশ্চাৎ তথায় গমন করিব। ইহা শ্রবণ করিয়া ভাবনিকা রাজগৃহে গমন করিলেন, এবং বাহুশালী প্রভৃতি বয়স্যগণও বাণিজ্য-ছলে মথুরায় যাত্রা করিলেন। গমন করিতেং সঙ্কেত স্থানে তাহাদিগের গমনার্থ পথের স্থানে স্থানে বাহন ও দৃঢ় পুরুষ সকল [illegible] গিয়া অভীষ্ট স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন। [illegible] শ্রীদত্ত দুইটী ইতর স্ত্রীলোককে অপরিমিত মদ্য পান করাইয়া সায়ংকালে ভাবনিকাকে ডাকিয়া কহি-

লেন, ভাবনিকে! তুমি এই দুইটী স্ত্রীকে লইয়া গিয়া রাজসুতার গৃহে শয়ন করাইয়া সেই গৃহে কোন কৌশলে অগ্নি প্রদান কর। অগ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলে যখন মহা গোলযোগ উপস্থিত হইবে, সেই সুযোগে তুমি রাজসুতাকে লইয়া বাহিরে আগমন করিবে। আমি তোমাদিগের অপেক্ষায় এই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিলাম। ভাবনিকা সেই মদোন্মত্তা স্ত্রীদ্বয়কে গুপ্ত ভাবে মৃগাঙ্কবতীর গৃহে লইয়া গিয়া প্রদীপ প্রদান ছলে গৃহে অগ্নি প্রদান করিল এবং পুরীমধ্যে অগ্নি দাহজন্য মহামারী উপস্থিত হইলে তাঁহাকে লইয়া বাহিরে শ্রীদত্তের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন শ্রীদত্ত মৃগাঙ্কবতীকে প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব প্রস্থিত বাহুশালীর নিকটে তাহাকে প্রেরণ করিলেন। ওদিকে রাজসুতার গৃহ দগ্ধ হইলে পৌরজনেরা তন্মধ্যে দুইটী স্ত্রীলোকের দগ্ধ মৃত দেহ দেখিয়া নিশ্চয় করিল যে ভাবনিকা ও মৃগাঙ্কবতী গৃহদাহে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অনন্তর দ্বিতীয় দিবসের রাত্রিতে শ্রীদত্ত পূর্ব্ব প্রস্থিত প্রিয়ার উদ্দেশে গমন করিলেন এবং কিয়দ্দূর গমন করিতে২ প্রভাতে বিন্ধ্য পর্ব্বতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া হঠাৎ দেখিলেন ভাবনিকার সহিত সখাগণ আহত হইয়া পথ মধ্যে পতিত রহিয়াছে, তাহারা শ্রীদত্তকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে কহিল, সখে! আমরা এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র কতকগুলি অশ্বারোহি

সৈন্য আসিয়া আমাদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল. ইত্যবসরে তাহার মধ্যে এক জন অশ্বারোহী ভয়ে কাতরা রাজ কুমারীকে লইয়া অশ্বে আরোহন করতঃ পলায়ন করিল এবং আমাদিগকে এই অবস্থায় রাখিয়া অন্য সৈন্য গণও তাহার সহিত প্রস্থান করিল, বোধ হয় তাহারা এখনও অধিক দূরে যাইতে পারে নাই, তুমি ঐ দিকে গমন করিলেই তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। শ্রীদত্ত সখাগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজ পুত্রী উদ্দেশে সেই দিকে অতিবেগে কিয়দ্দূর গমন করিতে অশ্বারোহী সৈন্যদল দেখিতে পাইলেন, এবং নিকটে গমন করিয়া দেখিলেন তন্মধ্যে এক ক্ষত্রিয় যুবা মৃগাঙ্কবতীকে লইয়া এক অশ্বে আরোহন পূর্ব্বক গমন করিতেছে। তখন শ্রীদত্ত বেগে গিয়া ক্ষত্রিয় যুবাকে অশ্ব হইতে অবতারিত করিয়া এক শিলা তলে নিক্ষেপ করতঃ চূর্ণ করিলেন এবং পরে সেই অশ্বে আরোহন করিয়া অনেক অশ্বারোহী সৈন্য বধ করিলেন, অবশিষ্ট সৈন্যগণ ভয়ে আসিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল। তখন শ্রীদত্ত মৃগাঙ্কবতীকে সেই অশ্বে আরোহন করাইয়া সখাগণের নিকট প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক স্থানে উভয়ে অশ্ব হইতে অবরোহন করিলেন, অশ্ব তৎকালে অত্যন্ত ক্লিষ্ট ছিল, তাহাতে যেমন তাঁহারা অবরোহন করিয়াছেন, অমনি সে ভূমিতে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব

পাইল। তখন মৃগাঙ্কবতী ত্রাসে ও পরিশ্রমে পিপাসার্ত্ত হইয়া জল প্রার্থনা করাতে শ্রীদত্ত তাঁহাকে তথায় রক্ষা করিয়া জল অন্বেষণে বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে সূর্য্য অস্তগত হইল তথাপি জল অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে রাত্রি উপস্থিত হইলে এক স্থানে জল প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু জল লইয়া আগমন করিতে করিতে পথ বিস্মৃত হইয়া সমস্ত রাত্রি বনে বনে ভ্রমণ করিলেন, কোন প্রকারে মৃগাঙ্কবতীর উপবেশন স্থান নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অনন্তর প্রাতঃকালে তথায় আসিয়া মৃত ঘোটক দেখিয়া তৎস্থান নিরূপণ করিলেন, কিন্তু তথায় মৃগাঙ্কবতীকে না দেখিয়া বিষাদাপন্ন হইলেন এবং স্বহস্তস্থ মৃগাঙ্কনামক খড়্গ ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিবার জন্য এক বৃক্ষের অগ্রভাগে গিয়া উঠিলেন। তথায় বসিয়া এক দৃষ্টে চতুর্দ্দিক দেখিতেছেন এমত সময়ে এক শবর আসিয়া সেই বৃক্ষ মূলে উপস্থিত হইয়া সেই খড়্গ খানি লইয়া হস্তে উত্তোলন করিয়া দেখিতেছে, এমত সময়ে শ্রীদত্ত বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া শবরকে প্রিয়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল তুমি আমার এই পল্লীর ভিতর গমন করিয়া অন্বেষণ কর, বোধ হয় তিনি এই পল্লীতেই গমন করিবেন। তুমি তথায় যাও আমি পশ্চাৎ তথায় গিয়া তোমাকে এই খড়্গ প্রদান করিব। শবরের নিকটে

ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীদত্ত সেই পল্লীতে প্রবেশ করিলেন এবং পল্লীপতির গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার উপবেশন স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল এবং কহিল আপনি এই স্থানে বিশ্রাম করুন। তখন শ্রীদত্ত অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলেন সুতরাং সেই স্থানে বিশ্রাম সুখ অনুভব করিয়া কিয়ৎকাল নিদ্রায় অভিভূত রহিলেন; মুহূর্ত্তমাত্র পরে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখেন নিজপদদ্বয় শৃঙ্খলে বদ্ধ রহিয়াছে। তখন হা বিধাতঃ কি করিলে বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

শ্রীদত্তের সহিত সুন্দরীর বিবাহ

শ্রীদত্ত নিগড় বদ্ধ হইয়া বিলাপ করিতেছেন এমত সময়ে সেই শবরাধিপের মোচনিকা নামে এক দাসী আসিয়া কহিল, হে মহাত্মন, তুমি কোথা হইতে এই মৃত্যু মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। এই গৃহের স্বামী শবর কোন কার্য্যান্তরে গমন করিয়াছে সে আসিয়া চণ্ডিকার নিকটে তোমাকে বলি প্রদান করিবে, এই নিমিত্তে তোমাকে কৌশলে আনয়ন করিয়া শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়াছে। এক্ষণে তোমার মুক্তির এক উপায় আছে যদি করিতে পার শ্রবণ কর। এই শবরাধিপতির সুন্দরী নামে এক কন্যা আছে তোমাকে দেখিয়া সে বিবাহ করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছে। তুমি তাঁহাকে বিবাহ করিলে তোমার মঙ্গল হইবে তাহার সন্দেহ নাই। ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীদত্ত তাঁহাকে বিবাহ করিতে

স্বীকার করিলে সুন্দরী আসিয়া নিগড় মুক্ত করিয়া তাঁহার গলে মালা প্রদান করিয়া সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে সুন্দরী গর্ভবতী হইলে তাঁহার মাতা গোচনিকার মুখে সুন্দরীর বিবাহ ও গর্ভ সঞ্চারের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া জামাতৃ স্নেহে শ্রীদত্তের নিকট গিয়া কহিলেন, হে বৎস! এই সুন্দরীর পিতা শ্রীচণ্ড নামে শবর অতি কোপন স্বভাব, উনি গৃহে আসিলে তোমাকে কোন প্রকারেই ক্ষমা করিবেন না, অত এব তুমি এই সময়ে এস্থান হইতে প্রস্থান কর, কিন্তু আমার সুন্দরীকে যেন তোমার স্মরণ থাকে। এই রূপে শ্বশ্রূ কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়া শ্রীদত্ত শীঘ্র গৃহে গতিত নিজ খড়্গের কথা সুন্দরীকে অবগত করিয়া গোপনে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

স্বীয় পিতৃব্য প্রতিভট সহিত পরিচয়পূর্ব্বক
শ্রীদত্তের চক্রবর্ত্তী লাভ।

অতনন্তর শ্রীদত্ত প্রিয়া বিরহে চিন্তাকুল হইয়া যে বন হইতে আগমন করিয়া ছিলেন, প্রিয়ার অন্বেষণার্থ সেই বনে গিয়া ভ্রমণ করতঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যে খানে সেই মৃত ঘোটক পড়িয়া রহিয়াছে তথায় গিয়া দেখিলেন যে এক জন ব্যাধ সম্মুখে আগমন করিতেছে; সে নিকটে আসিলে তাহাকে প্রিয়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করিবামাত্র সে কহিল একটী স্ত্রীকে ক্রন্দন করিতে২ বনে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া আমি তাহাকে আশ্বাস

প্রদান পূর্ব্বক মথুরার নিকটবর্ত্তী নাগস্থল গ্রামে লইয়া গিয়া বিশ্বদত্ত নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গৃহে রাখিয়া আসিয়াছি, বোধ হয় সেই তোমার ভার্য্যা হইবে, অতএব তুমি শীঘ্র নাগস্থলে গমন কর তথায় তাহাকে প্রাপ্ত হইবে। ইহা শুনিয়া শ্রীদত্ত তৎক্ষণাৎ নাগস্থলোদ্দেশে যাত্রা করিলেন এবং গমন করিতে২ পর দিন প্রাতঃকালে তথায় গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন, পরে অন্বেষণ করিতে২ বিশ্বদত্তের গৃহ প্রাপ্ত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন, মহাশয় এক ব্যাধ আমার ভার্য্যাকে আপনার গৃহে রাখিয়া গিয়াছে, এক্ষণে আমার ভার্য্যা আমাকে প্রদান করুন। ইহা শুনিয়া বিশ্বদত্ত উত্তর করিল, মথুরাতে সুরসেন রাজার মন্ত্রী এবং উপাধ্যায় এক ব্রাহ্মণ তিনি আমার মিত্র আমি তাঁহারই গৃহে তোমার গৃহিণীকে রাখিয়া আসিয়াছি, তুমি তথায় গিয়া পরিচয় প্রদান করিলেই তাহাকে প্রাপ্ত হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীদত্ত তাদ্দিবস তথায় অবস্থান করিয়া পর দিন গমন করিতে২ বেলা এক প্রহর সময়ে মথুরায় গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তখন শ্রীদত্ত পথশ্রান্তে অত্যন্ত ক্লিষ্ট ছিলেন এজন্য, তথায় অতিনির্ম্মল জল এক দীর্ঘিকা দেখিতে পাইয়া তাহাতে স্নান করিবার নিমিত্তে অবগাহন করিবামাত্র পায়ে এক খানা বস্ত্র স্পর্শ হইল, তাহা হস্তে করিয়া দেখিলেন তাহার অঞ্চলে অতি মনোহর মণি মুক্তা যুক্ত এক সুবর্ণ হার বদ্ধ রহিয়াছে, দেখিয়া

বস্ত্র সহিত হার লইয়া প্রিয়া দর্শনোৎসুক হইয়া শ্রীদত্ত মথুরাপুরী মধ্যে প্রবেশ করিতে ছিলেন পথমধ্যে নগররক্ষিরা আসিয়া শ্রীদত্তের হস্তে বস্ত্র ও হার দেখিয়া চৌর নিশ্চয় করিয়া তাঁহাকে নগরপালের নিকট লইয়া গেল নগরপাল রাজার নিকট ঐ বিষয়ে আবেদন করাতে রাজা বিচার করতঃ চৌর নিশ্চয় করিয়া শ্রীদত্তকে বধ করিবার আদেশ করিলেন। নগরপাল শ্রীদত্তকে বধস্থানে লইয়া গমন করিতেছে, এমত কালে দূর হইতে মৃগাঙ্কবতী তাঁহাকে দেখিলা, আমারই প্রিয়কে বধ করিতে লইয়া যাইতেছে ইহা বলিয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক যাঁহার গৃহে তিনি অবস্থিতি করেন সেই প্রধান মন্ত্রীকে ঐ বিষয় অবগত করিলেন। মন্ত্রী রাজার গোচর করিয়া শ্রীদত্তকে বধ হইতে নিবৃত্ত করতঃ নিজগৃহে আনয়ন করিলেন। শ্রীদত্ত আসিয়া দেখিলেন আপনারই পিতৃব্য বিগতভয় রাজমন্ত্রী হইয়াছেন. দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবামাত্র তিনিও ভ্রাতৃপুত্রকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া বক্ষস্থলে ধারণ করিয়া আগমন বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রীদত্ত ভক্তি ভাবে নিজ পিতার বধ প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তান্ত পিতৃব্যের নিকট ব্যক্ত করিলেন। তখন বিগতভয় কহিলেন, পুত্র, তুমি আর শোক করিওনা, এক যক্ষিণী আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পাঁচ সহস্র ঘোটক এবং সাত কোটি স্বর্ণমুদ্রা আমাকে প্রদান করিয়াছেন। আমি নিঃসন্তান, অত-

এব সে সমুদায়ই তোমার হইল. ইহা বলিয়া বিগতভয় শ্রীদত্তকে ঐ সকল সম্পত্তি সহিত মৃগাঙ্কবতী প্রদান করিলেন। শ্রীদত্তও মৃগাঙ্কবতী সহিত অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন. কিন্তু বাহুশালী প্রভৃতি বয়স্য গণের নিমিত্ত তাঁহার অন্তঃকরণ উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিল।

শ্রীদত্তের রাজ্য লাভ।

একদা শ্রীদত্তের পিতৃব্য বিগতভয় তাঁহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন. বৎস. রাজা শূরসেন তাঁহার কন্যাকে অবন্তি দেশে স্বামীগৃহে রাখিয়া আসিতে আমার প্রতি অনুমতি করিয়াছেন অতএব আমি এই সুযোগে তাহাকে হরণ করিয়া তোমাকে দিতে পারি, যদি [illegible], তবে [illegible] সামন্ত আমাদিগের [illegible] হইবে, তুমি তাহাদিগকে [illegible] করিয়া লইয়া অচিরে লক্ষ্মীর বরপ্রভাব সম্পন্ন রাজ্য লাভ করিয়া সুখী হইতে পারিবে। শ্রীদত্ত উক্ত [illegible] স্বীকার করিলে বিগতভয় শূরসেনের নিকট হইতে বিদায় হইয়া সৈন্য সামন্ত সমভিব্যা[illegible] মৃগাঙ্কবতী সহিত রাজকন্যা লইয়া [illegible] যাত্রা করিলেন। গমন করিতে [illegible] কয়েক দিবস পরে বিন্ধ্যাটবী প্রাপ্ত হইবামাত্র তত্রস্থ চৌর দল সকল আগমন করিয়া তাঁহাদিগের সমস্ত সামন্ত গণকে আক্রমণ করিল। চৌরেরা অ[illegible] প্রবল ছিল, সুতরাং সৈন্য সকল তাহা-

দিগের নিকটে পরাভব মানিল। তখন চোরেরা সৈন্য গণকে তথায় রুদ্ধ রাখিয়া সকল ধন রত্নাদি লুটিয়া লইয়া ত্রিগর্তরাজ, শ্রীচন্দ্র, মৃগাঙ্কবতী ও শূরসেন সুতাকে বন্ধন করিয়া নিজ পল্লীতে লইয়া গিয়া চণ্ডিকার উপহা-রার্থ পল্লীপতির বাটীর সম্মুখে দেবালয়ে উপস্থিত করিল। শবরাধিপতির কন্যা সুন্দরী আশ্রম দর্শনার্থে স্বীয় শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করতঃ শ্রীদত্তকে তদবস্থ দেখিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহার বন্ধন খুলিয়া দিলেন এবং শ্রীদত্তের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পশ্চাৎ অবশিষ্ট সকলকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে সুন্দরীর পিতা পল্লীপতির পরলোক হওয়াতে সমস্ত আধিপত্য সুন্দরীরই হইয়া ছিল, সুতরাং শ্রীদত্ত ঐ সকল সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া সৈন্য সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করাইলেন এবং সুন্দরীর নিকট হইতে সেই মৃগাঙ্কক খড়্গ প্রাপ্ত হইয়া কিয়ৎকাল পরে সেই শূরসেন রাজার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া ভার্য্যা-দ্বয় সহিত তথায় মহারাজ চক্রবর্তী হইয়া সুখে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীদত্ত বিম্বকি ও শূরসেনের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে আয়ত্ত করি-লেন এবং তাঁহাদিগের সৈন্য সামন্তকে স্বীয় সৈন্য সামন্ত সহিত মিলিত করিয়া লইয়া গিয়া পিতৃঘাতী বিক্রমশক্তির সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহাকে

জয় করতঃ আসমুদ্র সমস্ত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া রাজ্য প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বি-যোগ দুঃখার্ত্ত রাজা শ্রীদত্ত বহুকাল পরে প্রিয়ালাভ করিয়া ছিলেন, অতএব আপনিও তদ্রূপ প্রিয়ালাভ করিবেন তাহার সন্দেহ নাই, ধীর-চিত্ত ব্যক্তিরা ব্যসনা-র্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অবশ্যই কল্যাণ লাভ করেন।

শ্রীদত্তের পুত্রসহিত প্রিয়ালাভ ও উদয়নের রাজ্য প্রাপ্তি।

সঙ্গমকের নিকট হইতে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া দয়িতোৎসুক রাজা সহস্রানীক সে রাত্রি তথায় অবস্থান পূর্ব্বক প্রাতঃকালে মনোরথারূঢ় হইয়া প্রিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। গমন করিতে করিতে কতিপয় দিবসের পর উদয় পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া জমদগ্নির শান্ত রমণীয় আশ্রম দেখিতে পাইলেন এবং তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ তপোরূপধারী জমদগ্নিকে দেখিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম পূর্ব্বক নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন। মুনি পরিচয় পাইয়া পুত্রের সহিত মৃগাবতী আনয়ন করিয়া রাজাকে প্রদান করিলেন। তখন শাপান্ত উপস্থিত দেখিয়া রাজদম্পতী আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে স্বীয় পুত্র উদয়নকে আলিঙ্গন করতঃ চিরভুক্ত বিরহ দুঃখ দূর করিয়া তথায় কিয়ৎকাল সুখে যাপন করিলেন। অনন্তর রাজা ঋষির নিকট হইতে বিদায় হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করত উদয়নকে ও মৃগাবতীকে লইয়া স্বীয় নগ-

রাদেশে প্রস্থান করিলেন। পরস্পরের বিরহ বৃত্তান্ত পরস্পর বর্ণন করতঃ পথে গমন করিতে করিতে কিয়ৎকালে উভয়ে গিয়া কৌশাম্বীতে উত্তীর্ণ হইলেন। তখন পৌরজন সকলে সপুত্রা রাজ্ঞীকে দেখিয়া প্রীতিপূর্ণ হয়ে অগ্রে অগ্রে গমন পুরঃসর পুরীমধ্যে প্রবেশ করাইয়া সমুদায় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পরে কিয়ৎকাল গত হইলে একদা রাজা সহস্রানীক স্বীয় পুত্র উদয়নকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া এবং বসন্তক, রুমণ্বান্ ও যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি মন্ত্রি পুত্রদিগকে মন্ত্রী করিয়া দিয়া স্বয়ং রাজ্যভার হইতে অবসৃত হইলেন। উদয়ন রাজা হওয়াতে স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং প্রজাগণ সুখে কালযাপন করিতে লাগিল। তখন রাজা সহস্রানীক বিষয়স্পৃহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মন্ত্রিগণ ও ভার্য্যা সমভিব্যাহারে মহাপ্রস্থানে গমনার্থ হিমালয়ে গমন করিলেন।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।